রত্নমালা
গ্রন্থরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ৪ পৌষ – ১০ পৌষ, ১৪২৬ ঃ ২১ ডিসেম্বর – ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 10, 21 December - 27 December, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: শনিবার: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির 'রেপ ইন

ইন্ডিয়া' মন্তব্য নিয়ে উত্তাল হল সংসদের উভয়কক্ষ রাজ্যসভা ও লোকসভা। সরব হলেন বিজেপি সাংসদ তথা মন্ত্রী স্মৃতি ইরানী, লকেট চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। যদিও রাহুল গান্ধির বক্তব্য, তাঁর মন্তব্যের অপব্যাখ্যা হচ্ছে।

রবিবার: সিএএ ও এনআরসি বিরোধী আন্দোলনে অসমের পর

উত্তাল হল পশ্চিমবঙ্গ। রাস্তাঘাট অবরোধ করে, রেল লাইন উপড়ে ফেলে, ট্রেন ও বাসের প্রভূত ক্ষতিসাধন করল উন্মক্ত একদল বিক্ষোভকারী। যথারীতি এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে রাজ্য বিজেপি। অন্যদিকে রাজ্য সরকার বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে।

সোমবার: পশ্চিমবঙ্গ সরকার রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে কেন্দ্রীয়

আইনে পরিণত হওয়া সিএএ মানছে না বলছে। মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা যাচ্ছে এই মর্মে প্রচার চালাতে। এর বিরুদ্ধে এবার মুখ খুললেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। তিনি বললেন, কেন্দ্রীয় আইনের বিরুদ্ধে এভাবে সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়ার এক্তিয়ান নেই রাজ্যের।

মঙ্গলবার: উন্নাও ধর্ষণকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত হল বিজেপির

প্রাক্তন বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গার। উল্লেখ্য, এক নাবালিকাকে ফুসলিয়ে ধর্ষণ ও খুন করার অভিযোগ উঠেছিল তার বিরুদ্ধে। যা নিয়ে মুখর হয় বিভিন্ন বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দল।

বুধবার: যাদবপুরের এইট বি বাসস্ট্যান্ড থেকে যদুবাবুর বাজার

পর্যন্ত মহামিছিল করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামিল হলেন দলের সাংসদ, বিধায়ক ও নেতা–কর্মীরা। সিএএ ও এনআরসি বিরোধী এই মিছিল থেকে প্রধানমন্ত্রীর করা পোষাক মন্তব্য নিয়েও কটাক্ষ করলেন মমতা।

বৃহস্পতিবার: ২০০৮ সালে লাগাতার বিস্ফোরণে কেঁপে

উঠেছিল গোলাপী শহর জয়পুর। সেই বিস্ফোরণ মামলায় এতদিনে দোষী সাব্যস্ত হল ৪ দুষ্কৃতী। তাদের বিরুদ্ধে খুব শীঘ্রই রায় দিতে চলেছে আদালত।

শুক্রবার: সিএএ বিরোধী অবস্থানে অংশ নিয়ে বেঙ্গালুরুর

রাজপথে গ্রেফতার হলেন স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ। যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

নাগরিকত্বের গেরো

ওঁকার মিত্র : অসমে নাগরিক পঞ্জি প্রকাশিত হতেই বাংলার গ্রামে গঞ্জে শুরু হয়েছিল অস্থিরতা। রাজনৈতিক দলগুলির পরস্পর বিরোধী অস্বচ্ছ প্রচারে বিভ্রান্ত মানুষ ছুটে বেড়াচ্ছিলেন ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, আধার কার্ডের জন্য। মসজিদ–মাদ্রাসা থেকে পরামর্শ আসছে কাগজপত্র জোগাড় করার। কি কি নথিপত্র লাগবে তার তালিকা দিয়ে বিলানো হচ্ছিল প্রচারপত্র। তবুও বাধ মানছে না মন। কোন কাগজটা সবচেয়ে জরুরি? সবগুলি কাগজ লাগবে না কি যে কোনও একটা হলেই হবে? দলিলে বাপ ঠাকুরদার নাম থাকলে তার সঙ্গে নিজের নাম মিলবে কি করে? নথিপত্রে যদি নাম ভুল থাকে তাহলে কি দেশ ছাড়াতে হবে? কোন সাল তারিখটাকে আসলে ধরা হবে? যারা স্বামী হারা বা পরিত্যক্তা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছেন তাদের কোন পরিচয়টা গ্রাহ্য? এমন নানা প্রশ্নের বাষ্প ক্রমশ ফুলতে থাকে বাংলার গ্রামীণ সমাজে বিশেষ করে সংখ্যালঘু মানুষের মনে। কিন্তু উত্তর দেওয়ার কেউ নেই। কেন্দ্রের শাসকদলের প্রতিনিধিরা আইনের কথা বলছে। আর রাজ্যের

নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে জ্বলছে আগুন।

শাসকদলের কেষ্টবিষ্টুরা ভয় দেখাচ্ছে। টিভি চ্যানেলগুলোতে আইনের উপর আলোচনার বদলে চলছে রাজনৈতিক আকচাআকচি। হয়রান হচ্ছে মানুষের মন। ছুটে ছুটে ক্লান্ত শরীর।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই লোকসভা এমনকি রাজ্যসভায় পাশ হয়ে গেল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। আর এক সাম্প্রদায়িক আগুনের ফুলকি এসে পড়ল বিভ্রান্তির স্তূপে। বিল আইনে পরিণত হতেই বিস্ফোরণ ঘটল বিষবাষ্পের। আইনের ধারা ক্ষতিয়ে না দেখেই জ্বলে উঠল গ্রামীণ সমাজ। রাশ হারালো রাজনৈতিক দলগুলি। প্রতিবাদ আন্দোলন রূপ নিল হিংসার। চরম হয়রানি শুরু হল আপামর মানুষের। বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হল জনগণের সম্পত্তি। মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস ফুৎকারে উড়িয়ে দিল অস্থির জনতা। মাঝখান দিয়ে হারিয়ে গেল অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানোর আসল ইস্যুটা।

উত্তর নেই। রাজনীতিকরা চুপচাপ। সদ্য পাশ হওয়া নাগরিকত্ব বিলের প্রচার নেই। কি কি নথি থাকলে নাগরিকত্ব থাকবে তার সুষ্ঠ দিশা নেই। অনুপ্রবেশকারীদের আদৌ এদেশ থেকে তাড়ানো হবে কিনা তাও স্পষ্ট নয়। শুধু আন্দোলন, প্রতিবাদ, ভাঙচুর, ক্ষয়ক্ষতি। সকলেই জানে এভাবে আইন বদলাবে না। সংসদই পারে নির্দিষ্ট পদ্ধতির দ্বারা আইন বদলাতে। কিন্তু তা কখনই হিংসার দ্বারা সম্ভব নয়। ৭০ বছর ধরে ফেলে রাখা নাগরিকত্বের জন্য দায়ী কে? জনগণের প্রতিনিধির নামে সাংসদে গিয়ে যারা সুখভোগ করে গেলেন তাদের এবার জবাবদিহি করার পালা। এই দায় আড়াল করতেই হিংসায় কড়া হতে পারল না প্রশাসন। জনগণের আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতি দিয়ে চুকাতে হল ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

কয়েকদিন পরে সব থেমে যাবে। রাজনীতিকরা ঢেকুর তুলে কেউ বলবেন দেখলে কেমন প্রতিবাদ আন্দোলন হল! কেউ বলবেন আইন করে দেখিয়ে দিলাম ক্যারিশমা! বিশ্বব্যাপী একঘেঁয়ে আর্থিক মন্দার খবরের পাশাপাশি কদিন বেশ মুখবদল বলে স্বস্তি পাবেন সংবাদমাধ্যমগুলি। কিন্তু রয়ে যাবে বিভ্রান্তি, অনুপ্রবেশের সমস্যা, নাগরিকত্বের প্রশ্ন। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে আইনের প্রচার করতে। চলছে মামলাও। এখন সেই দিকেই তাকিয়ে মানুষ।

নাগরিকত্ব পেয়ে খুশি মতুয়া ও উদ্বাস্তু সংগঠন

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর চব্বিশ পরগনা : সম্প্রতি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি বা ক্যাব) সংশোধিত হয়ে সিএএ অর্থাৎ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে পরিণত হয়েছে। তার বিরোধিতায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত, কাজিপাড়া, আমডাঙা সহ প্রায় সর্বত্র মিছিল, মিটিং, হিংসাত্মক প্রতিবাদ আন্দোলন সঙ্ঘটিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে বারংবার শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের আবেদন জানান। কিন্তু তার সেই আবেদনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আন্দোলনকারীদের একাংশ যত্রতত্র হিংসাত্মক ঘটনা ঘটায়। আন্দোলনের নামে তারা ট্রেন, বাসে অগ্নিসংযোগ সহ কোটি কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করে। নাগরিকত্বের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গের যে সব সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরে লড়াই সংগ্রাম করে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে অন্যতম অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘ এবং বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদ। নাগরিকত্ব আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এই দুটি সংগঠনের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য এবং বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদের সর্বভারতীয় সভাপতি বিমল মজুমদার–এর মুখোমুখি হন প্রতিবেদক।

অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক মহীতোষবাবু বলেন, 'ভারত সরকার আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি অনুযায়ী নাগরিকত্ব বিলকে যেভাবে সংশোধন করে আইনে রূপান্তরিত করেছে, তাতে আমরা খুশি। এই দিনের জন্যে আমরা দীর্ঘদিন

লড়াই করেছি। আমরা ২০০৩ সালের পর থেকেই বিভিন্ন মিটিং, মিছিল, র‍্যালি সহ বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠিত করেছি। কিন্তু কোনওদিন হিংসাত্মক কাজকর্ম করিনি। ২০১০ সালের ২৮ ডিসেম্বর বড় মা বীণাপানি দেবীর নেতৃত্বে ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে আমরা বিশাল জমায়েত করেছিলাম। সেখানে নাগরিকত্বের দাবি জানিয়ে আমরা আবেদনও রেখেছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরনগরে যে মিটিং করেছিলেন, সেখানে বড়মাকে সামনে রেখে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যে ক্ষমতায় এলে মতুয়াদের এই দাবি নিয়ে তিনি কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলবেন এবং নাগরিকত্ব এনে দেবেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে বাংলার সাংসদরা পার্লামেন্টে গেলেও এ ব্যাপারে কোনও কথা বলেননি।

এরপর পাঁচের পাতায়

আড়াই মিটারের বেশি ড্রেজিং হবে মুড়ি গঙ্গায়

বরুণ মণ্ডল : আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা ২০২০তে রাজ্যের পরিবহন দফতরের একটি মুখ্য দায়দায়িত্ব আছে বলে মান্যতা দেন রাজ্যের পরিবহন ও সেচ জলপথ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গত ১৮ ডিসেম্বর এবারের গঙ্গাসাগর মেলার পরিবহন সম্পর্কিত এক ব্যবস্থাপনা বিষয়ের সভায় পরিবহন মন্ত্রী একথা জানান। তিনি এও বলেন, গঙ্গাসাগর মেলায় যাতায়াতের সমস্ত জেটির রক্ষণাবেক্ষণ সেটাও আমার দফতরের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এদিন জেলাশাসকের ব্যবস্থাপনায় জেলার পরিবহন দফতরের এই সভায় জেলা পুলিশের ট্রাফিক উইংস, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ ও জেলা পরিবহন দফতরের সামগ্রিক সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে পরিবহন মন্ত্রী জানান, 'স্পিড লেটার গ্যাং' ও 'স্পিড লিমিট'কে সেফটি সিকিউরিটির জন্য প্রতিবারের মতো এবারও প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে। আর গঙ্গাসাগরে যাওয়ার সমস্ত জেটির জন্য জয়েন্ট ইন্সপেকশন করা হবে। তাতে থাকবে জেলা পুলিশ, পরিবহন ও সেচ জলপথ দফতরের আধিকারিকরা। মেলার সময় সমস্ত জেটিতে এসওপি, ড্রপ গেট, ফগ লাইট ইত্যাদি থাকবে। সেখানে পুলিশের লোকের সঙ্গে জলসাথীরাও থাকবে। যাতে সমস্ত জলপথকে চলাচলের উপযুক্ত করে রাখা যায়। এবার গতবারের তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ 'হুগলি নদী জলপথ সমবায়', 'রাজ্যের ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন' ও প্রাইভেট লঞ্চ ও ভেসেলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর বাইরেও সরকারি বাস গতবারের ৭০০ থেকে বাড়িয়ে এবার ৯০০ করা হচ্ছে। প্রয়োজনে আরও ১০০টি সরকারি বাস দেওয়া হবে। প্রাইভেট ট্রান্সপোটার্সদের সঙ্গেও মেলা কর্তৃপক্ষের কথাবার্তা হয়েছে। এবার ওরা অনেক আগেই ওপারে যে গাড়িগুলি মেলায় পৌঁছে দেবে, সেটাও ওরা সময় মতো করবে। এছাড়া হেলিকপ্টার সার্ভিস গত কয়েকবারের মতো এবারও চালু থাকবে। সঙ্গে এবার দু'টি 'এয়ার অ্যাম্বুলেন্স হেলিকপ্টার' সার্ভিস থাকবে। এয়ারে শিফটিং করার জন্য। যাতে করে কোনও তীর্থযাত্রীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়। সেজন্য এবার তিনটি হেলিপ্যাড তৈরি হচ্ছে। যেখানে আগে একটি হেলিপ্যাড তৈরি করা হতো। হেলিকপ্টারে মেডিকেল অ্যাসিসস্ট্যান্ট সঙ্গে থাকবে। যাতে অসুস্থ পুণ্যার্থীকে দ্রুততার সঙ্গে শিফট করা যায়। মোটর ভেহিকেল ইন্সপেক্টর প্রায় ৪০ জন অ্যাডিশনাল থাকবে। পুলিশ ও ট্রাফিকের সঙ্গে। প্রতি ১০ কিলোমিটার অন্তর 'স্পিড লেটার গ্যাং' থাকছে। যাতে কোনও ভাবেই ৩০–৪০ কিলোমিটারের বেশি স্পিডে গাড়ি যেতে না পারে। তা আমরা 'ইনসিওর' করবো। আর ট্রাফিক পুলিশকে পরিবহন দফতর থেকে ব্রিদিং অ্যানালাইজার দেওয়া হচ্ছে। যাতে সুস্থ অবস্থায় ড্রাইভাররা গাড়ি চালায়। আর সমস্ত ভেসেল ও লঞ্চে ফগ আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর কোস্টাল পুলিশ ও জলসাথী যারা আছে, তারাও 'ড্রপ গেট' গুলি মেনটেনেন্স করবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

সাগরে এবার ই–স্নান

কুনাল মালিক, আলিপুর: সামনেই গঙ্গাসাগর মেলা। মকরসংক্রান্তির পুণ্য লগ্নে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগরদ্বীপের সাগরসঙ্গমে সারা দেশের পুণ্যার্থীরা পুণ্যস্নান করার জন্য ভিড় করেন। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতায় অনেক মানুষ শেষ মেশ সাগর সঙ্গমে পৌঁছাতে পারেন না। সেই সমস্ত মানুষদের কথা ভেবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জেলা প্রশাসন এবার গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ই–স্নানের ব্যবস্থা করেছে। ভাবছেন সেটা কি? শুক্রবার আলিপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক ডঃ পি উলগানাথন জানালেন, ই–স্নানের কথা। খুব শীঘ্রই জেলা প্রশাসন একটি ওয়েবসাইট চালু করতে চলেছে। তার আগে সারা দেশ থেকে যদি কেউ সাগর সঙ্গমের গঙ্গাজলের অর্ডার দেন, তাহলে তা পিতলের ঘটি করে ক্যুরিয়র সার্ভিসের মাধ্যমে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মকরসংক্রান্তির দিন ওয়েব সাইটের মাধ্যমে গঙ্গাস্নানের মাহেন্দ্রক্ষণের তিথির লাইভ দৃশ্য দেখানো হবে। গঙ্গাজল প্রাপ্ত পুণ্যার্থীরা সেই লাইভ দৃশ্য চাক্ষুস করতে করতে মাথায় গঙ্গাজল ঢেলে সাহী স্নানের পুণ্য অনুভব করতে পারেন। এছাড়াও গঙ্গাসাগর ওয়েব সাইট থেকে 'তীর্থসামগ্রী প্যাক' পাওয়া যাবে।

যেখানে গঙ্গাজল, প্রসাদ ও পূজার টিকা দেওয়া হবে। শুধুমাত্র ডেলিভারি চার্জ নেওয়া হবে। জেলা শাসক পি উলগানাথন আরও জানান এবার গঙ্গাসাগর মেলায় তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অভিনব সফটওয়ার ও মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করা হচ্ছে যা পূর্বে কোনও দিন হয়নি। মূল উদ্দ্যেশ্য হল তীর্থযাত্রীদের সম্পূর্ণভাবে নিরাপত্তা ও সামগ্রিক পরিষেবা দেওয়া। সাগর সুরক্ষা সফটওয়ার, অতিথি পথ (গঙ্গাসাগর মোবাইল অ্যাপ), বাহন ট্র্যাকার, সাগর সঞ্চার, ই–দর্শন, ই–নিরীক্ষণ, পরিচয় ইত্যাদি নামের নানা সফটওয়ার ও অ্যাপ এবার গঙ্গাসাগর মেলায় ব্যবহার হবে।

ছবি : অরুণ লোধ

প্রতিবাদের গেরোয় ক্ষতি পর্যটনে

কুশল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: চার পাচদিনের রেল বন্ধ থাকায় বিশাল ক্ষতির সামনে দা।য়ি উত্তরবঙ্গ পর্যটন দপ্তর,পর্যটন দপ্তরের এক অধিকর্তা জানালেন এই কদিন রেল বন্ধ থাকায় বিশাল ক্ষতির সন্মুখিন উত্তরবঙ্গ পর্যটন শিল্প, সাধারনত নভেম্বর, ডিসেম্বর এবং জানুয়ারী এই তিন মাসই পর্যটন শিল্পের রমরমা থাকে গোটা উত্তরবঙ্গ জু।ে,কিন্তু এবারে ট্রেন বন্ধ থাকায় বিশাল ক্ষতি হয়েগেল আমাদের জানালেন এক হোটেল মালিক,আমাদের হোটেল এই সময় ফোন করে বুক করলেও পাওয়া যায় না, কিন্তু এই কদিনে সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল.জানালেন তিনি,রেল বন্ধে ধাক্কা খেয়েছে পাহা।ও যে সমস্ত পর্যটক পাহা।ে যাবার জন্য হোটেল বুক করেছিলেন এবারে তার আশি শতাংশ বাতিল করেছেন বুকিং, ঠিক একই অবস্থা কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং ডুয়ার্সের সব জায়গাতেই বুকিং বাতিলের খবর পাওয়া গেছে,যেসব পর্যটক শিলিগু।তিে এসে প।ছেন তারাও আর থাকতে চাইছেন না,বুকিং বাতিল করে ফিরে যেতে চাইছেন, পর্যটকরা ফিরে যাওয়ায় এবং বুকিং বাতিল করায় ক্ষতির সামনে গা।রি ব্যাবসাও,গা।রি চালকেরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন কারন অন্যদের মত তারাও এই সময়ে পর্যটকদের উপরই নির্ভর করে থাকেন,সবমিলিয়ে চু।ান্ত সমস্যায় উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্প।

রাস্তায় ফেলে রাখা বালি, সমস্যায় পথচারী

কিংশুক দত্ত, কোচবিহার: দীর্ঘ সময় ধরে কোচবিহার শহরের বিভিন্ন রাস্তায় নির্মাণ কাজের জন্য অবৈধভাবে ফেলে রাখা হয়েছে বালি পাথর, এতে করে পথচলতি মানুষের যেমন অসুবিধা মুখের করতে হয় তেমনি একটুতেই পাথর করে রেখেছে অনেকে। সেই কারণে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করল প্রশাসন। যে সমস্ত রাস্তায় বালি পাথর পড়ে রয়েছে সেগুলো পুরসভার পক্ষ থেকে তুলে নেওয়া হল আজ শহরের সুনীতি রোড হয়ে বাজার পর্যন্ত প্রায় চার থেকে

সাইকেল ও বাইকের চাকা ফ্লিপকার্টে এতে করেই দুর্ঘটনা হচ্ছে বলে জানান অনেকে। রাস্তা আটকে যাতে দীর্ঘ সময় ইট বালি পাথর ফেলে রাখা হয় সেই কারণে সদর মহকুমা শাসক ও পুরসভার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রচার ও সচেতনতা করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শহরের বিভিন্ন এমন ভাবে বালি বালি ও পাথর বাজেয়াপ্ত করল পুরসভা।এই নিয়ে পুরসভা সার্কেল ইনস্পেক্টর বিশ্বজিত রায় জানান, আমরা যে সমস্ত বালি পাথর বাজেয়াপ্ত করছি সেই বালি পাথর গুলি শহরের যে সমস্ত রাস্তা ভাঙা রয়েছে তার মেরামতের কাজে লাগাবো, বহুবার বলার পরেও কাজ না হয় এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হলাম।

ক্যাব–এনআরসিতে উত্তাল রাজ্য
বাজারের আগুন নেভানোর কেউ নেই

কুনাল মালিক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : পূর্বের সব রেকর্ডকে ম্লান করে শুক্রবার দক্ষিণ শহরতলির বিভিন্ন বাজারে আলু বিক্রি হচ্ছে ২৬–২৭ টাকা কেজি দরে। চন্দ্রমুখী আলু বিকোচ্ছে ৩০ টাকা কেজি দরে। ব্যবসায়ীসহ ক্রেতা সাধারণরা মনে করতে পারছেন না পূর্বে কবে আলুর দাম এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। পেঁয়াজ বিকোচ্ছে ১৩০–১৪০ টাকা কেজি দরে। সেই সঙ্গে গত সপ্তাহে শীতকালীন সবজির দাম একটু কমলেও, আবার তা উর্ধ্বমুখী হচ্ছে। গত সপ্তাহের প্রথম দিন থেকে রাজ্য জুড়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে রাজ্য জুড়ে তুমুল হইহল্লা শুরু হয়েছে। জায়গায় জায়গায় বিক্ষোভ, আগুন, ট্রেন অবরোধ, ভাঙচুরের ঘটনায় আম জনতা নাজেহাল। রাজ্যের শাসক দল ক্যাবের বিরুদ্ধে মিছিল

পদযাত্রা, মিটিং নিয়ে সরগরম। অন্যদিকে কেন্দ্রের শাসক দল ও ক্যাবের সমর্থনে সভা সমিতি ও নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। অথচ দরিদ্র মধ্যবিত্ত মানুষদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য বাজারের ব্যাপারে কাউকেই তৎপরতা দেখাতে চোখে পড়ছে না। সপ্তাহ দুয়েক আগে বিভিন্ন বাজারে ডিএম, বিডিও, মহকুমা শাসকরা অভিযান করায় বাজার কিছুটা হলেও নিয়মুখী হয়েছিল।, আবার ক্যাব ও এনআরসির ডামাডোলে বাজার আবার আগুন হচ্ছে। অনেক ব্যবসায়ী আবার নতুন অজুহাত দিচ্ছেন, বলছেন বিভিন্ন জায়গায় অবরোধ– ভাঙচুরের ঘটনায় রাস্তায় রাস্তায় ট্রাক ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকায় পণ্য পরিবহনে বিলম্ব ঘটছে। তাই বাজার উর্দ্ধমুখী। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন কবে তারা স্বস্তি পাবেন? কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দৈনন্দিন বাজারের মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারে সদর্থক কোনও পদক্ষেপ নিলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ডাক পরিষেবা চলছে দক্ষিণ বারাসতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : বেহাল অবস্থায় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চলছে সরকারি অফিস টি। ঘটনাটি জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশত উপ ডাকঘরের। ভাঙাচোরা বাড়িতে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ চলছে এই ডাকঘরে।এলাকার কয়েক হাজার মানুষ এই ডাকঘরের উপর নির্ভরশীল।এই ডাকঘরের অধীন ১৬ টি শাখা ডাকঘর আছে। এই গুরুত্বপূর্ণ ডাকঘরটির যে বাড়িতে কাজ চলছে সেই বাড়িটির নানা অংশ ভাঙাচোরা। ছাদ থেকে নিয়মিত খসে পড়ছে ছাদের চাঙড়। দক্ষিণ বারাশত বাজারের কাছেই কুলপি রোডের পাশেই একটি দোতলা বাড়ির একতলার ভাড়া বাড়িতে বহু দিন ধরে চলে আসছে এই ডাকঘর টি।স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,বহু দিন ধরে কোন সংস্কার হয় নি বাড়ি টির । বাড়িটির সামনে নোংরা আবর্জনার স্তূপে লেটার বক্সটি পড়ে আছে। মালিকপক্ষের শরিকানি ঝামেলায় বহুদিন এই বাড়ির কোনও সংস্কার হয় নি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেল।তবে মালিকপক্ষ চাইছে এই ভাড়াটিয়াকে তুলে দিতে। এই ডাকঘরে আসা প্রবীণ নাগরিক নিমাই লাল নস্কর,জয়দেব হালদার সহ

কয়েকজন বলেন,প্রতি মাসে পেনশনের টাকা তুলতে আসি ভয়ে ভয়ে। যদি ভেঙে পড়ে এই ভয়ে। একটু বৃষ্টিতে জল পড়ে। যে কোনও সময় বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে এখানে। এই ডাকঘরের মাসটার বলেন, আমরা ভালো ঘর খুঁজছি।পেলেই উঠে যাবো।আসলে কম ভাড়ায় সে রকম কোন ঘর পাচ্ছি না। তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদেরও কাজ করতে হচ্ছে।

Alipur Barta: 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 10, 21 December - 27 December, 2019

বুলের চাকা বনবন ঘুরছে, লগ্নিও দানা বাঁধছে

পার্থসারথি গুহ

বিশাল জনমত নিয়ে নমোর প্রত্যাবর্তনের পরেও দেশজুড়ে বিরোধী দলগুলির কথা শুনলে মনে হবে কেন্দ্রে বোধহয় কোনও সরকারই নেই। যাও বা আছে তা অত্যন্ত নড়বড়ে, লজঝড়ে। আরও একবার ভোট হলে সেটাও ভেঙে পড়বে। অথচ দেশের আর্থিক সূচক ঠিক উলটো কথাটাই বলে আসছে।১২ হাজারের ওপর নিফটি আর ৪০ হাজারের ওপর সেনসেক্সের অবস্থান সাফ বুঝিয়ে দিয়েছে ভারতের আর্থিক অবস্থা মোটেই তেমন খারাপ নয়। শক্তিশালী একটা শাসন ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকলে এভাবে ভারতীয় শেয়ার বাজারের লাগাতার বেড়ে চলা সম্ভব নয়।

যদিও বিরোধীরা শেয়ার বাজারের বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কোনও যোগসূত্র পাচ্ছেন না। ঘুরিয়ে অর্থবাজারের এই রমরমার পিছনে অপারেটর নির্ভর চালাকির কথা তুলে ধরছেন তারা। কিন্তু বিদেশি আর্থিক বিশেষজ্ঞ সংস্থা মর্গ্যান স্ট্যানলি, মুডিজ যে ভারতীয় বাজারকে লেটার মার্কস দিচ্ছেন তা তো আর অস্বীকার করা যায় না। যে বিদেশিরা কোনও দেশের আর্থিক ভিত মজবুত না হলে লগ্নি করেন না, তাদের ভারতের অর্থবাজারের প্রতি এত আগ্রহ তো আর এমনি এমনি গড়ে ওঠেনি। নিশ্চিতভাবে ভারত বিদেশি লগ্নিকারীদের কাছে একটা বড় গন্তব্য হয়ে উঠেছে।

সেই প্রেক্ষাপটে অন্যতম বড় কারণ হয়ে উঠেছে চিনের বৃদ্ধি থমকে যাওয়া। চিনের সর্বনাশ কার্যত ভারতের বাজারে পৌষমাস হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। অনেকে বলেন বিদেশি লগ্নিকারীরা হল পরিযায়ী পাখির মতো। কখন তাদের বিনিয়োগ তুলে নেবেন তার গ্যারান্টি নেই।

সেক্ষেত্রে বলতে হবে ভারতীয় ফান্ডগুলির সাবালক হয়ে ওঠা দেশের অর্থবাজারের বড় প্রাপ্তি। বিশেষ করে গত ২ বছর ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই ব্যাপক উত্থানের পিছনে সবথেকে বিরাট ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে ডোমেস্টিক ফান্ড বা এলআইসির মতো অগ্রণী সংস্থাকে। তাও বিদেশি লগ্নিকারীদের আস্থা ছাড়া এই বৃদ্ধি ধরে রাখা যেত না বলে অভিমত শেয়ার বিশেষজ্ঞদের। চিনের খারাপ অবস্থা ছাড়াও দেশে স্থায়ী সরকারের অবস্থান, আর্থিক উদারীকরণের পথে কেন্দ্রীয় সরকারের সচেষ্ট থাকা সবকিছুই অনুঘটকের কাজ করেছে। তাছাড়া জিএসটি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে যতই চাপানাউতোর থাকুক না কেন, একে লগ্নিকারীরা যে ভালচোখে দেখছেন তাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বস্তুত এতকিছুর যোগফল ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই ক্রমোত্থান। যা আগামী ২-৩ বছর জারি থাকার সম্ভাবনা প্রবল। সেক্ষেত্রে ভারতীয় সূচক জোর নিফটি ও সেনসেক্সের যথাক্রমে ১৬ হাজার ও ৫০ হাজার হয়ে ওঠাও অস্বাভাবিক নয়। এর চেয়ে বেশি হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

এই বাজারে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল একটা প্রতিরোধ কিন্তু আসছে এই ১০-সাড়ে ১০ হাজারের জায়গা থেকে। নিফটি আপাতত যেন দৃঢ় ভাষায় বুঝিয়ে দিতে চাইছে সে আর বেশি নিচে যাবে না। তা বলে এমন ভাবার কারণ নেই যে সব একেবারে আমূল

অর্থনীতি

পালটে গিয়েছে, বাজার এবার তা থই তা থই করে নাচবে তা কিন্তু নয় মোটেই। বড়সড় কোনও বিপদ এসে এখনই হানা দেবে না।

এখন প্রশ্ন উঠছে শেয়ার বাজার সম্পর্কে অন্ধকারটা কি পুরোপুরি কেটেছে বাঙালির মন থেকে। এই কথাটা সেজন্যেই উঠছে সময়ের সঙ্গে যুগের সাথে তাল মেলালেও এখনও অর্থবাজার নিয়ে অনেকটাই অন্ধকারে গড়পরতা বাঙালি। শেয়ার বাজার কী, খায় না মাথায় মাখে সেটাই তো পরিস্কার নয়। অনেকে তো বেমালুম একে জুয়ার আড়ত বলে

আখ্যা দিয়ে দেন। অদ্ভুত এক প্রশান্তি লাভ করেন শেয়ার বাজার নিয়ে চারটি গাঁজাখুরি তথ্য তুলে ধরে। যারা শেয়ার বাজারকে নিয়ে এত কটুক্তি করেন তারাই আবার চিটফান্ডে টাকা রেখে ফেঁসে গিয়েছেন এমন উদাহরণও কিন্তু ভুরি ভুরি। তারা একবারও ভেবে দেখেন না শেয়ার বাজার কিন্তু ভারত সরকার অনুমোদিত। হয়তো সেখানে অনেক আজে বাজে কোম্পানির শেয়ার ফাঁকতালে গছিয়ে গিয়েছে সেখানে। কিন্তু, পাশাপাশি প্রচুর সংস্থা রয়েছে যারা চুটিয়ে মাথা উচু করে ব্যবসা করে চলেছে। বছরের পর বছর একেকটা ত্রৈমাসিকের দুর্দান্ত পারফরমেন্স, ভাল ব্যবসা ধরে রাখা, ঠিকঠাক অর্ডার পাওয়া ইত্যাদি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এরা শেয়ার বাজারে আইকন হয়ে উঠেছে। পোশাকি ভাষায় এদের বলা হয় ব্লু চিপ শেয়ার। এদের কাজের দক্ষতার নিরিখেই এরা অভিজাত

হয়ে উঠেছে শেয়ার বাজারে। সেজন্যই শেয়ার বাজারে পা রাখা ইস্তক বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন ধারাবাহিকতায় সেরা এইসব ব্লু চিপ শেয়ার কিনতে।

ব্যাঙ্কে ২০০ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০০ জন জেনারেলিস্ট অফিসার (স্কেল-টু) নেবে ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : AX/ST/RP/Generalist Officer/2019-20.

শূন্যপদ : ২০০টি (সাধারণ ৮১, তফসিলি জাতি ৩০, তফসিলি উপজাতি ১৫, ও বি সি ৫৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২০)। এর মধ্যে চলাচলে সমস্যাগ্রস্ত প্রার্থীদের জন্য ৪টি, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ২টি এবং বৌদ্ধিক ও একাধিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন প্রার্থীদের জন্য ২টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর সহ যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। সঙ্গে এম বি এ (ফিনান্স) বা সি এ বা আই সি ডব্লু এ বা সি এফ এ অথবা এফ আর এমের মতো কোনও যোগ্যতা থাকতে হবে। জে এ আই আই বি ,বং সি এ আই আই বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা অগ্রাধিকার পাবেন। কোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স : ১-৪-২০১৯ তারিখে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়সে তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৩১,৭০৫ - ৪৫,৯৫০ টাকা। প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অনলাইন পরীক্ষা পরিচালনা করবে আই বি পি এস। কলকাতা অন্যতম পরীক্ষাকেন্দ্র।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.bankofmaharashtra.in ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে।

পরীক্ষার ফি জি এস টি সহ ১,১৮০ টাকা, তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১১৮ টাকা। প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ফি লাগবে না। ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই। ফি জমার পরে ই-রিসিপ্ট এবং পূরণ করা দরখাস্তের প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। প্রিন্ট আউট নিজের কাছেই রাখবেন।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখবেন উপরোক্ত ইন্টারনেট।

রিষড়া পুরসভায় শিক্ষক, হেল্পার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩৪ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার, হেল্পার ও অ্যাকাউন্ট্যান্ট নেবে রিষড়া পুরসভা। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 2340/VI.

অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার : (বাংলা মাধ্যম) শূন্যপদ ৩ টি (সাধারণ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। তবে শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ না থাকলেও আবেদন করা যাবে। সেক্ষেত্রে চাকরি পাওয়ার ৫ বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিতে হবে।

হেল্পার : শূন্যপদ ৩০টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি-বি ২, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ৩, সাধারণ দক্ষ খেলোয়াড় ১, সাধারণ এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি ৫, তফসিলি জাতিভুক্ত এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি ১, ওবিসি-এ এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি ১, ও বিসি-বি এক্সেমটেড ক্যাটেগরি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট পাশ।

অ্যাকাউন্ট্যান্ট : শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : কমার্স গ্র্যাজুয়েট। অ্যাকাউন্টিংয়ে কাজে অভিজ্ঞতা এবং কম্পিউটার ব্যবহার করে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স: সব পদের ক্ষেত্রেই ১-১-২০১৯ তারিখে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। বয়সে তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার পদের ক্ষেত্রে ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ২,৩০০ টাকা। হেল্পার পদের ক্ষেত্রে ৪,৯০০-১৬,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৭০০ টাকা। অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ৭,১০০-৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য লিখিত পরীক্ষা হবে। পরীক্ষার তারিখ পরে জানানো হবে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। যে কোনও কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে দরখাস্তের বয়ান সরাসরি সংগ্রহ করতে হবে রিষড়া পুরসভার অফিস থেকে। দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

প্রার্থীর এক কপি ফটো, প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল, প্রার্থীর নাম ঠিকানা লেখা ও প্রয়োজনীয় মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম সহ পূরণ করা দরখাস্ত ভরা খামের লপর প্রার্থী যে পদের (শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে যে মাধ্যমের) জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। দরখাস্ত ৪ জানুয়ারির মধ্যে সাধারণ ডাকে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Chairman, Rishra Municipality, 49/56/57, Rabindra Sarani, Rishra, Hooghly-712 248. দরখাস্ত সরাসরিও জমা দেওয়া যাবে উপরোক্ত ঠিকানায়।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.rishramunicipally.org.

ব্যাঙ্কে স্পেশ্যালিস্ট অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন পদে ৫০ জন স্পেশ্যালিস্ট অফির নেবে ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র। নিয়োগ করা হবে ইনফর্মেশন টেকনোলজি বিভাগে। প্রথমে এক বছরের প্রবেশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর AXI/ST/RP/I.T Officers/2020-21.

শূন্যপদের বিন্যাস : নেটওয়ার্ক অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর : ১১টি। ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (এম এস এস কিউ এল/ওর‍্যাকল) : ৪টি। সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (উইন্ডোজ/ভি এম) : ১৪টি। সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (ইউনিক্স) : ৭টি। প্রোডাকশন সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার : ৭টি। ই-মেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর : ২টি। বিজনেস অ্যানালিস্ট : ৫টি।

ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদ : সাধারণ ২২, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৫।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : নেটওয়ার্ক অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ কম্পিউটার সায়েন্স বা ইলেক্ট্রনিক্স বা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশনে বি ই বা বি টেক। সেই সঙ্গে ব্যাঙ্কিংয়ের কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সি সি এন পি বা সি সি এন এ বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স করা থাকলে অগ্রাধিকার।

ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ কম্পিউটার সয়েন্স বা ইলেক্ট্রনিক্স বা ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে বি ই বা বি টেক। কম্পিউটার সায়েন্সে এম এসসি বা এম সি এ ডিগ্রি থাকলেও আবেদন করা যাবে। সেই সঙ্গে ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিষয়ে ওর‍্যাকল বা মাইক্রোসফট সার্টিফিকেশন কোর্স করে থাকতে হবে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে বাধ্যতামূলক। এস কিউ এল সার্ভার ৭.০ বিষয়ে মাইক্রোসফট সার্টিফায়েড প্রফেশনাল কোর্স বা ওর‍্যাকল সার্টিফিকেশন কোর্স করে থাকলে অগ্রাধিকার।

সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (উইন্ডোজ/ভি এম) পদের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ কম্পিউটার সায়েন্স বা ইলেক্ট্রনিক্স বা ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে বি ই বা বি টেক। কম্পিউটার সায়েন্সে এম এসসি বা এম সি এ ডিগ্রি থাকলেও আবেদন করা যাবে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক। এস কিউ এল সার্ভার ৭.০ বিষয়ে মাইক্রোসফট সার্টিফায়েড প্রফেশনাল কোর্স বা ওর‍্যাকল সার্টিফিকেশন কোর্স করে থাকলে অগ্রাধিকার।

সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (উইন্ডোজ / ভি এম) পদের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ কম্পিউটার সায়েন্স বা ইলেক্ট্রনিক্স বা ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে বি ই বা বি টেক। কম্পিউটার সায়েন্সে এম এসসি বা এম সি এ ডিগ্রি থাকলেও আবেদন করা যাবে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা

কাজের খবর

থাকা বাধ্যতামূলক। এম সি এস এ বা রেড হ্যাট বা ভি এম ওয়্যার বা উইন্ডো সার্ভার বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকলে অগ্রাধিকার।

সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (ইউনিক্স) পদের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বরসহ কম্পিউটার সায়েন্স বা ইলেক্ট্রনিক্স বা ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে বি ই বা বি টেক। কম্পিউটার সায়েন্সে এম এসসি বা এম সি এ ডিগ্রি থাকলেও আবেদন কররা যাবে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক। ইউনিক্স বা এ আই এক্স বিষয়ে জ্ঞান থাকলে অথবা এ আই এক্স বেসড সিস্টেম বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স করা থাকলে অগ্রাধিকার।

প্রোডাকশন সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার পদের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ কম্পিউটার সায়েন্স বা ইলেক্ট্রনিক্স বা ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে বি ই বা বি টেক। কম্পিউটার সায়েন্সে এম এসসি বা এম সি এ ডিগ্রি থাকলেও আবেদন করা যাবে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক। ইউনিক্স বা এ আই এক্স বিষয়ে জ্ঞান থাকলে অথবা এ আই এক্স বেসড সিস্টেম বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স করা থাকলে অগ্রাধিকার।

ই-মেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পদের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ কম্পিউটার সায়েন্স বা ইলেক্ট্রনিক্স বা ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে বি ই বা বি টেক। কম্পিউটার সায়েন্সে এম এসসি বা এম সি এ ডিগ্রি থাকলেও আবেদন করা যাবে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক। ই-মেল সার্ভার সংক্রান্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা কনফিগারেশন বিষয়ে জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

বিজনেস অ্যানালিস্ট পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে বি ই বা বি টেক বা এম টেক বা এম ই। কম্পিউটার সায়েন্সে এম এসসি বা এম সি এ ডিগ্রি থাকলেও আবেদন করা যাবে। সেই সঙ্গে সংশ্লিটে কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স : ৩১-৩-২০১৯ তারিখে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সি রা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৩১,৭০৫ - ৪৫,৯৫০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.bankofmaharashtra.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো (জে পি জি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০-৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও কালো কালির সই (জে পি জি ব জেপেগ ফর্ম্যাটে ১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০-২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। এছাড়া পি ডি এফ ফর্ম্যাটে প্রার্থীর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্থায়ী বসবাসের প্রমাণপত্র, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট বা দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট সহ প্রয়োজনীয় যাবতীয় নথিপত্র আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১,১৮০ টাকা (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ১১৮ টাকা)। দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ফি দিতে লাগবে না। অনলাইনে ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

হুগলি জেলা স্বাস্থ্য দফতরে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলি জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতিতে বিভিন্ন পদে ৬১ জনকে নিয়োগ করা হবে। স্টাফ নার্স, মেডিকেল অফিসার ও কালাজ্বর টেকনিক্যাল সুপারভাইজর পদে চুক্তির ভিত্তিতে নেওয়া হবে।

শূন্যপদের বিন্যাস : স্টাফ নার্স : শূন্যপদ ৪৮টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিউওয়াইফ ট্রেনিং সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে। অথবা বি এসসি নার্সিং করে থাকতে হবে। সেই সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলে প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। বাংলা ভাষা জানা আবশ্যক। বয়স : ৬৪ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ১৭,২২০ টাকা।

মেডিকেল অফিসার : শূন্যপদ ৭টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম বি বি এস। সেই সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলে প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। উচ্চতর যোগ্যতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ৬৬ বছরের মধ্যে হবে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ৪০,০০০ টাকা।

কালাজ্বর টেকনিক্যাল সুপারভাইজার : শূন্যপদ ৬টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিজ্ঞান শাখায় স্নাতক। অন্যতম বিষয় হিসেবে বায়োলজি পড়ে থাকতে হবে। ঘুরে ঘুরে কাজ করার জন্য প্রার্থীকে শারীরিক ভাবে সক্ষম হতে হবে। দু'চাকার ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক। হেলথ সুপারভাইজর বা অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ৫০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ১৭,২২০ টাকা।

সব ক'টি পদের ক্ষেত্রেই ১-১-২০২০ তারিখে প্রার্থীর নির্দিষ্ট বয়স থাকতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন যে কোনও একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। : www.wbhealth.gov.in, www.hooghly.nic.in

পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন- * প্রার্থীর দু'কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো। একটি ফটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে তার উপর সই করে দেবেন। অন্য এক কপি স্বপ্রত্যয়িত করে দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে দেবেন। * ফি বাবদ ১০০ টাকার (সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা) ডিমান্ড ড্রাফট। এটি 'District Health & Family Welfare Samiti, A/C Non-NHM, Hooghly'-র অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় হতে হবে। ডিমান্ড ড্রাফটের পিছনে প্রার্থীর নাম ও যে পদের জন্য দরখাস্ত করছেন, তার নাম লিখে দেবেন। * বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * সচিত্র পরিচয়পত্র, যথা ভোটার কার্ড বা আধার কার্ড বা ড্রাইভিং লাইসেন্সের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

দরখাস্ত ভরা খামের উপর প্রার্থীর নাম ও যে পদের অন্য দরখাস্ত করছেন, তার নাম লিখে দেবেন। ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে স্পিড পোস্ট বা ক্যুরিয়রে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : CMOH, Burra Bazar, DRS Building Campus, Chinsurah, Hooghly, Pin - 712101. এ ছাড়া নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে উক্ত ঠিকানায় রাখা ড্রপ বক্সেও সরাসরি দরখাস্ত জমা দিয়ে আসতে পারেন। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২১ ডিসেম্বর – ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯

মেষ : মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। গৃহ-ভূমি ও জমি-জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে উর্ধ্বতন লোকেরা আপনাকে ভাল চোখে দেখবে। কর্মে পদোন্নতির যোগও রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ।

বৃষ : পত্নীর শরীর ভাল যাবে না। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন এবং প্রশংসা পাবেন আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। বিবিধ সমস্যা এলেও আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ ফলে বাধার যোগ। পাকাশয়ের পীড়ায় ও মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন।

মিথুন : উচ্চমার্গের মানুষের সাথে যোগাযোগ হবে এবং তাঁদের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে আত্মীয় সমাগমে ঘটবে। স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে গুপ্ত শত্রুতার যোগ।

কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের শেষে আয় যোগ বৃদ্ধি পাবে। শিরঃপীড়ায় অথবা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। মনের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও চেষ্টা করলে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মস্থলে সাবধানে চলতে হবে। দৈব-দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

কন্যা : গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। নূতন কোনও ব্যবসায় হাত দেবেন না। সপ্তাহের শেষে মানসিক শক্তি কমে যাবে।

তুলা : নাতিদীর্ঘ তীর্থভ্রমণযোগ রয়েছে। নূতন কর্মলাভের যোগ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। লেখাপড়ায় চেষ্টা করলে শুভ ফল পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাল ফল লক্ষিত হয়। ভাগ্যোন্নতির যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : শরীর খুব ভাল যাবে না। অত্যধিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আপনি হিমসিম খাবেন। ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি ঘটবে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হবে। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

ধনু : আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও আপনি অর্থ পাবেন। যোগাযোগ মূলক কাজগুলি আপনি এখন করতে পারেন। প্রতিটি কাজ খুব চিন্তা করে করবেন। শরীর আপনার ভাল যাবে না। বিশেষ করে যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে আপনি আনন্দিত হবেন। ভ্রমণযোগ রয়েছে।

মকর : ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি ভাল। মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিক্ষায় সফলতা আসবে। যাঁরা সাহিত্যিক বা লেখক তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ।

কুম্ভ : দৈব-দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে সময়টি ততটা ভাল নয়। ঋণ নেওয়া বা ঋণ দেওয়া কোনটাই করবেন না। লেখাপড়ায় মোটামুটি ফল পাবেন। বুদ্ধি করে চলুন।

মীন : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কিন্তু শরীর আপনার এখনও তেমন ভাল নয়। বিশেষ করে অতিরিক্ত চিন্তাধারার কাজগুলি আপাততঃ করবেন না, শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। আত্মীয় দ্বারা কোনও ভালো সুযোগ হাতছাড়া।

শব্দবার্তা ১৫৯

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। সারা জীবন ৫। ধন ৭। সরু কাঠি ৮। কেঁচো ৯। পালিয়েছে এমন, নিরুদ্দেশ ১১। প্রহরার কাজ, চৌকি ১২। আনন্দ ১৪। দিল্লির অন্যতম স্টেডিয়াম।

উপর-নীচ

১। বৌদ্ধশাস্ত্রের মহাপন্ডিত প্রখ্যাত বাঙালি ২। পেশা বা বৃত্তি ৩। নতুন উদ্যম ৪। গুজব ৬। এদেশের প্রথম মুসলিম রাণী ১০। মনোরাজ্য ১১। পাষাণ, শিলা ১৩। সিক্ত, ভেজা।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৫৮

পাশাপাশি : ১। দুর্লভ ৩। সাতপাঁচ ৫। জনাব ৬। দান ৭। নরম ৯। বয়স ১২। আলা ১৩। পলকা ১৪। পদহীন ১৫। রন্ধন।

উপর-নীচ : ১। দুলদুল ২। ভজনালয় ৩। সাবধান ৪। চন্দন ৬। দাম ৮। রচনাকার ৯। বলা ১০। সমাপন ১১। খরশান ১২। অবাপ।

পর্বতারোহণ শিক্ষণের জন্য রাজা সরকারের স্কলারশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণে ইচ্ছুক আর্থিকভাবে অনগ্রসর প্রার্থীদের স্কলারশিপ দেবে রাজ্য সরকার। ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কোর্সটি করানো হবে। এটি রাজ্য সরকারের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের অধীনস্থ একটি সংস্থা প্রার্থী বাছাই করা হবে কলকাতা, দুর্গাপুর ও শিলিগুড়িতে, ফেব্রুয়ারি মাসে।

১-১-২০২০ তারিখে প্রার্থীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। আবেদনপত্র ডাউনলোড করতে হবেএই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : http/wbsportsandyouth.gov.in অথবা সরাসরি আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারেন ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফাউন্ডেশনের অফিস থেকে। ঠিকানা : ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফাউন্ডেশন, রাধানাথ শিকদার তেনজিং নোরগে ভবন, বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, কলকাতা- ৯৮।

বয়স, বাসস্থান ও পারিবারিক মাসিক আয়ের প্রমাণপত্রের নকল-সহ পূরণ করা আবেদনপত্র ১০ জানুয়ারির মধ্যে জমা দিতে হবে উপরোক্ত ঠিকানায় । বিশদ জানতে দেখুন ওয়েবসাইট।

ফোন : (০৩৩)২৩৩৫-০১৩০।

আতস কাঁচে

ধৃত ২ মোটর বাইক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘুটিয়ারি শরিফ ফাঁড়ির ওসি সমরেশ ঘোষের নেতৃত্বে পুলিশ টিম শুক্রবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে মোটর বাইক চুরি চক্রের ২ জন পাণ্ডাকে গ্রেফতার করলো। ধৃতদের নাম ইনতাজ সরদার,রামিজ সরদার।ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার গাঁথি এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে জীবনতলা,মাকালতলা, গাঁথি,ঘুটিয়ারি শরিফ,কালিকাতলা,মঠেরদিঘী সহ বিভিন্ন এলাকায় মোটর বাইক চুরি চক্রের দাপটে আতঙ্কিত মোটরবাইক চালকরা। রাতের অন্ধকারে রাস্তায় লোহার পেরেকের জাঁতা রেখে গাড়ির চাকা লিক করে দিয়ে মোটর বাইক নিয়ে চম্পট দিচ্ছে দুষ্কৃতীরা।আবার গাড়ির চাবি খুলে মোটর বাইক নিয়ে চম্পট দিচ্ছে দুষ্কৃতীরা।ফলে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে মোটর বাইক চোর চক্রের দাপটে আতঙ্কিত মোটর বাইকের চালকরা।আর এই চক্রের হদিশ পেতে পুলিশ শুরু করে চিরুনি তল্লাশি।এদিন পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে মোটর বাইক চোর চক্রের ২ জন পাণ্ডাকে গ্রেফতার করে।ধৃতদের কাছ থেকে ১ টি চোরাই মোটর বাইক উদ্ধার করে।শনিবার দুপুরে ধৃত ইনতাজ সরদার ও রামিজ সরদার কে পুলিশ আলিপুর কোর্টে তুললে বিচারক ধৃত ২ জনকে ২ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।পুলিশ জানান গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দিয়ে ২ জন মোটর বাইক চোর চক্রের পাণ্ডাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আর কারা কারা এই কাজে যুক্ত আছে সে বিষয়েও ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

গোসাবায় কাস্ট সার্টিফিকেট প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি: শনিবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা ব্লকের সভাকক্ষে কাস্ট সার্টিফিকেটের এক ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।এদিনের ক্যাম্পে ৩৩৯ জন ছাত্র ছাত্রীর হাতে এসসি,এসটি,ওবিসি কাস্ট সার্টিফিকেট তুলে দেন ক্যানিং মহকুমা শাসক বন্দনা পোখারিয়া।অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোসাবার বিডিও সৌরভ মিত্র, গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অচিন পাইক সহ অন্যান্যরা।এদিনের অনুষ্ঠানে ক্যানিং মহকুমা শাসক বন্দনা পোখারিয়া বলেন ৩৩৯ জন ছাত্র ছাত্রী কে এসসি,এসটি,ওবিসি কাস্ট সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়েছে এই ক্যাম্পের মাধ্যমে।ফলে এখানকার ছাত্র ছাত্রীরা সরকারি সুযোগ সুবিধায় খুবই উপকৃত হবে।আগামী দিনে আরও বেশি করে এই ক্যাম্পের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে কাস্ট সার্টিফিকেট।এদিকে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্র ছাত্রীরা কাস্ট সার্টিফিকেট পেয়ে খুবই খুশি হয়।ফলে ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

সুন্দরবনের ক্যানিং–ঝড়খালির রেল যোগাযোগ সেই তিমিরেই

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : পৃথিবীর মানচিত্রে সেরা বৃহত্তম ব-দ্বীপ,জল জঙ্গলে ,নদীনালা বেষ্টিত বাদাবন বিশ্বের অন্যতম হিংস্র রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বিচরণভূমি,পর্যটন মানচিত্রে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম স্থান সুন্দরবন।

আজও অবহেলিত প্রত্যন্ত সুন্দরবনের যোগাযোগ ব্যবস্থা।যদিও বহু দেরিতে রেললাইন সম্প্রসারণের দাবি উঠেছে।যতদূর জানা যায় ২০০৮ সালে লোকসভার অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের এক অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। তৎকালীন সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের স্থানীয় এক সদস্য সুন্দরবনবাসীর গণস্বাক্ষর সম্মিলিত ক্যানিং-সোনাখালি রেললাইন সম্প্রসারণের আবেদন পত্র তুলে দেন লোকসভার অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। দিল্লিতে ফিরে সোমনাথ বাবু ২০০৯ এ তদানীন্তন রেলমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব কে চিঠি লেখেন এই রেলপথের গুরুত্ব বুঝে। পরবর্তীকালে কেন্দ্রের সরকার পরিবর্তন হয় এবং বর্তমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তদানীন্তন রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ২০০৯ এ মাতলা নদীর উপর রেলব্রিজের শিলান্যাস করে কাজ শুরু করেন। সেই মুহূর্তে বহু মানুষের দোকান,ঘর,বাড়ি ভাঙা হয় । ক্ষতিগ্রস্ত হয় বহু মানুষ। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষজন নির্দ্বিধায় আনন্দের সহিত মেনে নিয়েছিলেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনে রেল সম্প্রসারণের কথা চিন্তা করেই। দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও সুন্দরবনের লোনাজল আর মিঠে মাটির বাসিন্দারা আশায় আশায় দীর্ঘ অপেক্ষায় আজও তাকিয়ে থাকেন চাতকের ন্যায়। কিন্তু মাতলা নদী দিয়ে অবধারিত জোয়ার–ভাটার স্রোত বয়ে গেলেও রেলব্রিজ এবং রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ সেই তিমিরেই রয়েই গেছে।

স্থানীয় এক সমাজসেবী সুন্দরবনবাসীদের করুণ দুঃখ-দুর্দশার কথা মাথায় রেখে আবার নতুন করে উদ্যোগ নিয়ে ২০১৩ সালে দিল্লিতে দরবার করেন রেলরাষ্ট্র মন্ত্রী অধীর চৌধুরীর দফতরে। তাঁর একান্ত অনুরোধে তৎকালীন রেলরাষ্ট্রমন্ত্রী অধীর চৌধুরী ২০১৩ সালে মাতলা রেলব্রিজ পরিদর্শন করেন বিভাগীয় আধিকারিকগণ দের সাথে নিয়ে বাসন্তীর এক উৎসব মঞ্চে ঘোষণা করেন সুন্দরবনের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করবো এবং ব্রিজের বন্ধ হয়ে যাওয়া কাজ শুরু করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে আবার ২০১৪ সালে কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তন হয় ফলে সুন্দরবনের সিংহদুয়ারে রেল যোগাযোগ অধরাই রয়ে যায়। আবার সুন্দরবনবাসীর দুঃখ-দুর্দশার গণস্বাক্ষর সম্মিলিত আবেদন পত্র সহ পতিত নির্মাণের ছবি সহ বিশিষ্ট সমাজসেবী কেন্দ্রীয় কৃষি রাষ্ট্রমন্ত্রী এস এস আলুওয়ালিয়ার দ্বারস্থ হন ২০১৬ সালে।

কৃষি রাষ্ট্রমন্ত্রী সুন্দরবনবাসীদের কথা ভেবেই গুরুত্ব সহকারে নিজেই কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু কে সুন্দরবন বাসীদের আবেদন পত্র সহ চিঠি লেখেন এবং ২০১৬ সালে ৭ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় কৃষি রাষ্ট্রমন্ত্রী কে সাথে নিয়ে সরাসরি রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভুর দফতরের হাজির হয়ে উল্লিখিত চিঠির কপি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেন সুন্দরবনে বিশিষ্ট সমাজসেবী।

রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু বিভাগীয় আধিকারিকদের তাৎক্ষণিক নির্দেশ দেন অবিলম্বে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য।

২০১৬-২০১৭ সালে রেল বাজেটে নথিভুক্ত হলেও উল্লেখযোগ্য ভাবে বরাদ্দ হয়নি। জানা গেছে প্রাথমিক ভাবে ক্যানিং–ভাঙনখালি রেল সম্প্রসারণে বড় বাধা জমি সমস্যায়। অন্যদিকে ক্যানিংয়ের অর্ধসমাপ্ত রেলব্রিজের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য চলতি বছরের ৯ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী,রেলমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছেন ক্যানিং ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস। এ বিষয়ে কাছে উত্তমবাবুর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন আমাদের দুর্ভাগ্য স্বাধীন ভারতের দীর্ঘ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও বিশ্বের বিখ্যাত পৃথিবীর সেরা বাদাবন সুন্দরবনের সিংহদুয়ারে আজও রেল যোগাযোগ হল না। বহুবার বহুভাবে আবেদন নিবেদন করেও সুন্দরবনবাসীর স্বপ্ন আজও অধরা রয়েই গেল। যতদিন না দাবি পূরণ হচ্ছে ততদিন দক্ষিণ সুন্দরবন বাসীরা লড়াই চালিয়ে যাবেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস আগামী রেল বাজেটে সুন্দরবনবাসীর অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকা রেল সম্প্রসারণ সম্পর্কে কেন্দ্র সরকার আশার আলো দেখাতে পারেন। প্রাথমিক ভাবে ক্যানিং–ভাঙনখালি ৪.৮৪ কিমি কাজ শুরু হওয়ার কথা। তারপর ভাঙনখালি–বাসন্তী ১৪.৩ কিমি এবং বাসন্তী–ঝড়খালি ২৩ কিমি , রেল লাইন সম্প্রসারণ হলে পর্যটন মানচিত্রে নতুন দিশার আলো দেখা দেবে। পাশাপাশি সুন্দরবনে ব্যাপক ভাবে কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং অবহেলিত সুন্দরবনে মাতলা নদীর চরে নানান ধরনের উন্নয়নমুখী প্রকল্প তৈরি হলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নতুন আশার আলোয় উদ্ভাসিত হবে।

এনআরসি'র প্রতিবাদে তৃণমূলের সভা বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়েও তৃণমূল কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট এনআরসি সহ সি এ এ'র প্রতিবাদে সরব হয়েছে। দিনকতক ধরে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বামফ্রন্ট এন আর সি'র প্রতিবাদে সভা করেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের নির্দেশে ইতিমধ্যেই দলীয় কর্মীরা নিজ নিজ এলাকায় এন আর সি'র বিরুদ্ধে মিছিল মিটিং করেছেন। ১৬ ডিসেম্বর বিকেলে কলকাতায় দলনেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এন আর সি'র বিরুদ্ধে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়। অন্যদিকে, এদিনই প্রায় একই সময়ে বর্ধমান শহরের বুকেও দলের জেলা সভাপতি স্বপন দেবনাথের নেতৃত্বে কয়েক হাজার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী এই ইস্যুতে মিছিলে হাঁটেন। মিছিল শেষে কার্জন গেট চত্বরে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, লোকসভার সংসদ সদস্য সুনীল মণ্ডল, বিধায়ক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার কোনওমতেই এরাজ্যে এন আর সি লাগু হতে দেবে না এটাই ছিল এদিনের বক্তাদের মূল কথা। এই কর্মসূচিতে জেলা পরিষদের সভাধিপতি শম্পা ধাড়া ও সহ সভাধিপতি দেবু টুডু, বিধায়ক সুভাষ মণ্ডল ও নার্গিস বেগম, প্রাক্তন সংসদ সদস্য ডঃ মমতাজ সংঘমিতা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জীবনতলায় হদিশ অস্ত্র কারখানার, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ফের হদিশ মিলল অস্ত্র কারখানার। বেশকিছু দিন আগেই কুলতলি,বাসন্তী থানা এলাকায় অস্ত্র কারখানার হদিশ মিলেছিল। সেই ঘটনার পর বেশ কয়েকবার বারুইপুর পুলিশ জেলার বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ঘটছিল প্রায় প্রতিদিন।শুক্রবার রাতে বারুইপুর জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের পুলিশ কর্মীরা জীবনতলা থানা এলাকায় ঝোড়োর মোড় এলাকার আবুকালাম মিস্ত্রীর গ্রিলকারখানা ও বাড়িতে হদিশ পেলেন অস্ত্র কারখানার। গ্রিল কারখানার আড়ালেই চলতো অস্ত্র তৈরি করার কারবার। এদিন রাতে স্পেশাল অপারেশান গ্রুপের ওসি লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস ও জীবনতলা থানার পুলিশের নেতৃত্বে জীবনতলা থানার নাগোরতলার ঝোড়োর মোড় এলাকায় আবুকালাম মিস্ত্রীর গ্রিলকারখানা ও বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে আবুকালাম মিস্ত্রীর বাড়িতেই হদিশ মেলে অস্ত্র তৈরির কারখানার। ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম সহ ১৭ সিঙ্গেল ব্যারেল পাইপ গান,৯ টি অর্ধসমাপ্ত সিঙ্গেল ব্যারেল পাইপ গান, ২ লোহার তৈরি ব্যারেল,হাতের ড্রিল মেশিন,পালিশ মেশিন ফাইল,হাতুড়ি,হেক্সো ব্লেড,স্ক্রু ড্রাইভার,দুটি মোবাইল ফোন সহ আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির প্রচুর যন্ত্রপাতি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় মোট দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।শুক্রবার উদ্ধার হওয়া অস্ত্র কারখানার যন্ত্রপাতি ও আগ্নেয়স্ত্র নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন বারুইপুর পুলিশ জেলার এস পি রসিদ মুনির খান। এই ঘটনায় বিহারের মুঙ্গেরের যোগ রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি এই আগ্নেয়াস্ত্র কেনা বেচার পিছনে আরও কারা কারা জড়িত রয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতদের শনিবার আলিপুর আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ধরেই বারুইপুর জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশান গ্রুপের পুলিশকর্মীদের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে জীবনতলা থানার ঝোড়োর মোড় এলাকায় বেআইনি অস্ত্র তৈরি করা হচ্ছে। সেই খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে বারুইপুর জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশান গ্রুপ ও জীবনতলা থানার পুলিশ কর্মীরা অভিযান চালায়।আবুকালাম মিস্ত্রী নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে মেলে অস্ত্র কারখানার হদিস। অস্ত্র তৈরির যাবতীয় সরঞ্জাম সহ বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র ও কিছু অস্ত্র তৈরির কাঁচামাল উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় আবুকালাম মিস্ত্রী ও মোজাফ্ফর মিস্ত্রী কে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই এলাকার আরও কে বা কারা এই বেআইনি অস্ত্র কেনাবেচার সাথে জড়িত সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তরের আঙিনায়

পাচারকারীদের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : ১৬ ডিসেম্বর –তুফানগঞ্জ ১নং ব্লকের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কৃষ্ণপুর এলাকায় গরু পাচার করতে গিয়ে নিখোঁজ ছিলেন বেশ কয়েকজন গরু পাচারকারী। এই পাচারকারীদের মধ্যে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার হল সোমবার। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই কৃষ্ণপুর এলাকা লাগোয়া বাংলাদেশ সীমানায় গদাধর নদীতে তিনজনের মৃতদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা এবং খবর দেন বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে। এরপর বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনী মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে তার ছবি পাঠায় বিএসএফকে। এরপর মৃতদেহগুলি ভারতকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন জানায় বিএসএফ। স্থানীয় সূত্রে খবর চলতি মাসের ১৩ ডিসেম্বর শুক্রবার গভীর রাতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাংলাদেশে গরু পাচার করতে গিয়ে নিখোঁজ হন বেশ কয়েকজন গরু পাচারকারী। স্থানীয়দের মতে প্রহরারত বিএসএফ জওয়ানরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়, আর এই গুলির আঘাতে কয়েকজন আহত হন এবং কয়েক জন প্রাণ হারান বলে অভিযোগ।এর মধ্যে থেকে রবিবার ও সোমবার মিলে চারটি দেহ উদ্ধার হয় বাংলাদেশ সীমানায়। এদের মধ্যে একজনের দেহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকায় তাকে বাংলাদেশ থেকে উদ্ধার করে প্রথমে তুফানগঞ্জ হাসপাতাল এবং পরবর্তীতে কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে উন্নত মানের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। এছাড়াও সূত্রে খবর আরো একজন গুরুতর আহত গরু পাচারকারী চিকিৎসাধীন রয়েছেন বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম এলাকার একটি হাসপাতালে। তবে নদীতে আরও মৃতদেহ আছে কিনা প্রশাসনের তরফ থেকে ডুবুরি এনে তার তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফ থেকে মৃত দেহ গুলির শনাক্তকরণের কাজ চলছে। বিএসএফ এবং বিজিবি ফ্ল্যাগ মিটিং এর পর দেহগুলি বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

উদয়ন গুহকে খুনের হুমকি

ব্রজেশ্বর রায়, দিনহাটা: পুরসভার চেয়ারম্যান উদয়ন গুহকে খুনের হুমকির অভিযোগে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে দিনহাটায় মিছিল ও ডেপুটেশন দিল দিনহাটা থানায় দিনহাটা পুরসভার পুর কর্মীরা। শনিবার দুপুরে পুরসভার সামনে থেকে মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করে দিনহাটা কোতোয়ালি থানায় দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারকে ডেপুটেশন দেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান তৃণমূল বিধায়ক, পুরসভার চেয়ারম্যান উদয়ন গুহকে ফেসবুক পোস্টে কমেন্ট করে এক ব্যক্তি পুরসভার চেয়ারম্যান উদয়ন গুহকে খুনের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। তারই প্রতিবাদে এই ধিক্কার মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করে দিনহাটা থানার আই সি'র কাছে ডেপুটেশন দেন। ওই ধিক্কার মিছিল ও ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেন দিনহাটা পুরসভার ভাইস–চেয়ারম্যান শুভময় চক্রবর্তী সহ অন্যান্য কর্মীরা।এই বিষয়ে দিনহাটা থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত জানান অতি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

আটকে রয়েছে জিমখানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি কলেজে জিমখানা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইউজিসির তরফে অর্থ মঞ্জুর হয়েছিল এক দশক আগেই। যদিও অজানা কারণে বাস্তবতা পায়নি জিমখানা। স্বাভাবিক কারণেই ফেরত যেতে বসেছে মঞ্জুরিকৃত অর্থ। ঘটনাপ্রসঙ্গে আজ একপ্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করলেন রাজ্য পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী গৌতম দেব। একইভাবে উষ্মা প্রকাশ করলেন কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষ। তিনি বলেন, আমি একসময় চেষ্টা করেছিলাম। যদিও আমার হাতে কিছুই ছিল না। আমি দায়িত্বে আসার আগেই বরাদ্দকৃত অর্থের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে কলেজের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কিছু বলা হয় নি।

পিছিয়ে উত্তরবঙ্গের আইনজীবীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : এই সময়কালে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ এর উদ্বোধন হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই ভাবে উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহার জেলার আইনজীবীরা সংশ্লিষ্ট সার্কিট বেঞ্চে মামলা করবার ক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে কলকাতা থেকে আইনজীবীদের দিয়ে মামলা হচ্ছে এই সার্কিট বেঞ্চ। এই পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গের আইনজীবীরা যাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক মামলা করতে পারেন এই সার্কিট বেঞ্চে, তার দিক নির্দেশ করতে এবং এই সার্কিট বেঞ্চে প্র্যাকটিস পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনার জন্য শনিবার কর্মশালার আয়োজন করল সারা ভারত আইনজীবী সমিতি কোচবিহার জেলা শাখা। এদিন কোচবিহার আদালত চত্বরে ল'ক্লার্ক মিটিং হলে এই কর্মশালায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। মূলত উত্তরবঙ্গের যারা আইনজীবী, তারা যাতে স্বতন্ত্রভাবে কলকাতার আইনজীবীদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া সাধারণ মানুষের জন্য জলপাইগুড়িতে অবস্থিত কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে মামলা করতে পারেন, এই উদ্দেশ্যেই এই কর্মশালায় যোগ দিয়েছেন তিনি বলে জানান কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, কিভাবে সার্কিট বেঞ্চে মামলা করতে হবে? কতটুকু বলতে হবে? কিভাবে পিটিশন দিতে হবে? পিটিশন এর বয়ান কি হবে? একটি মামলার ক্ষেত্রে কি কি বিষয় আবশ্যিক? তার সবটাই আলোচনা হয়েছে এই কর্মশালায় বলে এদিন জানান তিনি।

সুব্রত মুখোপাধ্যায় ছাড়াও এদিনের এই কর্মশালায় আলোচনা করেন সংগঠনের কোচবিহার জেলা সম্পাদক দেবজ্যোতি গোস্বামী, সভাপতি পার্থ প্রতিম সেনগুপ্ত, জেলার বিশিষ্ট আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার, মোহিতানন্দ চক্রবর্তী প্রমুখ। জেলার বিভিন্ন আইনজীবী, বার অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি এদিনের এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জেলার ল'কলেজের ছাত্রছাত্রীরা।

শিশু ধর্ষণে গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: দশ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানা পুলিশের হাতে গ্রেফতার এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে ফুলবাড়ি সংলগ্ন চ্যাংড়াবান্ধা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ১৬ ডিসেম্বর ১০ বছরের শিশুটিকে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে প্রতিবেশী ৩০ বছর বয়সী ধারুন রায়। ঘটনার পরপরই সমস্ত ঘটনা শিশুটি তার পরিবারকে জানালে অভিযুক্তর পরিবার বিষয়টি এলাকার পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। তবে শিশুটির পরিবার গত বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে, পুলিশ অভিযুক্তকে ধর্ষণের চেষ্টার মামলায় গ্রেপ্তার করে। শুক্রবার তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

সিএবিতে না, এনআরসিতে হ্যাঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: CAB কে সমর্থন করি না, কিন্তু NRC–র সমর্থনে আছি আমার। আজ (শনিবার) শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই মন্তব্য করলেন গোর্খা মহিলা মোর্চার সভাপতি ছিরিং দাহাল। তিনি এদিন বলেন, ১১ তারিখ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পার্লামেন্টে মন্তব্য করেছেন ইন্ডো–নেপাল ট্রিটি অনুসারে ১৯৫০ সালে যে সকল নাগরিক নেপাল থেকে ভারতে এসেছে তারা সকলে নাগরিকত্ব পাবেন।এই কথার পরিপেক্ষিতে এদিন গোর্খা নারী মোর্চার সভাপতি ছিরিং দাহাল বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, যারা ইন্ডো–নেপাল ট্রিটি অনুসারে ১৯৫০ সময়ে ভারতে এসেছেন তারা নাগরিকত্ব পাবে কিন্তু যারা স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে এসেছে তারা কি তাহলে বাদের তালিকায়! তারা কিন্তু সকলেই ভারতবাসী, নেপালবাসী নয়। তারা দাবি করেছেন প্রত্যেক গোর্খাই যেন ভারতের নাগরিকত্ব পান।

আন্দোলনে ছাত্ররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিনহাটা: সিলেবাস বহির্ভূতভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে। এই অভিযোগ তুলে শুক্রবার পরীক্ষা শেষে কলেজের সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন মাথাভাঙা মহাবিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার ছাত্ররা। বিক্ষোভকারী ছাত্রদের অভিযোগ, তাদের অঙ্ক বিষয়ের তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষায় মহাবিদ্যালয় যা পড়ানো হয়েছে এদিন পরীক্ষায় তার সম্পূর্ণ উল্টো প্রশ্ন হয়েছে। এই ঘটনায় তারা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি। বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে ও কোনো সদুত্তর না মেলায় বাধ্য হয়ে তারা আন্দোলনে নেমেছেন। ছাত্রছাত্রীর এই বিক্ষোভের জেরে মাথাভাঙা শীতলকুচি রুটে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের উপযুক্ত আশ্বাসের পর তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। মাথাভাঙা মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মনোজ মজুমদার জানান, ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ তাদের যা পড়ানো হয়েছে তার সম্পূর্ণ বাইরের প্রশ্ন এদিন এসেছে।

নির্মাণ দ্রব্য পড়ে থাকায় অসুবিধায় পথচারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: সেবক রোডের মুখ্য জায়গাতে পড়ে আছে বালি এবং পাথর, নির্বিকার প্রশাসন সেবক রোডের সেবক মোড়ে প্রায় একমাস ধরে পড়ে আছে বালি এবং পাথর। অথচ হেলদোল নেই প্রশাসনের। এব্যাপারে স্থানীয় কাউন্সিলারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন আমি বিরোধী কাউন্সিলর। পুরসভাকে বার বার অনুরোধ করা হলেও পুরসভা কান দেয় নি কোন ওকথায়। মোড়ে বালি পাথর পড়া নিয়ে ক্ষোভ জমা হয়ে আছে স্থানীয় দোকানদার এবং যারা টোটো বা অটোতে চলাচল করে তাদেরও। তারা জানিয়েছেন, দিনের পর দিন এই বালি এবং পাথর পড়ে থাকায় অনেক সময় যাতায়াত করতে সমস্যা হয়। তাড়াহুড়ো করে চলার সময়ে ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনা।

বাস্তুহারাদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : ব্লক এর সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনি সহ আদিবাসীদের বসত জমির সার্ভে করে অবিলম্বে পাট্টা ও খতিয়ান প্রস্তুত করা, কলোনিগুলির মধ্যে যেগুলির সরকারি স্বীকৃতি নেই, এইসব কলোনিগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া, কলোনিগুলির রাস্তা, নর্দমা, বিদ্যুত পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সুনিশ্চিতিকরণ সহ ৫দফা দাবিকে সামনে রেখে সোমবার তুফানগঞ্জ শহরে মিছিল সহ তুফানগঞ্জ ১নং ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিককে দাবি সনদ পেশ করল সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ। এদিন তুফানগঞ্জ শহরের ৩ নং ওয়ার্ডের মুজফ্ফর

আহমেদ ভবন থেকে বাস্তুহারাদের এক মিছিল শুরু হয়ে তুফানগঞ্জ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করার পর সমবেত হয় তুফানগঞ্জ ১নং ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আধিকারিক কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এদিনের এই আন্দোলন কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা দুলাল দেব, গোপাল হালদার, রঞ্জিত শীল, শ্যাম বসাক, আলি হোসেন, সুজিত শীল প্রমুখ। তুফানগঞ্জ ১নং ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক মণীশ মৈত্র বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন এদিন।

নকল মদসহ গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে ফাঁসিদেওয়া গুয়াবাড়ি এলাকায় সুবল অধিকারীর বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার নকল মদ উদ্ধার করল। ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশের পক্ষ থেকে জানা যায় ওই এলাকায় এর আগেও বহু নকল মদ তৈরি করা হত এবং সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় মদ পাচার করা হয়। আজ ৫০ কার্টুন বিদেশি নকল মদ উদ্ধার করে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম পলাশ ঘোষ। বাড়ি বিধাননগরের জগন্নাথপুর এলাকায়। আজ তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

দার্জিলিং মোড়ে জল বিভ্রাটে সমস্যায় বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড়ে জলের পাইপ ফেটে জল পড়ে যাচ্ছে গত ছয় থেকে সাতদিন ধরে। স্থানীয় বাসিন্দারা বারবার বলা সত্যেও কেউ আসে নি ওয়াটার সাপ্লাই থেকে জল পড়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে গোটা রাস্তার দুধারের ফুটপাতের দোকানগুলির নীচের দিক। স্থানীয় দোকানীরা জানিয়েছেন, এই সমস্যাটি দীর্ঘদিনের। একবার আগেও হয়েছিলো। এই সমস্যা সেবার পুরসভার পক্ষ থেকে ঠিক করে দেওয়া হয়েছিলো। এবারে আবার খারাপ হওয়াতে আর ঠিক করতে আসে নি তাই বাধ্য হয়ে তারা লিখিত অভিযোগ দিতে চলেছে.এই বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলরের কাছ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায় নি।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ২১ ডিসেম্বর – ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯

নেতাজিকে নিয়ে আবারও আইনি পথে মিথ্যাচার

দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় পেশ হলো বিষ্ণু সহায় কমিশনের রিপোর্ট। সারা দেশ জুড়ে যখন এক উত্তাল পরিবেশ, উত্তর প্রদেশে চলছে ১৪৪ ধারার কঠোরতা সেই সময়ে এই রিপোর্ট প্রকাশ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে যে মুখার্জি কমিশন গঠিত হয়েছিল সেখানে উত্তর প্রদেশের ফরিদাবাদে অবস্থানরত অনামী সন্ন্যাসী গুমনাম বা ভগবানজীর তথ্য প্রকাশ্যে আসে। ওই কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি মনোজকুমার মুখোপাধ্যায় এক তথ্যচিত্র সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন ভগবানজীই ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। পরবর্তীকালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ ২০১৩ সালের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল ভগবানজীর সঠিক পরিচয় প্রকাশের জন্য তদন্ত কমিশন গড়তে। দুর্ভাগ্যের বিষয় সে সময় অখিলেশ যাদব সরকার নানা টালবাহানা করে সে কমিশন গড়তে বিলম্ব করে। এরই মধ্যে আদালতের নির্দেশে রামকথা সংগ্রহ শালায় ভগবানজীর কক্ষে প্রাপ্ত যাবতীয় নথিপত্র ও ব্যবহার্য জিনিস বিজ্ঞান সম্মত ভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। যদিও সেগুলি এখনও পর্যন্ত রহস্যময় কারণে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি। উল্লেখ্য, ওই রামকথা সংগ্রহশালাতেই রয়েছে রাম জন্মভূমি থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলি। বিলম্বে গঠিত ভগবানজীর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে গঠিত বিষ্ণু সহায় কমিশন ১৩০ পৃষ্ঠার রিপোর্ট উত্তর প্রদেশ সরকারকে জমা দেওয়ার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান অধিকাংশ ডিপোনেন্ট জানিয়েছেন ভগবানজীই ছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু।

প্রকাশিত বিষ্ণু সহায় কমিশনের রিপোর্টে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গুমনামী বাবা বা ভগবানজী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন না তিনি ছিলেন নেতাজির অনুগামী কেউ। হাস্যকর ওই রিপোর্টে অনেক সত্য সামনে চলে আসছে যে একটি মহল থেকে রটনা করা হয়েছিল যে গুমনামী বাবা নাকি কোনও ফেরারী আসামী। আবার এও প্রচার হয়েছিল গুমনামী বাবা ১৯৮৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর দেহ রাখেন। এবং তার শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয় গুপ্তর ঘাটে। কোনও ছবি, ডেথ সার্টিফিকেট বা প্রমাণ ছাড়াই গুমনামী বাবা মৃত এটা প্রচার করা হয়। বসু বাড়ির অধিকাংশ সমর্থক হঠাৎ ভগবানজীর বিরুদ্ধে নানা অকথা কুকথা বলতে শুরু করেন। বিষ্ণু সহায় কমিশনকে প্রভাবিত করার এই প্রচেষ্টা অতীতেও বারংবার দেখা গিয়েছে। ভগবানজী যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন তার অকাট্য নানা প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বিষ্ণু সহায় কমিশন তাদের চাপে তাদের খুশি করতে এই ধরনের অসম্পূর্ণ রিপোর্ট দিয়েছেন তা আগামী দিনে নিশ্চয়ই প্রকাশিত হবে। বিধান সভায় এই রিপোর্ট নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা হবে তবে নেতাজির বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের আর একটি মাইল ফলক হয়ে এই রিপোর্টটি থেকে যাবে। রামকথা সংগ্রহশালা রক্ষিত ভগবানজীর জিনিসপত্র এরপর কোন পরিচয়ে জনসমক্ষে উন্মোচিত হবে তা অবশ্যই ভাববার। আইনি পথে আগামী দিনে এই কমিশনের রিপোর্টকে নিশ্চয়ই চ্যালেঞ্জ জানানো হবে এমনটি আশা করা যায়।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কর্মই উপাসনা

যুদ্ধক্ষেত্রেও জ্ঞানের সাধনা করা চলে। গীতা তো এইভাবেই প্রচারিত হইয়াছিল। মনের তিনটি অবস্থা আছেঃ সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় এবং শান্ত। নিষ্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য ধীর স্পন্দন, সক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য দ্রুত স্পন্দন এবং শান্তভাবের বৈশিষ্ট্য তীব্রতম স্পন্দন। আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে। দেহ রথ, ইন্দ্রিয়নিচয় অশ্ব, মন লাগাম এবং বুদ্ধি সারথি। এইভাবেই মানুষ

মায়া অতিক্রম করে, সে মায়াতীত হয় এবং ঈশ্বর লাভ করে। মানুষ যতক্ষণ ইন্দ্রিয়গুলির অধীন, ততক্ষণ সে এই সংসারের। যখন ইন্দ্রিয়গুলি জয় করে, তখন সে যথার্থ ত্যাগী।

দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমাও যথার্থ ক্ষমা হয় না, সেক্ষেত্রে সংগ্রামই ভাল। পার্থসারথি কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, 'আমাদের শত্রুদের ক্ষমা করা উচিত' এবং বলিয়াছিলেন, 'অর্জুন, তুমি মহাজ্ঞানীর মতো কথা বলিতেছ, কিন্তু তুমি নিজে তো জ্ঞানী নও, অত্যন্ত কাপুরুষ।' জলে থাকিয়াও যেমন পদ্মপত্র জল দ্বারা সিক্ত হয় না, জীবাত্মাও তেমনি সংসারে অনাসক্ত হইয়া থাকিবে। সংসার যুদ্ধক্ষেত্র– এখান হইতে মুক্তির পথ খুঁজিতে থাক। সংসারের এই জীবন ঈশ্বরলাভের একটি প্রয়াস। ত্যাগের বলে বলীয়ান ইচ্ছাশক্তির বিকাশরূপে তোমার জীবন গড়িয়া তোল। জ্ঞাতসারে আমাদের মস্তিষ্ক–কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে শিখিতে হইবে। প্রথম সোপান হইল জীবনযাপনের আনন্দ। কৃচ্ছ্রসাধন পৈশাচিক। প্রার্থনা করা অপেক্ষা প্রাণ খুলিয়া হাসা অনেক ভাল। গান কর। দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর। দোহাই ঈশ্বরের, অপরের মধ্যে এই দুঃখের ভাব সংক্রামিত করিও না। কখনো ভাবিও না যে, ঈশ্বর একটু সুখ বা একটু দুঃখ লইয়া ব্যবসা করেন। পুষ্প, চিত্র ও সৌরভে পরিবেষ্টিত হইয়া থাক। মুনিঋষিরা প্রকৃতিকে উপভোগ করিবার জন্য পর্বতশিখরে যাইতেন।

ফেসবুক বার্তা

মেথিশাকের উপকারিতা

- হাড়ের ব্যথা বা জয়েন্ট পেন কমাতে মেথিশাক দারুণ উপকারী।
- মেথিশাক কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে সাহায্য করে।
- কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।
- হার্ট ভাল রাখতে সাহায্য করে।
- সর্দি–কাশির হাত থেকেও বাঁচায়।
- ডায়াবিটিসের সম্ভাবনাও কমায়।

৭০ বছর পরেও আমরা নাগরিক নই কেন?

নির্মল গোস্বামী

'মেরা ভারত মহান' জরুরি অবস্থার সময় এটাই ছিল সরকারি স্লোগান। ছোটবেলায় লরির গায়ে, বাসের গায়ে এই লেখা আমরা দেখেছি। বড় হয়ে জেনেছি আমাদের ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ। এবং পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ লিখিত সংবিধান দ্বারা পরিচালিত। এই সব জেনে গর্বে বুকটা মাঝে মাঝে ফুলে উঠত। এখানে ভোটের দ্বারা সরকার নির্বাচিত হয়। ৭০ বছরের পথ চলায় মাঝের ১৪ মাস ছাড়া নাগরিকরা আর কখনও তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়নি। মাঝে মধ্যে কানে আসে চোখে পড়ে একদল আর এক দলের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারের অভিযোগ তোলে যে যার সুবিধা মতো। অবশ্য ওসব অভিযোগ ধর্তব্যের মধ্যে না আনাই শ্রেয়। এ হেন মহান গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে জনগণ যে তাদের অধিকার বোধ সম্পর্কে পুরো মাত্রায় মহার্ঘ তার প্রমাণ এখন হাতে নাতে পেতে শুরু করেছি আমরা?

পার্লামেন্টে আইন পাশ হল। রাজ্যে রাজ্যে গণবিক্ষোভ শুরু হল। কিনা বিরোধী পার্টিরা বুঝিয়েছে এই আইন সংবিধান বিরোধী। উত্তাল হল অসম–মণিপুর–ত্রিপুরা সহ আমাদের রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নাকি আবার একটু বেশি রাজনৈতিক সচেতন। তাই এখানে গণতন্ত্রের প্রয়োগ হয় ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে। রেল অবরোধ হল। ট্রেন পুড়ল, লাইন উপড়ে ফেলা হল, সিগন্যালিং সিস্টেম ভেঙে ফেলা হল, পাথর ছুঁড়ে নিরপরাধ যাত্রীদের আহত করা হল। আগুন নেভাতে দমকলের গাড়ি এলে তাতেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। স্থানে স্থানে জাতীয় সড়ক অবরোধ হল। বাস পুড়ল, লরি পুড়ল। কোথাও কোথাও অ্যাম্বুলেন্স জ্বালানো হল, কোথাও বা আটকে রইল ঘন্টার পর ঘন্টা। ভিতরে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে রোগী। তাতে কি! এটা তো গণতন্ত্রের পরীক্ষা হচ্ছে। সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অধিকার আমাদের আছে। গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক আমরা। তাই তো তাদের আন্দোলনকে মাত্রা ছাড়া গুন্ডামিকে মান্যতা দেওয়া হল। সেই জন্যেই তো তারা এক দিন নয় দিনের পর দিন পরিবহণ ব্যবস্থা তছনছ করে দিল গণতন্ত্রের নামে।

অদৃষ্টের অন্ধবিচার এটাই যে মহান দেশের দুর্ভাগা জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা কেউ মনে রাখে না। লক্ষ লক্ষ ট্রেনযাত্রীরা যারা তিনমাস আগে থেকে টিকিট কেটে কেউ রুটি রুজির টানে, কেউ ভ্রমণের জন্যে, কেউ বা আত্মীয় মিলনের উদ্দেশ্যে, কেউ বা চিকিৎসার জন্য ট্রেনে সওয়ার হয়েছিল মাঝ পথে তাদের মাথায় কেন আকাশ ভেঙে পড়ল, তার জবাব কেউ কি দেবে? কোন বিরোধী পক্ষ? কোন আন্দোলনকারী ছাত্র? প্রতিদিনের যাতায়াতের পথে বিনা কারণে তাকে পথে আটকে থাকতে হবে কেন? একজন মুমুর্ষ মানুষের কি কোন অধিকার নেই এই মহান দেশে? আমাদের গণতন্ত্র মহান এই জন্য যে হাজার জন জোট বেঁধে হাতে লাঠি, তলোয়ার নিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া যায়। লক্ষ লক্ষ ট্রেন যাত্রী, বাসযাত্রীদের সীমাহীন দুর্গতিকে তারা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। গণতন্ত্র মানে 'গণ' মানে জনগন, আর 'তন্ত্র' মানে শাসন। এই অবরোধ বিক্ষোভ এবং ট্রেন জ্বালানো, বাস জ্বালানোর সময়ই প্রকৃত গণতন্ত্র কার্যকরী হয়। অন্য সময় সরকারের তন্ত্র মানে শাসন চলে আর অবরোধের সময় যে জনগণ একত্রিত হয় তাদের শাসন চলে। তারা যা খুশি তাই করতে পারে। ফলে গণতন্ত্রে ফলিত চিত্র ফুটে বের হয় সংবিধানের পাতা থেকে। এ হেন গণতন্ত্রকে কুর্নিশ জানাতেই হয়!

আসলে ভাবের ঘরে চুরি করা আমাদের স্বভাব না অভ্যাস তা রীতিমতো গবেষণার বিষয়।

কারণ যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমরা গুনগান করি স্বার্থের প্রয়োজনে তারই চালকলা চটকাতেও দড় হয়ে উঠি। আমরা ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করেছি। সংখ্যা গরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করেছে। সবটা লিখিত সংবিধানের ধারা অনুযায়ী। বর্তমান সরকার 'আইন' তৈরি করার বৈধ ছাড়পত্র পেয়েছে আমাদের লিখিত সংবিধানের রীতি মেনে। আইন সভায় বিরোধীরা বিরোধিতা করবে। ভোটাভুটিতে বিলের ভাগ্য নির্ধারণ হয়। রাজ্যসভায় সরকারের 'মেজরিটি' নেই। তবু সরকার বিল পাশ করল। রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিল। আইন হল। তবু বিরোধীরা সেই বিলকে অসংবিধানিক আখ্যা দিয়ে দেশে মানুষ ক্ষেপাচ্ছে। কোন আইন সংবিধান সম্মত হয়েছে কিনা তার বিচার করে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ। সেখানে কেস হয়েছে। বিরোধীরা বিচার চেয়েছে, তবুও বিচারালয়ের প্রতি আস্থা রাখতে পারছে না। আগেই বলে দিল অসংবিধানিক।

৭০ বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখনও কেন নাগরিক চিহ্নিত করল হল না? আজ যারা বিরোধী তারা বহু দিন রাজত্ব করেছে। তারা কেন নাগরিকত্ব আইনে দেশের জনগণকে নাগরিকত্ব প্রদান করেনি। দেশে বসবাস করলেই যে নাগরিক হওয়া যায় না তা স্বীকার করেছিলেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি। তাই তো তিনি অসমের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে নাগরিক বাছার 'ছাকনি চুক্তি' করেছিলেন। আর সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে সেই কাজ যখন হল তখন দেখা গেল ১৬ লক্ষ মানুষ নাগরিক নয়। তারা কোথায় যাবে? পুরুষানুক্রমে তারা বসবাস করেছে, ভোট দিয়েছে, ভোটে লড়াই করেছে। তারা নাগরিক তালিকা থেকে বাদ গেছে। সত্যি এন আর সি'র ক্ষেত্রে যদি ধর্মীয় বিভাজন হত তাহলে অসমে ১৬ লক্ষ হিন্দু বাদ যেত না। ২০–৩০–৫০ বছর বাস করেও মানুষ দেশের নাগরিক নয় কেন? এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে? কংগ্রেস এতো দিন দেশ শাসন করেছে। তারা যখন দেশ ভাগ করল তখন নাগরিকত্ব আইন নিশ্চয়ই তৈরি করেছিল। তাহলে সেই আইনে কেন সংখ্যা লঘু সহ আপামর জনগণকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হল না? বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য নাকি ভারতের মহান ঐতিহ্য। তাহলে একই রাষ্ট্রের মধ্যে অসমে কেন বাঙালিরা বাস করতে পারবে না? কাশ্মীরে বাকি দেশের মানুষ বসবাস করতে পারবে না কেন? আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কথা মতো দেশে বসবাসকারী সকলেই তো নাগরিক। তাহলে রাজীব গান্ধি কেন বুঝলেন না? সুপ্রিম কোর্ট কেন নাগরিক চিহ্নিত করতে বলল? তারা কি আইন বোঝে না।

আমাদের রাজ্যে ৩৪ বছর বামেরা রাজত্ব করেছে। ১২ বছর রাজত্ব করছে তৃণমূল। তারা মুসলিমদের এবং মতুয়াদের নাগরিকত্ব দিল না কেন? আজও জনগণ মনে করে যে ভোটার কার্ড হাতে পেয়েছি মানে দেশের নাগরিক হয়ে গেছি। রাজনৈতিক দলগুলো জনগণকে বোকা বানিয়ে শুধু ভোট নিয়েছে। আজ যদি দেশের সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে মুসলিমদের যারা এদেশে বসবাস করছে, তাদের নাগরিকত্ব দিয়ে দিত কংগ্রেস সরকার। তাহলে আজ তারা নিজেদের এতো অসুরক্ষিত বোধ করত না। তবে কি বিভাজনের নামে ভোট কুড়োবার জন্যই এসব ফেলে রাখা হয়েছে?

সংখ্যা লঘুদের নিয়ে রাজনীতি করার জন্য বাম সহ সব রাজনৈতিক দল এই সমস্যা সমাধানে কখনও সক্রিয় হয় নি। জওহরলাল থেকে ইন্দিরা গান্ধি কেন এই আইন করলেন না যে ভোটার তালিকায় নাম থাকলেই সে নাগরিক বলে গণ্য হবে এবং তার সন্তান সন্ততিরা নাগরিক হবে। এই একটা সহজ সরল আইন করলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। বিজেপি কি বাধা দিয়েছিল এই আইন করতে? ছাত্র যুব সমাজকে এই বিষয়টা মনযোগ সহকারে ভেবে দেখতে হবে। আজ বিরোধীরা বলছে সবাই এক। তাহলে প্রশ্ন হল, কেন বর্ডারে গার্ড থাকবে। বিএসএফ বাহিনী তুলে দেওয়া হোক। জনগণের কোটি কোটি টাকা বাঁচবে। যারা আসবে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ তারা সকলেই স্বাগত। তারা সকলেই ভারতের নাগরিক হবে। সে আজমল কাসভ হোক আর খাগড়াগড় বিস্ফোরণের চক্রান্তকারী হোক–সকলকেই সাদরে বুকে তুলে নিতে হবে। তবেই তো মেরা ভারত মহান হবে।

পাগল ভালো করো মা

অমিতাভ সেন

শ্রীরামচন্দ্র, জানকী ও লক্ষ্মণ সত্যরক্ষার্থে বনবাসে যাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুনকে গীতাজ্ঞান দিচ্ছেন। সংবিধানের হাতে লেখা প্রথম ও অরিজিন্যাল বইয়ের যে পাতায় ফান্ডামেন্টাল রাইটস বর্ণনা আছে সেই পাতায় প্রথম ছবিটি, যে পাতায় স্টেট পলিসির কথা বলা আছে সেই পাতায় প্রথম ছবিটি এঁকেছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল। বুদ্ধ, নানক, আকবর (ঔরঙ্গজেব নয়) এরও ইলাস্ট্রেশন আছে। এই সংবিধানের নামে শপথ নেন সকল মন্ত্রীসভার সদস্যরা। এমার্জেন্সি পিরিয়ডে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমেও সেক্যুলার ও সোস্যালিস্ট শব্দ দুটি ঢোকান ইন্দিরা গান্ধি। যদিও এদের কোনও Definition এবং ambit দেওয়া নেই। এর হিন্দী অনুবাদে রয়েছে পন্থনিরপেক্ষতা শব্দ ধর্ম নিরপেক্ষতা নয়। সংবিধানের basic structure এর কোনও পরিবর্তন করা চলবে না। স্থান কালের প্রয়োজনে সংবিধানের সংশোধন করার এক পদ্ধতি আছে। বিল আকারে সংশোধনী আসে এবং মহামহিম রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর সেই বিল আইনে পরিণত হয়।

Citizenship Amendment Bill এই ভাবেই CAA এর আকার নিয়েছে। দীর্ঘ দিনের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পদ্ধতিরই ব্যাখা দিচ্ছিলেন জনসভায়। হঠাৎ বিরাশি সিক্কা থাপ্পড়– 'এসব কতা এখানে বলার কি দরকার'– হাতের মাইকটাও ছিনতাই হয়ে গেল। অথচ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ২০০৪ সালে লোকসভার স্পিকারের উদ্দেশে এক তাড়া কাগজ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তখন সংখ্যালঘু ভোটের সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ছিল আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে। এখন রক্তের স্বাদ পাওয়া গেছে। হিন্দু সমাজকে সহজেই আত্মঘাতের পথে এগিয়ে দেওয়া যায়। সুব্রত মুখার্জী একবার বলেছিলেন– তৃণমূলে পোস্ট একটাই, বাকি সব ল্যাম্প পোস্ট। সেই পোস্ট থেকেই ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে– সংসদে পাশ হয়ে যাওয়া CAB ও NRC বাংলায় লাগু হবেনা।

এটাও কী কখনও সম্ভব? শুধু বাংলা নয় (আজকাল পঃ বঃ বলা হয় না) কেরল, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীরাও ঘোষণা করে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি স্বীকৃত কেন্দ্রীয় আইন তাঁরা মানবেন না। আমাদের সংবিধান Judiciary, Executive আর Parliament–এর অধিকার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আবার Union List ও State List আলাদা করে বলা আছে। আর আছে Concurrent List, ২৫৬ অনুচ্ছেদ নির্দেশ দিয়েছে সংসদে পাশ হওয়া আইন রাজ্য সরকার অবশ্যই বাস্তবায়িত করবে। সংবিধানের সপ্তম শিডিউল–এর ১ নম্বর লিস্টে সাবজেক্ট ম্যাটারগুলি রয়েছে সেই গুলো সম্বন্ধে সংসদে পাশ হওয়া আইন 'মানবো না' এটা বলার কোনও অধিকার রাজ্য সরকারের নেই। ১৩১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক Union of India–র বিরুদ্ধে Original Suit করতে পারে রাজ্য এবং মাননীয় সুপ্রিম কোর্টকে অনুরোধ করতে পারে CAA বাতিল করা হোক। কিছুদিন প্রয়োগে দেরি করতে পারে। ব্যস এর বেশি কিছু নয়। আশংকা অন্য এক জায়গায় ছিল। Naturalisation আবেদন গৃহমন্ত্রকের পোর্টালে তোলার সঙ্গে যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিতে হয় সেগুলো Foreighners Registration Office (FRO) verify করে।

জেলার SP এই কাজটা করেন। এই কাজটায় দীর্ঘসূত্রীতা করলে Citizenship certificate issue করতে দেরী হতে পারতো। CAA 2019 এর বাধাও সরিয়ে দিয়েছে। ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে যারা এসেছেন শরণার্থী হিসাবে (religious persention) তাঁদের নাগরিকতা প্রদান automatically হবে না। অন লাইনে তারা দরখাস্ত করবেন। হয়ত একটা এফিডেভিট দিতে হতে পারে যে তাঁরা ধর্মীয় অত্যাচার বা অনুরূপ ভয়ে সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে চলে এসেছেন। কর্তৃপক্ষ ছয় বছরের মধ্যে (২০২০ ডিসেম্বর) তাদের Naturalisation প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (registration) নাগরিকতা দেবেন। একই কারণে যদি মুসলমানরা (যেমন তসলিমা নাসরিন, তারিক ফতেহ) আবেদন করেন তবে citizenship প্রয়োগ করা হবে। তবে সময় লাগবে এগারো বছর। গত পাঁচ বছরে কয়েক শত মানুষকে নাগরিকতা দেওয়া হয়েছে। বর্তমান CAA পাকিস্তানি বাংলাদেশি, আফগানি, মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এই সংক্রান্ত বিধি গৃহমন্ত্রক সত্বর প্রকাশ করবে।

স্যর সৈয়দ আহমদ, মুহম্মদ আলি জিন্নার Two Nation Theory–র আতিশয্যে ১৯৪৭এ ভারত ভাগ হয়েছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ, ডঃ আম্বেদকর চেয়েছিলেন Exchange of Population যা নেহরুর অবিমৃষ্যকারিতার জন্য সম্ভব হয়নি। পাকিস্তানের সাবেক মুসলমানরাও চায়নি যে দিল্লি–মুম্বাই–ইউনাইটেড প্রভিন্স (আজ উঃ প্রঃ)–এর ওয়াহাবী মুসলমানরাও রাওয়ালপিন্ডি এসে তাদের ওপর ছড়ি ঘোরাক। কায়েদ এ আজম জিন্নার ক্যানসারে ভুগে ফৌত হওয়ার এবং প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলির সুপ্ত ছুরিকাঘাতে এন্তেকাল হওয়ার পর যত মুসলমান ভারত ছেড়ে চলে গেছে আজও পর্যন্ত পাকিস্তানে তারা মোহজির বলে পরিচিত হয়। বড়ে গোলাম আলি খাঁর আছি গ্রাম পাকিস্তানের পঞ্জাবে। তিনি তাঁর জন্ম ভিটায় ফিরে গেছিলেন। করাচি রেডিও স্টেশনে তাঁর এক বিখ্যাত ঠুঙরির রিহার্সাল চলছিল (ইয়াদ পিয়া কি আয়ী)। এই গানটির সঙ্গে আসার আগে 'হায় রাম' শব্দটি ছিল। স্টেশন ডিরেক্টর তাঁকে নির্দেশ দেয় এই শব্দ (হায় রাম)টি বাদ দিতে হবে। উস্তাদজি রেকর্ডিং করেননি। ফ্লাইট ধরে সোজা কলকাতায় চলে এসেছিলেন। শরিয়তী বাঁধন মানেন নি। অন্যদিকে সামসাদ বেগম (বিখ্যাত গান কামড়া মুহব্বৎ বালা, আশা ভোঁসলের সঙ্গে ছবি কিসমৎ) ওই নিগড় মেনে পাকিস্তানে থেকে সঙ্গীত চর্চা ছেড়ে দিয়েছিলেন। দিলীপ কুমার ৬০ দশকের শেষে মুম্বাইয়ে শিল্পীকে এনেছিলেন। গানমঞ্চে সামসাদকে সর্নিবন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন আশাজীর সঙ্গে কামড়া মুহব্বত বাংলা গাইতে। অতবড় শিল্পী সামসাদজীর গলা দিয়ে সুর তো দূরের কথা স্বরই বেরোচ্ছেনা। কন্ঠ হতে গান কে নিলো, নিলো ভুলায়ে? আখতারী বাঈ ছিলেন খেয়ালি মানুষ। কখনও সখনো শরিয়ৎ মেনে হারমোনিয়ম, তানপুরা টঙে তুলে রাখতেন, পাঁচ ওয়ক্ত নমাজ ছাড়া কিচ্ছু করতেন না। কখনও বা সিগারেট সুরা মেহফিল গান শেখানো সব চলতো। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সঙ্গীতের আশ্রয়েই ছিলেন। কালীপুজোর রাত্রে নির্মলচন্দ্র চন্দের মা অমাবস্যার উপবাস ভঙ্গ করতেন কাজী নজরুল ইসলামের গলায় কালী কীর্তন শুনে। নকসীকাঁথার মাঠের কবি জসীমুদ্দিন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে মানুষ। মোসলেম ভারত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। বিনায়ক দামোদর সাভারকার এর কালাপানি হবার পর অভিনব ভারতের দায়িত্ব পেয়েছিলেন তাঁর বন্ধু মৈনুদ্দিন আনসারি। কয়েকটি উদাহরণ পেশ করার উদ্দেশ্য একটাই– যে ভারতীয় সমাজে একই সংস্কৃতির সুরধর্মী বহমানা ছিল এবং আছে। সিন্ধু নদীর অববাহিকায় বসত করা মানুষদের হিন্দু বলা হতো– 'স' এর স্থলে 'হ'। এই পূর্বপুরুষদের উত্তরসুরী বর্তমান সমাজ। শুধু পারসিক, ইহুদি মানুষকে শরণ দেওয়া নয়, এই পৃথিবীর দ্বিতীয় আদিতম মসজিদ আছে কালিকটে। পেরুমল নামে এক ব্যবসায়ীর বদান্যতায় স্থাপিত হয়েছিল।

> **আমাদের সংবিধান Judiciary, Executive আর Parliament–এর অধিকার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আবার Union List ও State List আলাদা করে বলা আছে। আর আছে Concurrent List, Art 256 এটাও নির্দেশ দিয়েছে সংসদে পাশ হওয়া আইন রাজ্য সরকার বাস্তবায়িত করবে অবশ্যই। সংবিধানের সপ্তম শিডিউল–এর লিস্ট ১ নম্বর এ যে Subject matter গুলি রয়েছে সেই গুলো সম্বন্ধে সংসদে পাশ হওয়া আইন 'মানবো না' এটা বলার কোনও অধিকার রাজ্য সরকারের নেই। Art 13। মোতাবেক Union of India–র বিরুদ্ধে Original Suit করতে পারে রাজ্য এবং মাননীয় সুপ্রিম কোর্টকে অনুরোধ করতে পারে CAA বাতিল করা হোক। কিছুদিন প্রয়োগে delay করতে পারে। ব্যস এর বেশি কিছু নয়।**

ধর্মপালন পূজা এবাদত পদ্ধতি আলাদা হলেও সংস্কৃতি স্রোতধারা একটাই। স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ দুই দশকে এখানে বাধা সৃষ্টি কম হয়। নেহরু–নূন চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানে হিন্দু–শিখ–বৌদ্ধ–খ্রিস্টানদের ওপর অত্যাচার খুন ধর্ষণ জবরদস্তি ধর্মান্তরকরণ চলতেই থাকে। অখণ্ড ভারতে বৈদিক নগর সভ্যতা সর্বাপেক্ষা বেশি প্রসার লাভ করেছিল সেখানে সংখ্যালঘু মানুষের সংখ্যা নগণ্য। দুই কোটির মতো মানুষের কোনও হিসেব নেই। বাকি সকল মানুষ ভারতে পলায়ন করেছে। এই শরনার্থী উদ্বাস্তু মানুষদের নাগরিকতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি জনসংঘের সময় থেকেই দিয়ে আসা হচ্ছিল। দফা ৩৭০ ও ৩৫এ বাতিল, রামমন্দির প্রতিষ্ঠার সংবাদ, সিটিজেনশিপ আইন অ্যামেন্ড করে গত ৭০ বছর ধরে দেশভাগের শিকার জনগণকে নাগরিকতা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা বিজেপির নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোয় ছিল। কিন্তু কংগ্রেস ও তার গর্ত থেকে জন্ম নেওয়া অন্যান্য পরিবার নিয়ন্ত্রিত দলগুলি (যেমন এনসিপি, টিএমসি) ভাবতেই পারেনি যে মোদী সরকার দ্বিতীয় ইনিংসএ শপথ বাস্তবায়িত করবে। তাই এত্তো জ্বলন। সিরিয়া একসময় ছিল খ্রিষ্টান দেশ, আফগানিস্তান বৌদ্ধ, প্যালেস্টাইন ইহুদি। কালক্রমে সব হয়ে গেছে ইসলামিক স্টেট। আজ বেলজিয়াম পার্লামেন্ট এ কয়েকটা আসন পাওয়ার পরই দাবী উঠেছে বেলজিয়ম এর রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা করতে হবে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ ঘোষণা করেছিলেন। এরশাদ–খালেদার আমলে বাংলাদেশ ইসলামিক স্টেট ঘোষণা করা হল। আজও তার পরিবর্তন হয়নি। আজ পশ্চিমবঙ্গ, কেরল কয়েকটি রাজ্যে ওয়হাবী মানসিকতার কিছু মানুষ গেরিলা টাইপ আন্দোলন শুরু করেছে। চল্লিশ লক্ষের মতো রোহিঙ্গা মুসলমানকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ।

ভারতের সাবেক মুসলমান নাগরিক যাঁরা ১৯৪৭ এর পর বাপ ঠাকুর্দার ভিটেতেই রয়ে গেছেন, এই দেশকেই 'জন্নত' বলে স্বীকার করেছেন তাঁরা খুব ভালোভাবেই বুঝে গিয়েছেন যে বর্তমান CAA কোনো মানুষের নাগরিকতা কেড়ে নেবে না। বরঞ্চ বিস্থাপিত মানুষ ৭০ বছর ধরে প্রবল কষ্ট ভোগ করে আসছেন এবং ২০১৪ সালের ১ ডিসেম্বরের আগে এদেশে শরণ নিয়েছেন তাঁদের নাগরিকতা দেওয়া হবে। এমন কি বালুচ, আহমদিয়া সম্প্রদায় যদি নাগরিকতা আবেদন করেন তবে রেসিডেন্সি ক্লজ এগারো বছর থাকবে। রাষ্ট্রসংঘের শরনার্থী অধিনিয়ম ভারত সরকার মেনে চলবে এবং শরণ নেওয়ার কারণ অন্তর্হিত হওয়ার পর শরণ নেওয়া মানুষকে মূল ভূখণ্ডে ফিরে যেতে হবে।

সরকারকে তো সংবিধান মেনে চলতেই হবে— সে কেন্দ্র বা রাজ্য যে কোনও স্থানেই নির্বাচিত হোক না কেন। আশ্চর্য লাগে যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে কেন্দ্রীয় আইন মানবো না– এই রকম ঘোষণা করেন। তথাগত রায় তৃণমূল সুপ্রিমো কে বলতেন সিপিএম–এর অতি মেধাবী ছাত্রী। গত পঞ্চাশ বছর ধরে কেন্দ্রে যে সরকার আছে তার বিরোধী দল পশ্চিমবঙ্গ শাসন করে এসেছে। আমাদের চরিত্রেও একটা ইনারশিয়া আছে। কংগ্রেসকে ২৬ বছর সহ্য করেছে। বাতেলাবাজ বামফ্রন্টকে ৩৪ বছর, টিএমসি সুপ্রিমো দেওয়াল লিখন পড়তে পারছেন– সহ্যেরও একটা সীমা আছে। তোষণবাদ সংখ্যাগুরু মানুষকে বিরক্ত করেছে– লঘুকেও বিব্রত।

এই জন্যেই তিনি চাইছেন রাজ্যপালকে অপমান করে– সংবিধান অমান্য করে এমন একটা সংকট সৃষ্টি করতে যাতে Art 356 লাগু করে এবং ফাউ হিসাবে তিনি শহিদের বেশ ধরতে পারেন। সংখ্যা গুরু লঘু সকল মানুষ তাঁর ধূর্তামি ধরতে পেরেছে। প্রতিবছর Business Summit করে একটা; ইন্ডাস্ট্রি আসেনি। সিঙ্গুর শিল্পমহলে অশনি সংকেত। কেন্দ্রের কাছে ওভারড্রাফট নেওয়া আছে চার লক্ষ কোটি টাকা। 'পেয়াজ সেন্ট্রাল সাবজেক্ট'– এটা কোন লেভেলের ইনটেলেকচ্যুয়াল আউট পুট– মানুষ ধন্দে আছে।

সুন্দরবন দিবসে বাদাবন বাঁচাতে শপথ দুই পরগনায়

উজ্জ্বল সরদার, উত্তর ২৪ পরগনা : গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৯, বুধবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাসনাবাদ ব্লক অফিস প্রাঙ্গণে দুই দিনের সুন্দরবন উৎসব পালিত হল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে। এই উৎসবের সূচনায় উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসক চৈতালি চক্রবর্তী, জেলা পরিষদের সভাধিপতি বীণা মণ্ডল, অতিরিক্ত জেলা শাসক শঙ্কর প্রসাদ পাল, জেলা পরিষদের বিভিন্ন কর্মাধক্ষ্য ও আধিকারিক বৃন্দ, বিভিন্ন পঞ্চায়েত এর প্রধান, বসিহাটের মহকুমা শাসক ডঃ বিবেক ভষ্মে, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের আধিকারিক শীর্ষেন্দু সিনহা, শুধু সুন্দরবন চর্চা পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ি। সুন্দরবন উন্নয়নে বর্তমান রাজ্য সরকার যে সদাসর্বদা সচেষ্ট তার কথা উঠে আসে এই অনুষ্ঠানে। উল্লেখ্য সাম্প্রতিক সময়ে সুন্দরবনের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বুলবুল ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে যে তৎপরতার সাথে রাজ্য সরকার দাঁড়ায় তা সত্যই দৃষ্টান্ত বলে জানান উপস্থিত সকলে। মানুষের সাথে পরিবেশ কে রক্ষা করে সুন্দরবন বাঁচানোর অঙ্গীকার নিয়েই সুন্দরবন দিবস পালন। দুই দিনের এই অনুষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা নাচ, গান, আঁকা, আবৃত্তি পরিবেশন ছিল বিশেষ অংশ। বিডিও অফিসের সামনে মেলা প্রাঙ্গণে রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন দপ্তরের স্টল ছিল। তবে মেলা উপলক্ষ্যে সরকারি ভাবে ন্যায্য মূল্যে যে পেঁয়াজ বিক্রির বন্দোবস্ত করা হয় সেখানে সব সময়ের ভিড় ছিল নজরকাড়া। হাসনাবাদ ব্লকের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক কৌশিক দেবের তত্ত্বাবধানে তাদের স্টলে ছবির মাধ্যমে দেখানো হয় সাম্প্রতিক বুলবুল ঝড়ে মানুষের পাশে কিভাবে রাজ্য সরকার সবসময় উপস্থিত ছিল। সুন্দরবন নিয়ে সরকারি এমন উদ্যোগে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ ছিল ব্যাপক। হাসনাবাদ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অরিন্দম মুখার্জী সমস্ত অনুষ্ঠানটি নিজ দায়িত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভবে সুসম্পন্ন করেন। সুন্দরবন অঞ্চলের মোট ১৯ টি ব্লকের মধ্যে ৬ টি ব্লকের অবস্থান উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায়। জেলা প্রশাসন সুন্দরবন বিষয়ে যে বিশেষ সজাগ তা তাদের এধরণের প্রচেষ্টা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়।

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : সুন্দরবন আমাদের সম্পদ, এই সুন্দরবনে আছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, কুমির সহ বহু প্রজাতির গাছ সহ বণ্যপ্রাণীরা। আজ এসব আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি। অথচ একদল মানুষ অর্থের লোভে ম্যানগ্রোভ কেটে প্রকৃতির ভারসাম্য শেষ করে দিচ্ছে। আর তাঁর ফল ভোগ করতে হচ্ছে আমাদের। সেই কারণে আয়লা, ফণি, বুলবুলের মতন ঘুর্ণিঝড় সুন্দরবনকে তছনছ করে দিচ্ছে। আর সুন্দরবনকে বাঁচাতে, সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রতিবছর সুন্দরবনের ১৯ টি ব্লকে (উত্তর ২৪ পরগনার ৬ টি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৩ টি ব্লক) পালন করা হয় সুন্দরবন দিবস ১১-১২ ডিসেম্বর। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের আর্থিক সহযোগিতায় এদিন প্রতিটা ব্লকেই শুরু হলো দুদিনের এই উৎসব। গোসাবা ব্লকে মূল অনুষ্ঠান হলেও সুন্দরবনের বাকি ব্লকে ও ঘটা করে উদযাপন করা হলো এই উৎসব। জয়নগর ১ নং ব্লকের উদ্যোগে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের হাতে সুন্দরবন বাঁচানোর বিভিন্ন ফ্ল্যাক্স নিয়ে বহু এলাকায় পদযাত্রা বার হয়। তারপরে বিডিওর মাঠে প্রদীপ জ্বালিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন জয়নগর ১ নং বিডিও নৃপেন বিশ্বাস, যুগ্ম বিডিও বিপ্লব পাল, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপন কুমার মন্ডল, সহ সভাপতি আনিসুল আলম মোল্লা সহ আরো অনেকে। আঁকা, গান, আবৃত্তি, নৃত্য, দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।এছাড়া দু:স্থদের কম্বল বিতরণ ও গরিব ছাত্রছাত্রীদের স্কুল সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় এদিন। জয়নগর ২ নং বিডিও অফিসে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিডিও সুমন্ত দেবনাথ,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোনাজাত খান সহ আরো অনেকে। কুলতলিতে উপস্থিত ছিলেন বিডিও বিপ্রতীম বসাক, সভাপতি রুপা মন্ডল সহ আরো অনেকে। আবার মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের পরিচালনায় সুন্দরবন দিবস পালিত হয় এ দিন । প্রভাত ফেরি, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চারাগাছ বিতরণ, এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের সভাপতি শকুন্তলা হালদার , মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের বিডিও মোহাম্মদ জামিল আখতার, কৃষ্ণচন্দ্র পুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার মাইতি,জেলাপরিষদ সদস্য লক্ষণ মণ্ডল, সমিতির কর্মাধক্ষ্য গণ, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ,আধিকারিকগণ, শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র ছাত্রীরা সহ আরও অনেকে।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি: হেতমপুর গ্রামপঞ্চায়েতের চিৎগ্রামে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটাতে বসা সালিশিসভায় চলা গুলিতে জখম হয় দুই মহিলা সহ আটজন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনজনের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং বাকিদের সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। ৩০শে নভেম্বর রাত্রে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় নুরউদ্দিন খান। ১লা ডিসেম্বর মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা কলেন বিধায়ক নরেশচন্দ্র বাউড়ি। এই ঘটনায় পুলিশ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

ট্রেন স্থায়ীর দাবিতে স্মারকলিপি

অভীক মিত্র : ২৮ নভেম্বর থেকে শুরু হলো প্রতি সোম এবং বৃহস্পতিবার আসানসোল থেকে মালদা টাউন দ্বি সাপ্তাহিক স্পেশ্যাল এক্সপ্রেস ট্রেনের। আগামী ২ জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ট্রেনটি চলবে বলে রেলসূত্রে জানা গিয়েছে। ট্রেনটিকে স্থায়ী করে দৈনিক চালানোর দাবিতে ১১ ডিসেম্বর সকালে রাজগ্রাম স্টেশন মাস্টারকে স্মারকলিপি দিলো রাজগ্রাম প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন। ট্রেনটিকে স্থায়ী করে দৈনিক চালানো হলে রাজগ্রাম থেকে সদর শহর সিউড়ি যাতায়তে সুবিধা হবে বলে জানান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নিয়ামত আলি ১২ ডিসেম্বর বলেন, 'ট্রেনটিকে দিল্লি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হলে বীরভূম জেলা থেকে দিল্লি যাতায়তে সুবিধা হবে।' সিউড়ি থেকে ভোরে হাওড়া যাওয়া এবং সন্ধ্যায় হাওড়া থেকে সিউড়ি ফেরার ট্রেনের দাবি জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের।

লোহাপুর স্টেশনে তান্ডবলীলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এনআরসি এবং ক্যাব বাতিলের দাবিতে চলা বিক্ষোভ থেকে ১৫ই ডিসেম্বর লোহাপুর রেলস্টেশনে তান্ডবলীলা চালালো বিক্ষোভকারীরা। স্টেশনের বুকিং সুপারভাইজারকে মারধর করে বের করে দেয়। টিকিট কাউন্টারে আগুন লাগিয়ে দেয়। কম্পিউটার ভাঙচুরের পাশাপাশি ৩৫০০০ টাকা লুঠ করার অভিযোগ উঠেছে। প্ল্যাটফর্মে ফ্যান,বসার জায়গা,সিগন্যালিং ব্যাবস্থা ভাঙচুর করার পাশাপাশি লাইন উপড়ে ফেলার চেষ্টা করে বিক্ষোভকারীরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, বহিরাগতরা স্টেশনে ভাঙচুর করেছে। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় লোহাপুর রেলস্টেশন। এরফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য রামপুরহাট-আঞ্জিমগঞ্জ শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। চরম দুভোর্গে পড়ে যাত্রীরা। খানাখন্দে ভরা ৬০নং জাতীয় সড়ক। তাই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বেশি ভাড়া দিয়ে বিভিন্ন যানবাহনে যাতায়ত করতে হচ্ছে। কবিগুরু,গণদেবতা এক্সপ্রেস,রামপুরহাট-কাটোয়া প্যাসেঞ্জার ছাড়াও কয়েকটি রামপুরহাট-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার প্রতিদিন যাতায়াত করতো লোহাপুর স্টেশনের উপর দিয়ে। ১৬ ডিসেম্বর লোহাপুর স্টেশন পরিদর্শনে যায় আরপিএফ,জিআরপিএফ। গণদেবতা এবং কবিগুরু এক্সপ্রেস ট্রেন দুটিকে রামপুরহাট স্টেশন পর্যন্ত চালানো হচ্ছে।

খড়ের পালুইয়ে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৬ ডিসেম্বর দুপুরে কুসুম্বা গ্রামে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের মামা অনিল মুখোপাধ্যায়ের চারাটি ধানের গাদায় আগুন লাগার ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। চার গাদাতে বারো বিঘা জমির ধান ছিলো। প্রায় একশো ক্যুইন্টাল ধান এবং খড় পুড়ে গিয়েছে। দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

অবরোধে বিপর্যস্ত বীরভূম

নিজস্ব প্রতিনিধি: এনআরসি এবং ক্যাব বাতিলের ১২ই ডিসেম্বর ভাদীশ্বরে রাস্তা এবং মুরারই স্টেশনে রেল অবরোধ করে বিক্ষোভকারীরা। বিভিন্ন স্টেশনে দাড়িয়ে পড়ে দূরপাল্লার ট্রেন। ১৪ই ডিসেম্বর মুরারই স্টেশনে রেল অবরোধে বাঁশলৈই স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়ে হাওড়াগামী শতাব্দী এক্সপ্রেস। চরম সমস্যায় পড়ে যাত্রীরা। ১৫ই ডিসেম্বর হিয়াতনগরে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বাতাসপুর স্টেশনে অবরোধে বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়ে দূরপাল্লার ট্রেন। কাটাগড়িয়া মোড়ে ষাটনং জাতীয় সড়কে লরিতে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা। তৃণমূল নেতাকে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠেছে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে। লোহাপুর স্টেশনে তান্ডবলীলা চালায় বিক্ষোভকারীরা। স্টেশনের বুকিং সুপারভাইজারকে মারধর করে বের করে দেয়। টিকিট কাউন্টারে আগুন লাগিয়ে কম্পিউটর ভাঙচুরের পাশাপাশি ৩৫০০০ টাকা লুঠ করার অভিযোগ উঠেছে। প্ল্যাটফর্মে ফ্যান,বসার জায়গা,সিগন্যালিং ব্যাবস্থা ভাঙচুর করার পাশাপাশি লাইন উপড়ে ফেলার চেষ্টা করে বিক্ষোভকারীরা। এরফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় রামপুরহাট-আজিমগঞ্জ শাখায় ট্রেন চলাচল। চরম দুভোর্গে পড়ে যাত্রীরা। কোটাসুর বিজেপি পাটি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ১৬ ডিসেম্বর সাতকেন্দুলি,চাতরা,কুনুরী মাঠপলসা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভকারীরা। চাতরা,মহিষাডহরী হল্ট স্টেশনে অবরোধ করা হয়। রেল পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশ গিয়ে অবরোধ তুলে দেয়। লোহাপুর স্টেশন পরিদর্শনে যায় আরপিএফ,জিআরপিএফ। গণদেবতা এবং কবিগুরু এক্সপ্রেস ট্রেন দুটিকে রামপুরহাট স্টেশন পর্যন্ত চালানো হচ্ছে। স্টেশন ভাঙচুর,সিগন্যালিং ব্যাবস্থা ভাঙচুরের জন্য উত্তরবঙ্গগামী একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন ১৬,১৭ই ডিসেম্বর বাতিল করায় সমস্যায় পড়েছে যাত্রীরা। উত্তরবঙ্গ তথা উত্তর পূর্ব ভারতের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের রেল যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্থ। কবে ফের স্বাভাবিক হবে ট্রেন পরিষেবা - এখন সেই প্রশ্নই ঘুরছে জনসাধারণের মনে।

স্টেশনে মোতায়েন বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি: এনআরসি এবং ক্যাব বাতিলের দাবিতে চলা বিক্ষোভ থেকে ১৫ই ডিসেম্বর লোহাপুর রেলস্টেশনে তান্ডবলীলা চালালো বিক্ষোভকারীরা। স্টেশনের বুকিং সুপারভাইজারকে মারধর করে বের করে দেয়। টিকিট কাউন্টারে আগুন লাগিয়ে দেয়। কম্পিউটার ভাঙচুরের পাশাপাশি ৩৫০০০ টাকা লুঠ করার অভিযোগ উঠেছে। প্ল্যাটফর্মে ফ্যান,বসার জায়গা,সিগন্যালিং ব্যাবস্থা ভাঙচুর করার পাশাপাশি লাইন উপড়ে ফেলার চেষ্টা করে বিক্ষোভকারীরা। ১৬ ডিসেম্বর সকাল থেকে রামপুরহাট স্টেশনের মূল গেটে এবং ভেতরে প্রহরায় রেলওয়ে প্রোটেকশন স্পেশ্যাল ফোর্স। লোহাপুর স্টেশন পরিদর্শনে যায় আরপিএফ,জিআরপিএফ। অপ্রীতিকরঘটনা এড়াতে সিউড়ি,বোলপুর,সাইথিয়া,চিনপাই,ভীমগড়,রামপুরহাট,মুরারই সহ বীরভূম জেলার বিভিন্ন স্টেশনে মোতায়েন করা হয়েছে রেল পুলিশ।

শিক্ষকের বাড়িতে মদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি:রামপুরহাট থানার কাষ্ঠগড়া গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষক দুইভাই প্রবোধ এবং সুবোধ সাহার বাড়ি থেকে বেআইনি ৭৪০ বোতল মদ উদ্ধার করতে গিয়ে স্থানীয়দের হাতে নিগৃহীত হয় আবগারি আধিকারিক সুহৃদ রায়। অসামাজিক কাজকর্মের অভিযোগে পুলিশ বড়রা তৃণমূল যুব সভাপতি শেখ মিরাজকে গ্রেপ্তার করেছে। মিরাজের স্ত্রী পঞ্চায়েতসদস্য। সিউড়ি আদালতে তোলা হলে মিরাজকে এগারোদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

গৃহবধূকে অ্যাসিড হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্বামীর অবৈধ সর্ম্পকের প্রতিবাদ করায় স্বামী এবং প্রেমিকা মিলে গৃহবধূর মুখে অ্যাসিড দেওয়ার পর কেরোসিন দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ উঠেছে গোহালিয়ারা গ্রামে। জখম গৃহবধূ সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ স্বামী জীবন অঙ্কুর,জীবনের বাবা এবং মেজদাকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দুবরাজপুর থানার পুলিশ।

পেনশনারদের বিক্ষোভ সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: অবিলম্বে বকেয়া মহার্ঘ রিলিফ যুক্ত করে অবসর প্রাপ্তদের হাতে প্রাপ্য পেনশন তুলে দেওয়া, কেন্দ্রীয় হারে ১ হাজার টাকা চিকিৎসা ভাতা সুনিশ্চিতকরণ, পুরাতন ও নতুন পেনশনারদের মধ্যে পেনশনের পার্থক্য দূর করা সহ পাঁচ দফা দাবিতে শুক্রবার কোচবিহার শহরের সুনীতি রোডে ব্রাহ্ম মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হলো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি পেনশনার্স সমিতি কোচবিহার জেলা শাখা।

এদিন এই অবস্থান-বিক্ষোভের পর মিছিল করে কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরে দাবি পত্র পেশ করেন অবসরপ্রাপ্তরা। এই অবস্থান-বিক্ষোভে এদিন দাবি প্রস্তাব পেশ করেন সংগঠনের কোচবিহার জেলা সম্পাদক ব্রজকিশোর ঘোষ। এই দাবীসমূহ সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কর্মচারী আন্দোলনের নেতা পুলক কান্তি বিশ্বাস, ধীরাজ কুমার রায়, ধূর্জটি ভট্টাচার্য্য প্রমূখ। সভাপতিত্ব করেন সুধাংশু দেব। রাজ্য সরকারের প্রকাশিত ষষ্ঠ বেতন কমিশন চূড়ান্তভাবে বঞ্চনার শিকার অবসরপ্রাপ্তরা। তাদের ৫৬শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বকেয়া থাকলেও এই বেতন কমিশনে তা যুক্ত করা হয়নি সরকারের পক্ষ থেকে। মূলত এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাদের এই আন্দোলন কর্মসূচি বলে দিন জানান সংগঠনের কোচবিহার জেলা সম্পাদক ব্রজকিশোর ঘোষ।

বাজার পরিদর্শনে বিডিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : সবজি থেকে শুরু করে আলু, পেঁয়াজ, ডিম, মাংস সব কিছুতেই সাধারণ মানুষ হাত দিতে পারছে না । এতটাই প্রতিটা জিনিসপত্রের দাম অগ্নিমূল্য। আর তাই সরকার নিয়ন্ত্রিত টাক্সফোর্সের দল জেলার প্রতিটা বাজার ঘুরে ঘুরে দেখছেন। কথা বলছেন ব্যবসায়ীদের সাথে। কালোবাজারি বন্ধ করার জন্য সবরকমের চেষ্টা করছেন এই দল। রবিবার সকালে আচমকাই জয়নগর ১ নং বিডিও নৃপেন বিশ্বাস জয়নগর থানার পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে বহড়ু সুপার মার্কেট ও দক্ষিণ বারাশত বাজারে হানা দিলেন। কথা বললেন ব্যবসায়ীদের সাথে। সরকার নির্ধারিত দামের বেশি নেওয়া যাবে না বলে ও তিনি ব্যবসায়ীদের জানান। তিনি বলেন, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সব বাজারে ঘুরছি। পেঁয়াজ সহ অন্যান্য জিনিসপত্রের কালো বাজারি আটকাতে এটা করা হচ্ছে। অন্য দিকে, শনিবার বিডিও অফিস সংলগ্ন গোসাবা বাজারে গিয়ে আচমকা হাজির হন গোসাবার বিডিও সৌরভ মিত্র সহ টাক্স ফোর্সের এক প্রতিনিধি দল। বাজার ঘুরে ঘুরে তিনি ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেন। তাদের মাল কেনার রসিদ দেখেন। বেশির ভাগই রসিদ দেখাতে পারে না। বিডিও সৌরভ মিত্র বলেন, আমাদের এই অভিযান চলবে। কোনও মতেই সরকার নিধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দাম নেওয়া যাবে না। একদল অসাধু মানুষের জন্য আজ সাধারণ মানুষ নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র কিনতে পারছে না।তাই এটা কখনোই মেনে নেওয়া হবে না। এর আগে বারুইপুরের মহকুমাশাসক দেবারতি সরকার রাজপুর সোনারপুর পুরসভার রাজপুর পুরবাজারে আচমকা হানা দিয়েছিলেন।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি: মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা এবার কুলতলিতে। মৃত এক সাইকেল আরোহী। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, সোমবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলি থানার কচিয়ামারা বাজার লাগোয়া এলাকায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালেন দিলীপ মন্ডল (৩৫) নামে এক সাইকেল আরোহী। মৃতের বাড়ি কুলতলি থানার কয়ালের চক এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, এদিন রাত ৮ টা নাগাদ ব্রিজের হাট থেকে বাজার করে সাইকেল চালিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন দিলীপ । সেইসময় ১ টি মালবাহী ট্রাক জামতলায় যাওয়ার পথে তাঁকে পিষে দেয়। ট্রাক চালক পলাতক । ট্রাকটি এখন পুলিশের হেফাজতে । কুলতলি থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

ধৃত ৫ ডাকাত

নিজস্ব প্রতিনিধি: রায়দিঘী থানার কাশীনগরে বড়সড় ডাকাতির ছক বানচাল। পুলিশ সূত্রে খবর, রায়দিঘী থানার অন্তর্গত কাশীনগর চক্রতীর্থে ডাকাতির উদ্যেশ্যে জড়ো হয়েছিল ডাকাতদের একটি দল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাদেরকে রায়দিঘী থানার পুলিশ মঙ্গলবার ভোররাতে গ্রেফতার করে। ধৃতদের কাছ থেকে রিভলভার ও বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম নুরউদ্দিন মোল্লা ওরফে লালটু (২৭), মাজিদ পুরকাইত (৩৫), আতিকুর মোল্লা ওরফে কালো (২২), সাদ্দাম শেখ (২৬), সুরজিত কয়াল (২৬)।

গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : আজ ভোরেই অসম থেকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে যাবার সময় প্রায় দুই কুইন্টাল পনেরো কেজি গাঁজা সহ একটি চার চাকার গাড়ি আটক করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই গাঁজা বোঝাই গাড়ি আটক করে পুলিশ। গাঁজাসহ দুলাল দেবনাথ অসমে এর বাসিন্দা ও অসিত সুর চক্রবর্তী কলকাতার বাসিন্দা এই দুজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।এই চক্রের পিছনে আর কারা যুক্ত রয়েছে তার তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়ায় থানার পুলিশ। আটক হওয়া গাজা আসাম থেকে কৃষ্ণনগর নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে চড়া দামে বিক্রি করা হত বিভিন্ন জায়গায়। ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

তক্ষক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চারটি তক্ষকসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল কোচবিহার ঘোকসাডাঙা থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম নরসিংহ অধিকারী। তার বাড়ি ফালাকাটা জটেশ্বর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে এই ব্যক্তি চারটি তক্ষক পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলতে সমর্থ হয় ঘোষকাডাঙা থানার পুলিশ। ১৩ থেকে ১৪ ইঞ্চি মাপের তক্ষক গুলির বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে। তক্ষক নিয়ে সেই ব্যক্তি কোথায় যাচ্ছিলেন বা কাকে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট মামলায় মামলা রুজু করেছে ঘোজাডাঙা থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই উদ্ধার হওয়া তক্ষক গুলিকে বনবিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

হিংসায় সায় নেই মতুয়া ও উদ্বাস্তু সংগঠনের

প্রথম পাতার পর

আমাদের কথা হল, আজকে সিএএ অর্থাৎ নাগরিকত্ব সংশোধনী অ্যাক্ট হিসেবে যখন আইন হয়ে পাশ হল, এতে মতুয়া তথা উদ্বাস্তুদের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এখন বলছেন সিএএ চান না। তাহলে তাঁরই দেওয়া মতুয়াদের নাগরিকত্বের প্রতিশ্রুতির কি হবে? তবে কি তিনি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দিতে চান না? সংবিধানের যে ১৪ নম্বর ধারা অনুসারে কখনওই এটা সাম্প্রদায়িক ব্যাপার হতে পারে না। কারণ এখানে মুসলিমদের যে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না, এটা কোথাও লেখা নেই। আবার হিন্দুদের যে নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে, এটাও বলা নেই।

এখানে কেবল বলা হয়েছে আফগানিস্থান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে যে সব অ-মুসলিম শরণার্থী অত্যাচারিত নিপীড়িত হয়ে ভারতে এসেছেন তাদের নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে। আর তারা যে অত্যাচারিত, নিপীড়িত এটা অমিত শাহ পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে ৬৪টি ক্লু তুলে ধরে উল্লেখ করেছেন। আর এনআরসি তো এখনও ঘোষণাই হয়নি। তার লাগু হওয়া তো দূরঅস্ত। আমরা যথাসময়ে এর জবাব দেব। তাহলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন কিসের।' মহীতোষবাবু আরও বলেন, 'প্রমথরঞ্জন ঠাকুর, বড় মা, বীণাপাণি দেবী, মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর, সুব্রত ঠাকুর এবং শেষে শান্তনু ঠাকুর আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবং তাদের নেতৃত্বে আজ আমরা এত বড় একটা সাফল্য পেলাম। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন এর বিরোধিতা করছেন তা আমরা বুঝতে পারছি না।'

বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদের সর্বভারতীয় সভাপতি বিমল মজুমদার তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আমাদের সংগঠনের দাবি ছিল, 'আমরা যারা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় কারণে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অত্যাচারিত, নিপীড়িত হয়ে ভারতে এসেছি, তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক এবং ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব বিল সংশোধন করা হোক। ভারত সরকারের কাছে এটাই ছিল আমাদের মুখ্য দাবি। আমরা এনআরসি'র বিরুদ্ধে নই। বর্তমান ভারত সরকার আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করলেও আমাদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে নাগরিকত্ব বিলের সংশোধন করেছে। যার ভিত্তিতারিখ ধার্য হয়েছে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর। অর্থাৎ এই সময়ের আগে বাংলাদেশ, আফগানিস্থান, পাকিস্থান থেকে যে সমস্ত অ-মুসলিম জনগণ ভারতে এসেছেন তাদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এই মর্মে নাগরিকত্ব বিলের সংশোধন করে আইন পাশ হয়েছে। এতে আমরা খুশি। এরপরেও বলি আন্দোলন করতে তো কোনও বাধা নেই। এটা তো শান্তিপূর্ণভাবে করা যেত। আমরা প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আন্দোলন করে আসছি। কিন্তু কোনওদিন কোনও সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি করিনি। সরকারও আমাদের বিরোধিতা করেনি। ভারত সরকারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, কেননা ভারত সরকার আমাদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে আমাদের মর্যাদা প্রদান করেছে।'

আড়াই মিটারের বেশি ড্রেজিং হবে মুড়ি গঙ্গায়

প্রথম পাতার পর

যাতে হুড়োহুড়ি করে পুণ্যার্থীরা লঞ্চ বা ভেসেলে না ওঠে। আশা করা যায়, ২০১৯-র মতো এবারও সাগর মেলায় কোনও দুর্ঘটনা ঘটবে না। জলসাথীরা পরিবহন দফতরের জেটি ঘাটগুলিতে এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর) থাকবে। তাতে ভেসেলে থাকবে 'বয়', 'লাইফ জ্যাকেট'। আর ঘাটে থাকবে সিসিটিভি ও ড্রপ গেট এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপনা। এই ব্যবস্থাগুলি দেখার জন্য থাকবে প্রায় ৮০০ জন জলসাথী। এদের প্রশিক্ষণ হয়েছে ব্যারাকপুরস্থিত পুলিশের কোস্টাল উইংসে। গঙ্গাসাগর মেলাতে থাকবে ৭৫-৮০ জন জলসাথী। এরা কোস্টাল পুলিশের সঙ্গে 'লিয়াজো' রেখে কাজ করবে।

পরিবহনমন্ত্রী আরও জানান, গঙ্গাসাগর মেলার জন্য কলকাতায় সরকারি বাস সার্ভিস খুব একটা ব্যাঘাত ঘটবে না। তবে যেখানে চারটে চলতো, মেলা চলাকালীন হয়তো তা দু'টো চলবে। তিনি জানান, শহরে বাস পাওয়ার সমস্যা থাকবে না। আর মুড়িগঙ্গায় ড্রেজিং-এ কোনও সমস্যাও থাকবে না। আগামী ২৮ ডিসেম্বরের পর। 'ড্রেজি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া' এবং রাজ্যের 'ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট' যৌথ উদ্যোগে মুড়িগঙ্গায় ড্রেজিং করছে। জেলা পুলিশ থেকে বা পরিবহন দফতর থেকে সেচ দফতরকে বলা হয়েছে যে, জলের উপরিতল থেকে আড়াই মিটার গভীরতা প্রয়োজন। আর ড্রেজিংটা আড়াই মিটারের বেশিই করা হচ্ছে। মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি সেচমন্ত্রী হিসাবে কথা দিচ্ছি, আগামী ২৮ ডিসেম্বরে হচ্ছে 'কাট অফ ডেট'। আমি নিজেই এটা মনিটরিং করছি। স্থানীয় বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা ড্রেজিং-এর দায়িত্বে রয়েছেন। গঙ্গাসাগর নিয়ে এদিনের সভায় বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন জেলাশাসক ড. পি উলগানাথন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিমা সেখ, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক লিপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তিপদ মণ্ডল জেলা পরিবহন ও সেচ জলপথ দফতরের বিভিন্ন আধিকারিক।

Office of the District Magistrate & Collector, Alipore Kolkata
Memo No : 30/IT/GS Mela-2020 Dated, Alipore, the 17th December, 2019
NOTICE INVITING E-TENDER NO: 13
Name of Work : SUPPLY OF OR & BARCODE BASED WATERPROOF WRISTBAND FOR TRACKING THE LOST PERSONNEL DURING GS MELA **2020.**
SEHEDULE OF IMPORTANT DATES OF BIDS

PARTICULAR	DATE & TIME
Date of Publication of EOI.	17.12.2019
EOI start Date & time	17/12/2019 at 05.00 pm
EOI end date & time	24/12/2019 from 02.00 pm
Last date & time of submission of Technical Bid and Financial Bid in the drop box	24/12/2019 up to 03.00 p.m
Date & Time of opening of Technical Bid in the Office of the District Magistrate, Alipore (IT Section).	24/12/2019 at 04.00 pm
Date & Time of opening of Financial Bid in the Office of the District Magistrate, Alipore (IT Section)	24/12/2019 at 05.00 pm

For details please refer to the following website : s24pgs.gov.in
For details Contact : **033-24501379**

Sd/-
Additional District Magistrate (L. A)
South 24 Parganas

৫৭৩১/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/১১.১২.১৯

মহানগরে

নিউ আলিপুরে নিকাশির ক্রমোন্নয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী বর্ষায় নিউ আলিপুরের যেসব 'পকেটে' বর্ষার জল জমার সমস্যা এতোদিন ছিল তা আর থাকবে না। নিউ আলিপুরের 'হুমায়ুন কবীর সরণির ব্লক–জি' থেকে 'প্রমথ চৌধুরী সরণি' পর্যন্ত নয়া ভূগর্ভস্থ নিকাশি প্রকল্পের প্রস্তর ফলকের আবরণ উন্মোচনে এসে গত ১৪ ডিসেম্বর এমনই দাবি করলেন কলকাতার মহানাগরিক জনাব ফিরহাদ

হাকিম। এদিন মহানাগরিক তার বক্তব্যে জানান, হ্যাঁ, নিউ আলিপুরের কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টির জল জমার সমস্যা এখনও আছে।

সেজন্যই আজ স্থানীয় ব্লক–জি থেকে 'আন্ডার গ্রাউন্ড ড্রেনেজ সিস্টেমে'র কাজ শুরু হল। এখানে ৭০০, ৬০০, ৫০০ এবং ৪০০ ডায়া মিটারের নিকাশি পাইপ আগামী ছ'মাসের মধ্যে বসানোর কাজ এদিন শুরু হলো। প্রায় ৯২৭ মিটার দীর্ঘ এই ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১.৭৮ কোটি টাকা। মহানাগরিক এদিন পুর নিকাশি দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল (ডি জি) সহ অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ছ'মাসের বরাদ্দ কাজ তিন মাসের মধ্যেই শেষ করার নির্দেশ দেন।

এ দিনের 'ফাউন্ডেশন স্টোন লেয়িং সিরোমণি' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ তথা পুর অধ্যক্ষা মালা রায়, স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, স্থানীয় ৮১ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি জুঁই বিশ্বাস প্রমুখ। পুর নিকাশি দফতরের আধিকারিকরা জানান, ভূগর্ভস্থ নিকাশি প্রকল্পের কাজের জন্য কিছু জায়গায় খোঁড়াখুড়ি করার ফলে স্থানীয় ওয়ার্ডবাসীদের সাময়িক সমস্যা যেমন হবে, তেমনই এই ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে উঠলে আগামী বর্ষাতে নিউ আলিপুরের বাসিন্দাসহ এখানে আগত অন্যান্যরা বর্ষার জল জমার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।

কেমব্রিজ মার্কেটিং কলেজ ইউকে–র সাথে যোগ হয়ে আই লিড ইনস্টিটিউট কলকাতা মার্কেটিং নিয়ে একটি কোর্সের সূচনা করেছে। এই কোর্সের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীরা তাদের ভবিষ্যৎ গড়বার জন্য এগিয়ে যেতে পারবে বলে জানান কর্মকর্তারা।

জীবনের সাথে জড়িয়ে বিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির আয়োজনে বিমা নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানির সিএমডি তাজিন্দর মুখার্জী। পিএনবি মেটলাইফ ইন্ডিয়ার প্রধান আশিস কুমার শ্রীবাস্তব বলেন, বিমা সকলের মাথায় ছাতা ধরে রেখেছে।

মুখ্য অতিথির ইনস্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সদস্য কে গণেশ বলেন, আমরা বিমা করাই যখন আমাদের প্রয়োজন পড়ে। বিমার প্রয়োজনীয়তা সত্যিই আবশ্যিক। সুযোগ সুবিধা থাকলে বিমা করানো খুবই প্রয়োজন। গ্রামে গঞ্জেও আস্তে আস্তে বিমার আবশ্যিকতা তুলে ধরা হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রেও ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে। বিমা এতটাই আবশ্যিক তাই জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লালকেল্লার ভাষণে 'আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প' নিয়েও আলোকপাত করেছিলেন। বণিক সভার সভাপতি ভিশাল ঝাঝাড়িয়া তার স্বাগত ভাষণে বলেন, বিমা শিল্প ভারতের এক উল্লেখযোগ্য স্থান পাচ্ছে আস্তে আস্তে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প ১০০ মিলিয়ন পরিবারকে সাহায্য করবে এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা এরকম বহু বিমা ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জীবন বিমা আমাদের দেশের আরও বাড়তে পারে ২০২০–র মধ্যে প্রায় ১২–১৫ শতাংশ।

ছবি : উৎপল কুমার রায়

বিজ্ঞান নগরীতে টাইম মেশিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পর্যটকদের কাছে বিজ্ঞান নগরীকে (সায়েন্স সিটি) আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে দুটি টাইম মেশিনের সূচনা করা হল। আমেরিকার ড্রোন প্রিসিয়েশন সিস্টেম–এর অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই টাইম মেশিন দুটি। এখানে ৬৫ ইঞ্চির এলইডি মনিটরে ত্রিমাত্রিক ছবি দেখানো হবে। ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা করে খরচ হয়েছে এক একটি টাইম মেশিন বসাতে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি দপ্তর মেশিন দুটি বসাতে আংশিক আর্থিক খরচ দিয়েছে। টাইম মেশিন দুটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক সন্দীপ রায়, অভিনেতা ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় সহ প্রফেসার শঙ্কু ও এল ডোরাডো' চলচ্চিত্রের অন্যান্য সদস্যরা। অনুষ্ঠানে সায়েন্স সিটির অধিকর্তা শুভব্রত চৌধুরী বলেন, বিজ্ঞান নগরীতে টাইম মেশিনের জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির নতুন টাইম মেশিন দুটি বসানো হয়েছে। নতুন দুটি টাইম মেশিনে চীনের প্রাচীর থেকে রোমান রেস–এর মতো ১০ মিনিটের বিভিন্ন স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি দেখানো হবে। এক এক বারে ৩০ জন করে দর্শক এই দুটি টাইম মেশিনে বসে ছবি দেখতে পারবেন। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে এই শো শুরু হবে। শেষ শো শুরু হবে সন্ধ্যে সাড়ে ৭টায়। টিকিটের মূল্য ধার্য করা হয়েছে ২০ টাকা।

পুর অফিসের বর্জ্য এবার প্রক্রিয়াকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কম্পিউটরের মনিটর, সিপিইউ, ইউএমপি, কি–বোর্ড, জেরক্স মেশিন, প্রিন্টার, ফ্যাক্স মেশিন, ম্যানুয়াল টাইপ রাইটার, টেলিফোন রিসিভার, ভাঙা চেয়ার টেবিল তো রয়েইছে। এইসব বাতিল সামগ্রী অফিসের কোনও কোণে বা চলাচলের করিডোর ইত্যাদি স্থলে আর ফেলে রাখা যাবে না। কলকাতা পুরসংস্থার সব মিলিয়ে ৪৬টিরও বেশি দফতরকে পুর মহাধ্যক্ষ খলিল আহমেদ এ বিষয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন।

ওইসব বাতিল সামগ্রীর তালিকা তৈরি করে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। কোন তালিকা কী কী রাখতে হবে তাও পুর মহাধ্যক্ষ সবকটি পুর দফতরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তালিকাভুক্ত এজেন্সি এই বর্জ্য পৃথকীকরণ ও পুনর্ব্যবহারের কাজটি করবে। কেন্দ্রীয় পুরভবন তো রয়েইছে, এছাড়াও বরো অফিস, অ্যাসেসমেন্ট কালেকশন অফিস, কমন কালেকশন সেন্টার, ই–কলকাতা সিটিজেন সার্ভিস সেন্টার বিভিন্ন ওয়ার্ড অফিস, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রায় ৫০টি বা তারও বেশি দফতরের বিভিন্ন অফিসে বহু ধরনের পুরনো সামগ্রী বিভিন্ন কোণে ডাঁই হয়ে পড়ে অন্ধকার পরিবেশ সৃষ্টি করে ধূলিকণায় পরিবেশ দূষণ ঘটায়।

এবার ঠিকা জমিতে আবসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ধর্মতলাস্থিত (এসপ্ল্যানেড) কলকাতা পুরসংস্থার কেন্দ্রীয় পুরভবনে গত ১৮ ডিসেম্বর মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম 'ঠিকা সেল' চালু করলেন। দক্ষিণ কলকাতার ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের চেতলাসহ মূল কলকাতার (ওয়ার্ড নম্বর : ১–১০০) বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা 'ঠিকা টেন্যান্সি'র জমিতে যে কোনও রকম বাড়ি তৈরির জন্য যাবতীয় ছাড়পত্র এই সেল থেকে মিলবে। প্রসঙ্গত, কলকাতায় এ পর্যন্ত ৯২ হাজার ঠিকা সম্পত্তি আছে। এবার এই জমিতে বসবাসকারীদের এই 'ঠিকা সেল' থেকে অনুমতি নিয়ে ওই জমিতে নিজের মতো করে বাড়ি বা আবাসন ভবন নির্মাণ করতে কোনও বাধা থাকবে না। জমির মালিকের আবেদন এলে ওই জমিতে রাজ্যের আবাসন দফতরের প্রকল্প 'বাংলার বাড়ি' নির্মাণ করে দেওয়া হবে।

সনাতন ভাব জাগৃতি : এবার কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ

নিজস্ব সংবাদদাতা : শ্রীরাম জন্মভূমি আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন পঃ পূ কে এন গোবিন্দাচার্যজী। রাজনীতির অঙ্গন থেকে বিদায় নিয়ে দুদশক ধরে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংঘর্ষ করে যাচ্ছেন। তার ফলে সমাজ ধীরে ধীরে জাগরুক হয়ে

উঠছে। খবরের কাগজ খুললেই খুন–ধর্ষণ–দুর্নীতির কাহিনী দেখা যায়, তার সঙ্গে মোমবাতি জ্বালিয়ে ভিডিয়ো তোলার প্রবণতা। আজ সমাজ যে প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে তাতে বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতার প্রতি অসহমতি প্রকাশ পাচ্ছে। সমাজে যদি সনাতন ভাব জাগ্রত করা যায়। চিরকালীন মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায় তবে বহু অসামাজিক ব্যধি থেকে মানুষকে মুক্ত করা যাবে। হিন্দু ধর্মের মূল আদর্শগুলো সকলের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ইটারন্যাল হিন্দু ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। গত সেপ্টেম্বর মাসে ২০, ২১, ২২ তারিখে মহারাষ্ট্রের ভায়ান্ডারে প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে দশজন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সেই সময়ই স্থির হয় কলকাতায় এক বৌদ্ধিক সমাবেশ করা হবে।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের ঈশ্বর আদিষ্ট সহায়তায় ১৪ ডিসেম্বর শনিবার সকাল নয়টা থেকে বালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো সংলগ্ন অডিটোরিয়মে এক বুধ–সমাবেশ সনাতনভাব জাগৃতি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। মাননীয় স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী (দিলীপ মহারাজ) প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও আশীর্বচন দেবেন। আলোচনার মুখ্য বিন্দু থাকবে অন্তরীণ সুরক্ষা ও ধর্ম। কেন্দ্রীয় স্তরে বক্তা হিসাবে থাকবেন ডঃ (ক্যাপ্টেন) সিকিন্দর রিজভি, সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট সুবুহি খান, মেজর রমেশ উপাধ্যায় ও শ্রীগৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। স্থানীয় বুধ–নক্ষত্রদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেবেন বিদগ্ধ সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, ডঃ মোহিত রায়, দেবতনু ভট্টাচার্য। স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ, অনুষ্ঠানের মর্যাদা বর্ধন করবেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ কুণাল ঘোষ, ঐতিহাসিক ডঃ নিখিলেশ গুহ, ডঃ প্রগতি ব্যানার্জী, ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী, বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার নকুল জানা, ইতিহাস সংকলন সমিতির প্রদীপ চক্রবর্তী, গোপানল ব্যানার্জী, ডঃ রবিরঞ্জন সেন, বঙ্গীয় কল্যাণ আশ্রমের কর্ণধার প্রণব গুহ প্রমুখ।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব। রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থে দেশের ও সমাজের সুরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে উদাসীনতা দেখানো হচ্ছে। জাকির নায়েকের দেশ বিরোধী কার্যকলাপের কোনও প্রতিবাদ নেই। অথচ হিন্দু টেররিস্ট এই মিথ্যা ধুয়ো তুলে কর্নেল পুরোহিত মেজর রমেশ উপাধ্যায়–এর মতো বীর সেনানী ও আজন্ম সন্ন্যাসিনী সাধিকাদের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। কামদুনীর নির্যাতিতা গত ছয় বছর ধরে বিচারের প্রতীক্ষায় রয়েছে অথচ হায়দ্রাবাদে চার ধর্ষক তার কৌম পরিচয়ের ভিত্তিকে এক শ্রেণীর মাকু–সেকুর সমর্থন পেয়ে যাচ্ছে। সারা বিশ্বের অর্থনীতি আজ এক সূত্রে গাঁথা।

আমেরিকা–চিন দ্বৈরথ, উত্তর কোরিয়া, পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদে মদত বিশ্ব অর্থনীতিতে সমস্যার খাদে টেনে নিয়ে এসেছে। ভারতও তার সম্ভাব্য পরিণতি সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারে না। ত সত্ত্বেও GDP reasonably stable, সরকার যে ব্যবস্থাগুলো নিয়েছেন তার ফলে শেয়ার বাজার উর্দ্ধমুখী, আরবান থেকে রুরাল, অর্থনীতির paradigm shift এক শ্রেণীর বুদ্ধি ব্যবসায়ী বুঝতে চাইছেন না। ভারতীয় সমাজকে হতমান করতে চাইছে। ইটারন্যাল হিন্দু ফাউন্ডেশন এদের কাছে দধিচির বজ্র স্বরূপ প্রতিবাদ হবে। সে নিয়েই ১৪ ডিসেম্বর ভারত সেবাশ্রমের 'শ্রীনাথ হল'–এ বসেছিল আলোচনা সভা। বক্তব্য রাখেন আশ্রমের প্রধান সম্পাদক বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ। এছাড়াও সকলকে জেগে উঠে সচেতন হওয়ার জন্য আহ্বান করেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত, শিক্ষাবিদ মোহিত রায়, কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় শর্মা, মেজর উপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের আহ্বায়ক অমিতাভ সেন, হিন্দু সংহতির দেবতনু ভট্টাচার্য, সংগঠনের প্রমুখ গৌতম ব্যানার্জি এবং সংগঠনের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র শ্রীমতী শুভুয়ী খান। এদিন সনাতন ধর্মের যে উদারতা তা শ্রোতাদের কাছে স্পষ্ট ভাবে তুলে ধলেন সকল বক্তব্যকারীরা।

কৃপাণ ও ঐরাবত ঘুরে গেল কলকাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় খিদিরপুর ডকে ৩ নম্বর গেটে ছিল শুধু কচিকাঁচাদের এবং স্কুল পড়ুয়াদের ভিড়। ১৪ তারিখ কলকাতার পড়ুয়ারা সাক্ষী হয়েছিল দুটো যুদ্ধ জাহাজ চাক্ষুস করতে। আইএনএস কৃপাণ এবং আইএনএ ঐরাবত সুদূর বিশাখাপত্তনম থেকে গঙ্গাবক্ষ চিড়ে এসেছিল কলকাতায়। কিভাবে যুদ্ধ করা হয়। কি কি দিয়ে যুদ্ধ করা হয়, এ দু'টি জাহাজ কেমনভাবে যুদ্ধ করে তা ছাত্র ছাত্রীদের দেখানোর লক্ষ্যই হল তা নৌবাহিনীর সেনার প্রতি আগ্রহ।

এছাড়াও কিভাবে আমাদের দেশ রক্ষা করছে তারা তাও বুঝিয়ে দেওয়া গেল সকলকে। ১৯৯১ সালের জাহাজ কৃপাণ, অর্থাৎ

তলোয়ার। এই নামের যুদ্ধজাহাজটি অতি সক্রিয় থাকে যুদ্ধক্ষেত্রে। যা কলকাতাতেই বানানো হয়েছিল। চেতক নামে একটা হেলিকপ্টারও নামতে পারে। সব থেকে ভালো র‍্যাডার যার নাম অপর্ণা। সর্বক্ষণ সক্রিয় থাকে। ক্যাপ্টেন সকলকে দেখালেন কিভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে হয় সবকিছু খেয়াল রেখে। এই জাহাজটির লোগো তলোয়ারই। সুরক্ষায় সদা সর্বস্ব ঢেলে দেয় তারা। এরই বোন হলো আইএনএস ঐরাবত। যার লোগো হাতি। অর্থাৎ যে হাতি ইন্দ্রদেবের ঐরাবত। তারা নামেই নামাঙ্কিত এই যুদ্ধ জাহাজটি আরও প্রযুক্তির দিক থেকে উন্নত। প্লেন অনায়াসেই নামতে উঠতে পারে ঐরাবতের পিঠ থেকে।

২০০৯ সালে তৈরি হয় এই ঐরাবত। চারটি ছোট অত্যাধুনিক নৌকাও বহন করে এই ঐরাবত নামক যুদ্ধজাহাজটি। এই নৌকাগুলি একদম সমুদ্রের পাড়ে উঠে পড়তে পারবে এবং নৌসেনারা খতম করতে পারবে তাদের শত্রুদের। এছাড়াও অনেকগুলি যুদ্ধের ট্যাঙ্ক বুক চিড়ে বের করে দিতে পারে ঐরাবত। বিশাল আকারের এই জাহাজ দুটি কলকাতা বন্দরে এসেছিল এবং সকলকে দেখা দিয়ে আবার চলে গেল তাদের স্থানে। রেখে গেল তাদের কিছু স্মৃতি এবং অপেক্ষা করিয়ে গেল পরের বছরের জন্য। নৌসেনা দিবস উপলক্ষে এমন কর্মকাণ্ড নিয়েছিল ভারতীয় নৌসেনা। আসছে বছর আবার এমন জিনিস দেখতে পাওয়ার আশা রেখেই ছাত্রছাত্রীরা ফিরল তাদের বাড়ি।

ইটালিতে ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালে বাংলার প্রতিনিধি কাটোয়ার আশিস মালাকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া: ইটালির মিলানে আয়োজিত ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালে ফের প্রতিনিধিত্ব করার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করলেন ভারত বিখ্যাত শোলা শিল্পী আশিস মালাকার। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার বনকাপাসির আশিস মালাকার শোলা শিল্পে অসাধারণ কাজের জন্য ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে বিশেষ সম্মানিত হয়েছেন। এই নিয়ে তিনি ইটালিতে দ্বিতীয়বার ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি রূপে যোগদান করার সুযোগ লাভ করেন। এবার আশিসবাবু মিলানে এরাজ্যের একমাত্র প্রতিনিধি। বিশ্বের বিখ্যাত ও ঝাঁ চকচকে শহরগুলির মধ্যে ইটালির মিলানের নাম একেবারে প্রথম সারিতে রয়েছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের ফ্যাশনদুরস্তদের কাছে মিলান একটা যেন স্বপ্ন নগরী। সেই মিলানে ভারতীয় উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এবার ৯ দিন ব্যাপী ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যাল শুরু হয় গত ৩০ নভেম্বর।

৮ ডিসেম্বর ফেস্টিভ্যালের পরিসমাপ্তি। এই ফেস্টিভ্যালকে কেন্দ্র করে উৎসাহী ইতালিবাসীর পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের আগ্রহ বৃদ্ধিতে ভারতীয় প্রতিনিধি

ও আধিকারিকগণ অত্যন্ত আপ্লুত বলে জানা গেছে। এবারও এই ফেস্টিভ্যালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নানাবিধ হস্তশিল্প সামগ্রী সহ নানান বিভাগের অসংখ্য স্টল রাখা হয়। এর মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী শোলার শিল্পকর্মের ওপর একটি স্টল রয়েছে। যেখানে ভারত বিখ্যাত শোলা শিল্পী আশিস মালাকার তাঁর অসাধারণ সব শিল্পকর্মের মাধ্যমে স্টল সাজান। আশিসবাবু তাঁর নিপুণ হাতের জাদুতে ফুটিয়ে তুলেছেন সুজলা, সুফলা, শস্য, শ্যামলা এই বাংলার নানান রূপ। শোলা শিল্পকর্মের মাধ্যমে ফুটে ওঠা সেই রূপেই মন্ত্রমুগ্ধ শিল্প অনুরাগীরা। ৫ ডিসেম্বর দুপুরে মিলান থেকে আশিস মালাকার এক ভিডিয়ো আলাপচারিতায় আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে জানালেন ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালের বিষয়ে। তিনি বলেন, মিলানে আয়োজিত এবারের ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালে আমাদের দেশ থেকে পাঁচ জন হস্তশিল্পী যোগদান করেছেন। এই পাঁচজনের মধ্যে আমিই একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি। আমি এবার নিয়ে ইতালিতে দু'বার পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী শোলাশিল্পকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার সুযোগ পেলাম। একজন ভারতীয় তথা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা রূপে এটা আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানের। বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই শোলা শিল্পকর্মের বিষয়ে বিদেশের মানুষের আগ্রহ যে বাড়ছে সেটা বলাই বাহুল্য। আর সেজন্যই এদেশ থেকে প্রায় সাড়ে ন' হাজার মাইল দূরে মিলানের মাটিতে দাঁড়িয়ে একজন ভারতীয় তথা বঙ্গবাসী হিসেবে আশিস মালাকার নিজেও গর্ববোধও করছেন।

বর্ধমানে ১০১ জোড়া গণবিবাহে সম্প্রীতির বার্তা

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: বর্ধমান শহরে শতাধিক পাত্র পাত্রীর গণবিবাহের মধ্য দিয়ে সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে পড়ল। ১১ ডিসেম্বর শহরের রথতলায় কঙ্কালেশ্বরী কালীমাতা মন্দির চত্বরে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ১০১ জোড়া পাত্র পাত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। গণবিবাহের আসরে উপস্থিত থেকে নবদম্পতিদের আশীর্বাদ করেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, স্টেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অর্থাৎ এস আর ডি এ'র চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল, বর্ধমান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অর্থাৎ বিডিএ'র চেয়ারম্যান বিধায়ক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শম্পা ধাড়া ও সহ সভাধিপতি দেবু টুডু,

বর্ধমান পুরসভার বিদায়ী কাউন্সিলর তথা সমাজসেবী খোকন দাস প্রমুখ। জানা গেছে, কঙ্কালেশ্বরী কালীমাতা গণবিবাহ কমিটির ব্যবস্থাপনায় ছয় বছর যাব এখানে গণবিবাহের আসর বসছে।

মূলত সমাজের আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারের পাত্র পাত্রীদের এই বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন আয়োজকরা। কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিবারের মতো এবারেও নবদম্পতিকে স্বর্ণালংকার সহ আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র দেওয়ার পাশাপাশি কয়েক হাজার মানুষের জন্য প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছিল।

মাঙ্গলিকী

নটসেনার সরোজ নাট্যমেলা ২০১৯

কৃষ্ণচন্দ্র দে : ৭ ডিসেম্বর এবং ৯–১১ ডিসেম্বর ২০১৯ মহাসাড়ম্বরে পালিত হল তপন থিয়েটারে।

৭ ডিসেম্বর নাট্য বিষয়ক আলোচনা। বিষয় ছিল পাঠ্যসূচিতে থিয়েটার সংযুক্তকরণ। বক্তা ছিলেন রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, শুভেন্দ্র বারিক, হৈমন্তী চ্যাটার্জী, ভাস্কর সান্যাল, সঞ্চালক ছিলেন সুশান্ত মজুমদার। আলোচনায় উঠে আসে সকল বক্তাদের অভিমত। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন পাঠ্যসূচিতে এর অন্তর্ভুক্তির কথা। মাধ্যমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এর অন্তর্ভূক্তি সমাজের স্বার্থেই বড়ই প্রয়োজন সুস্থ নাগরিক গঠনের জন্য।

৯ ডিসেম্বর : প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে নাট্য মেলার উদ্বোধন। উদ্বোধন করেন সদস্য সচিব হৈমন্তী চ্যাটার্জী, রাজ্য আকাদেমি। বিশেষ অতিথি শান্তিলাল মুখার্জী এবং সমর মিত্র মহাশয়। ডঃ হৈমন্তী চ্যাটার্জী সকলকে নাটকের সাথে থাকার আবেদন জানান। প্রত্যেক বক্তাই সরোজদার স্মৃতি তর্পণ করেন। শান্তিলাল কথায় কথায় বললেন, 'গরুর গাড়ির হেডলাইট' ১৩৪০টি শো হয়ে গিয়েছে, এটা থিয়েটারের গর্বের বিষয়। দুর্গা এখন পরিচালক, বন্ধু হলেও নির্দেশক হিসাবে ওকে সম্মান করি। সকলেই উৎসবের সাফল্য কামনা করেন।

সমর মিত্র বলেন, ১৯৮২ সালে সরোজদার সাথে আমার পরিচয় শুভেন্দু চ্যাটার্জীর কথায় আমার একটা নাটকে সরোজদাকে অভিনয় করতে অনুরোধ করি। নাটকটি ১৬০ দিন চলেছিল।

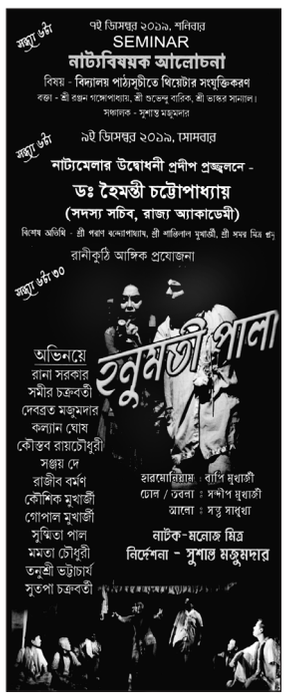

সন্ধ্যা ৬–৩০ টায় অভিনীত হল রাণীকুঠি আঙ্গিক প্রযোজিত, সুশান্ত মজুমদার নির্দেশিত নাটক 'হনুমতী পালা'। লোক আঙ্গিকে সাজানো সঙ্গীত বহুল পালা। গানগুলি সুরচিত হলেও সুগীত মোটেই নয়। টোটাল টিমওয়ার্ক ভাল। হনুমতীর ভূমিকায় সুতপা চক্রবর্তী দক্ষ শিল্পী।

৭টা ৪৫ মিনিট : মঞ্চায়ত হল মহাভারতের অন্য কথা 'অথ যুদ্ধ কথা'। কৃষ্ণনগর সিঞ্চন প্রযোজিত, সুশান্ত কুমার হালদার নির্দেশিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পট ভূমিকায় তৈরি নাটক। রাজনীতি থেকে কূটনীতির সংমিশ্রণে প্রশংসনীয় উপস্থাপনা।

১০ ডিসেম্বর ৬–৩০ মিনিট হাবড়া নান্দনিক প্রযোজিত, দেবব্রত দাস নির্দেশিত নান্দনিক উপস্থাপনা 'চাঁদের গায়ে' নাটকটি। দলগত সংহতির নাটক। শিক্ষামূলক প্রতীকি উপস্থাপনা। শেষ দৃশ্যটি বড়ই নান্দনিক। নেতাই চরিত্রে অভিনীত শিল্পী নেতাই–এর স্ত্রী চরিত্রে মিতা দে, জমিদার দেবব্রত দাস, নেতাই–এর মেয়ের ভূমিকায় পর্ণা সিনহা বেশ কাজের নমুনা রাখলেন।

৭–৪৫এ অভিনীত হল পিকনিক গার্ডেন সুনীলনগর ড্রামা সেন্টার প্রযোজিত, জয়ন্তদীপ চক্রবর্তী নির্দেশিত এবং শিবশংকর চক্রবর্তী রচিত সামাজিক পালা 'এক আহাম্মকের গল্প'। আমলাতন্ত্রের ঘুষ খাওয়া এই সামাজিক ব্যধি অবলম্বন করে তৈরি নাটক। এর থেকে মুক্তি কোথায়? বাঘের ঘরেই ঘোঘের বাসা। সত্যজিৎ চলচ্চিত্র থেকে নেওয়া গানটি খুবই সুপ্রযুক্ত।

১১ ডিসেম্বর ৬–৩০টায় অভিনীত হল বারাসত কাল্পিক প্রযোজিত দেবব্রত ব্যানার্জী নির্দেশিত অ্যান্তন চেকভ–এর ওয়ার্ড নম্বর সিক্স। (Ward No. 6)। নাট্যরূপ দিয়েছেন হিমাদ্রী শেখর দে।

পাগলা গারদরা হাসপাতালে ডাক্তার রোগীদের নিয়ে তৈরি নাটক। বর্তমান পৃথিবীটা যেন এক পাগলা গারদ। পাগলেরা এখানে হারিয়ে যায় আর ভাল মানুষেরা পাগল হয়ে যায়। কনসেপট এবং বার্তাটি সাধারণের কাছে একটু দুঃর্বোধ্য লাগতে পারে। শিল্পী পূজা, অর্ণব এবং অনুরণ সেনগুপ্ত ভাল কাজ করলেন।

৭–৪৫ মিনিটে অভিনীত হল বীরভূমি সংস্কৃতি বাহিনী প্রযোজিত উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত মানব পুতুল নাটক 'বেহুলা লখিন্দর পালা'। শিল্পীরা সকলেই মানব পুতুল।

রাঢ় বাংলার পুতুল নাচ হারিয়ে যাচ্ছে। তাকে পরম নিষ্ঠায় উজ্জ্বল ছোট ছোট কিশোর কিশোরীদের নিয়ে কি অসাধ্য সাধনটাই দেখিয়ে দিল। কোন শিল্পীর অভিনয়ের সময় তাদের চোখের পলক পর্যন্ত পরেনি। একেবারের জন্যও মনে হয়নি এরা পুতুল নয় মানব মানবী। পুতুল নাচের আঙ্গিকে সাজনো নাটক। ব্যবহৃত গানগুলিতে নোনামাটির সোঁদা গন্ধের ঝাঁঝ স্বাদ থাকলেও গানগুলি সুগীত নয়।

উজ্জ্বলকে বলতে চাই গানগুলি কোন ফোক শিল্পীদের দিয়ে গাওয়াতে পারলে সুধী সমাজে সমাদৃত হবে।

উপসংহারে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই নটসেনার এই সরোজ নাট্য মেলা তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করলো। প্রতি বছর নটসেনা সরোজ দার স্মৃতি তর্পণের মাধ্যমে এই নাট্য মেলার আয়োজন করে আসছেন। কোনরকম দৈব–দুর্বিপাকে না পড়লে তারা এই মেলা আয়োজনে বিরত থাকবেন না। সরোজদা ওদের পথ প্রদর্শক ও বিশাল নাট্যব্যক্তিত্ব। তবে একটু ক্ষোভের সঙ্গেই বলছি নাটকে যে জায়গাটা তার পাওয়া উচিত তা তাকে জীবিত অবস্থায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। সরোজদা পেশায় শিক্ষক ছিলেন। উনি কখনও নিজেকে নাটকের স্বঘোষিত নাট্য ব্যক্তিত্ব বলে দাবি করেন না। এই জীবন্ত শিল্পকলাকে আঁকড়ে ধরেই তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন।

মহাপ্রভু পরিষদের ৬৪ মহান্তর ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ ডিসেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাগুই পরিবার সারথীর পরিচালনায় বাগুইহাটি কলেজ মোড়ের সন্নিকটে ডিডি৫০ নারায়তলী মহাপ্রভুর ৬৪ মহান্তর ভোগ উৎসব বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন দিনে অধিবাস ১৬ প্রহর ব্যাপী নামকীর্তন ৬৪ মহন্তর ভোগ পুজো প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করেন পুরী মন্দিরের প্রধান জগন্নাথ দৈত্যপতি। প্রায় চার হাজার নর নারায়ণ এখানে প্রসাদ গ্রহণ করেন বরাহনগর পাঠ বাড়ির মহারাজরা পূজা অর্চনায় অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে সাধু বৈষ্ণবদের বস্ত্র দান করা হয় অনুষ্ঠানকে সাফল্য মণ্ডিত করতে বাগুই পরিবারের সকল সদস্য ও ওই অঞ্চলের মানুষেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন ইন্দ্রনাথ বাগুই (বুন্টি দা) অতিথিদের আপ্যায়ণ করেন তাপসী বাগুই।

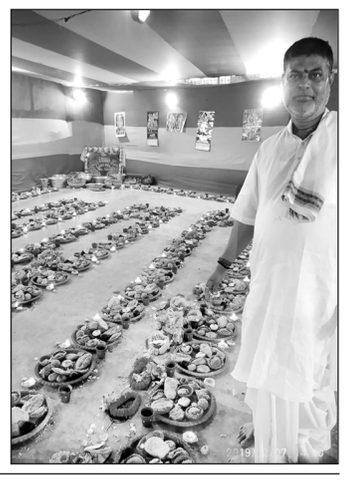

দু'চাকায় রক্তদান সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ভারত ভ্রমণে জয়দেব

মলয় সুর, বৈদ্যবাটি : এক আজব নেশাতেই মজেছেন হুগলির চাঁপদানি পুরসভার ৫ ওয়ার্ডের যুবক জয়দেব রাউত। গত ৭ নভেম্বর উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত রক্তদান ভবন থেকে সাইকেল অভিযান শুরু করেন। সেখানে সংস্থার সেক্রেটারি অপূর্ব ঘোষ হাজির হয়ে সবুজ সঙ্কেত দেন। রক্তদানে মানুষকে সচেতন করতে পশ্চিমবাংলা থেকে ওড়িশা, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, ত্রিবান্দ্রম, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক হয়ে যাবেন শেষ প্রান্ত কন্যাকুমারী বিবেকানন্দ রক পর্যন্ত। সাইকেল চড়েই ঘুরছেন সারা দক্ষিণ ভারত। পথে যেতে যেতে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সেমিনার করে সকলকে বোঝাচ্ছেন। এমন কি ইয়ুথ রেস ক্রশ সোসাইটির ছেলেমেয়েদের রক্ত সম্পর্কে সচেতনার সঙ্গে উজ্জীবিত করছেন। তাঁর সাইকেলের সামনে বোর্ড ও জাতীয় পতাকা লাগিয়ে একের পর এক জেলা, রাজ্য অতিক্রম করে বাংলা, ওড়িশা ছাড়িয়ে পৌঁছেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়া শহরে। সেখান থেকেই মোবাইল ফোনে এই প্রতিবেদককে জানালেন বছর পঞ্চাশের জয়দেব রাউত বললেন, কোনও রেকর্ড তৈরির জন্য নয়, মানুষকে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি রক্তদানের উপকারিতা সম্পর্কে প্রচার করছেন। সে নিজেও ৩৭ বার রক্তদান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত যাবেন রক্তদানে সচেতনতার উদ্যোগ নিয়ে।

কলকাতা ফেরার পথে পুরীর মন্দিরে মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করবেন। সে নয় হাজার কিলোমিটার রাস্তা সাইকেলে পাড়ি দেবেন। জয়দেব বিভিন্ন রাজ্যে তিনটি আঞ্চলিক রাষ্ট্রভাষা হিন্দি, ওড়িশা ও ইংরাজিতে রক্তদানের বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন। ইতিমধ্যেই নানা সংগঠন জয়দেবকে সংবর্ধিত করেছেন। একসময় সে চাঁপদানি ডালহৌসি জুট মিলে কাজ করত। এখন জুটমিলে কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। সে নয় হাজার কিলোমিটার সাইকেলকে সঙ্গী করে 'রক্তদান জীবন দান' বার্তাকে সামনে রেখে জেলা, রাজ্য পেরিয়ে পুনরায় বারাসত রক্তদান ভবনে আগামী ২০২০ সালের মার্চ মাসে পৌঁছবেন। পথে বিভিন্ন মানুষের সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছেন। তাঁর পথ নির্দেশের জন্য রুট ম্যাপ রয়েছে। যদিও এর আগে জয়দেব ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'স্বচ্ছ ভারত ও নির্মল বাংলা' বার্তা নিয়ে সারা উত্তর ভারত ও হিমাচল প্রদেশ সাইকেলে অভিযান করেন। তৎকালীন চাঁপদানি ইন্দিরা ময়দানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর লোকসভার সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জী ও চাঁপদানি পুরসভার সুরেশ মিশ্র। সেবারও সাইকেলকে সঙ্গী করে একবছর ধরে অভিযান করেন। তাঁর এই সাইকেলে চড়ে এক্সপিডিশনে রাতে থাকা ও খাওয়ার জন্য বিভিন্ন কলেজ, মন্দির বা প্রশাসনের বাংলোয় ব্যবস্থা হচ্ছে। তার এই রক্তদান বিষয়ের প্রচারে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে তাহলে সমাজের অনেকটা উপকার হবে। তবে লক্ষ্যচ্যুত হননি একবারের জন্যও। যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই এক ফোঁটা রক্ত মানুষের জীবনদান এই বার্তা সকলের মনে গেঁথে দিচ্ছেন।

সিঙ্গুর বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ তম সিঙ্গুর বইমেলা শনিবার সন্ধ্যায় উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক কণা বসু মিশ্র ও সাহিত্যিক জিয়াদ আলি। এছাড়া মঞ্চে ছিলেন সিঙ্গুর পঞ্চায়েত প্রধান কল্পনা দাস, বইমেলা কমিটির সভাপতি সন্তোষ ঘোষ, যুগ্ম সম্পাদক জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ সোমনাথ বসাক, পার্থ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

চলবে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সিঙ্গুর অপূর্বপুর যুব সংঘ ফুটবল ময়দানে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ক্যুইজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী।

সুপর্বর চতুর্থ বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৯ সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠান সুপর্ব ও গুড়পট্টি নিউ বেঙ্গল ক্লাবের পরিচালনায় চতুর্থ বার্ষিক অনুষ্ঠান গুড়পট্টি ৪৮৯ রবীন্দ্র সরণী শোভাবাজার কলকাতা ৭০০ ০৫০ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। এই উপলক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ভাই বোনেদের হাতে উপহার তুলে দেওয়া হয়।

তাছাড়া ক্যুইজে অংশগ্রহণ কারি বিজেতাদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের মন্ত্রী সাধন পান্ডে, ৩ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান আনন্দ বিশের রউথ, সমাজসেবী পুষ্প সাহা, অনুপম সাহা, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, জয় কাশী নাথ ঘোষ, ডি আশিস সহ অনেক বিশিষ্ট মানুষেরা। পরিশেষে নৃত্য পরিবেশন করেন শ্রেয়সী ডান্স গ্রুপ।

সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী আবীর চ্যাটার্জী, লিপিকা বিশ্বাস প্রমুখ অনবদ্য সঞ্চালনা করেন গৌতম সুন্দর। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার সম্পাদক গৌতম ঘোষাল সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সুপর্বর সভাপতি ও সকলের প্রিয় স্বপন দত্ত মহাশয়।

এ কার ছবি
আরতি দে

কাকে চোখের সামনে রেখে এ কবিতা।
কে তোমার ধমণীর উপর দিয়ে
হেঁটে যায় ছন্দের তালে।
কার অবয়ব দেখে এঁকেছি এ ছবি।
কার এক টুকরো স্পর্শে
নিথর রাঙা চোখ।
বিনিদ্রায় নিশিযাপন কার অনুরাগে।
লাল জলে মিটিয়েছো তৃষা ঘন তমসায়।
জীবনের সূক্ষ্মপথে কবির কবিতা
ভালোবেসে তাকে নাও বুকে টেনে
প্রেম নয় শুধু ফুটন্ত গোলাপ।
(শহীদ নগর, কল–৭৮)

ফুটোফাটা প্রেম
সনত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এতো যন্ত্রণা চিতকার ব্যাভিচার
তবু এরই মাঝে কি করে
প্রেমের ভাব জমাই বলো !
সে বিবেক আত্মার সাথে
এ অধম মিশে একাকার।
প্রেমের ভাব নিছক জাগে মনে
বেশীর ভাগটাই হয় যন্ত্রণার স্বীকার।

পোড়া রুটি, বাসি তরকারি –
দুর্নিবার ক্ষুধা, মুক্ত সংসার –
মুখে লেগে থাকা ছটি দুধের গন্ধ
গর্ভে না হওয়া সংস্কার
অপূর্ণ মিলন
আরো অনেক কিছু –
প্রেমের ঝুঁটি ধরে টানতে টানতে
জীবন মনের বাইরে বসিয়ে দেয়
অভিশপ্ত সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি।

ফুটো ফাটা প্রেম –
বেঁড়ে কুকুরের ল্যাজে বেঁধে
প্রকাশ্যে মনের দরজায়
উড়ন্ত চুমুর সাইন বোর্ড
মানবিকতার প্রবেশ নিষেধ !
(চণ্ডীপুর, মোড়া, হুগলী–৭১২৪০৩)

হারামজাদী
সুকুমার বিশ্বাস

সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম তোমার ছোট্ট জানালার পাশে
অথবা শহরের চার মাথার মোড়ে এক উত্তাল সমুদ্দুরের তরঙ্গের মত; যেখানে থাকত সবুজ পান পাতার মত গড়ন হৃদয়ের মুখ।

দিনান্তে ঘুমিয়ে পড়ি।

শেষ প্রহর। মোবাইলে সময় বের করি রাতের ঘড়িতে –
–চারটে দশ ; আমার নিঃসঙ্গ বিছানা।
আমি চিৎকার করে বলি – হারামজাদি, সারা রাত কোথায় ছিলি,
কার কাছে–এখন এ ভাতার ভাল লাগবে কেন!
যে তোকে ছোঁব, ছুঁয়ে দেখব ...
হারামজাদি আর কত খাবি–এই হাড় এই মাংস।
(দুর্গাপুর)

বিকেল
অভিনন্দন মাইতি

নতজানু হওয়া বিকেলের কাছে হারিয়ে ফেলি নিজেকে
বাতাসের পিঠে ভেসে যায় রোদ
জলছবি আঁকতে থাকা নদী বাস্তব ছঁড়ি এগিয়ে রাখে
নিজের গান

তবু মাটি কেন রক্ত মাখে ?
নিজের অস্তিত্বের ঘাড়ে চাবুক পিটতে থেকে
দোমড়ানো মোচড়ানো যে বালক ছুটতে থাকে
কে বা দায়ে পড়ে মনে রাখে তাকে !

একটা একটা পালক খসিয়ে দু হাতে আনন্দমাখা
পাখি কি জানে একটু পরের ঠিকানার হদিশ

এতো আমারই কবর
আমি যে ধর্মহীন

তবু সব – সব মাড়িয়ে এক – একটা বিকেল আসে
পিঠ জুড়ে বয়ে আনে বাতাস মেশানো রোদ
মনোরম মায়াবী
যার হাতে হাত রেখে আমিও হারিয়ে ফেলি নিজেকে।
(হরেন্দ্রনগর, কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা)

অনিত্য
বিশ্বেশ্বর রায়

সুর তাল কেটে গেলে সঙ্গীত মননে বাজে না,
ছিন্ন হ'লে তার গুলি স্তব্ধ রয় রুদ্রবীণা।
জীবন উড্ডীন ঘুড়ি, বাঁধা আছে সূত্রের টানে,
লাটাইটা কার হাতে উড়ন্ত ঘুড়ি কি তা জানে !
জীবন–মৃত্যুর মাঝে সূক্ষ্ম এক পর্দা আছে ঝুলে
জ্বলা দীপ যাবে নিভে সহসা ছোট্ট এক ভুলে।
শান্ত স্নিগ্ধ তরুদল খাড়া আছে সমুন্নত শিরে,
ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায় কালবোশেখির রুদ্র ঝড়ে।
সুখের বাসরে ঢুকে রন্ধ্র পথে কালনাগিনীরা
বাসর শয্যাখানি রচি দেয় মৃত্যুশয্যা তারা।
এই যে মুহূর্তটুকু জীবন–মৃত্যুর মাঝখানে
পূর্ণতায় যাক ভরে প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো দানে।
(রাজডাঙ্গা, কল–১০৭)

পোড়ামাটি
বিবেকানন্দ নস্কর

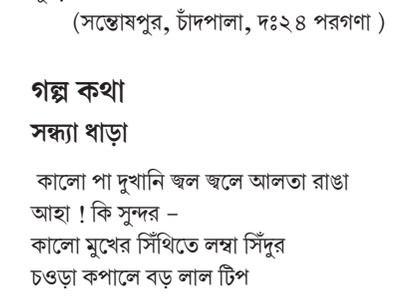

অশ্রুতে ভেজে না আর
যন্ত্রণা ছুঁতে ভুলে যায়
এমন পোড়া হৃদয়ে তবুও
খুঁজেছো প্রেম, দিয়েছো ভালোবাসার নৈবেদ্য।
পুড়ে পুড়ে দগ্ধতায়, দগ্ধ মুখ
ঝলসানো শরীর হতে ক্রমাগত
পোড়া শব্দের গন্ধ
পোড়া মন, পুড়েছো নিজেই।
এখন আবার কবিরা রোদে পুড়ে
মিছিলে, প্রতিবাদে সামিল।
দাবানলে পুড়ে যায় কবিতার অক্ষর
রঙের আড়ালে লুকায় সরীসৃপ।
যে তোমাকে এভাবে পুড়িয়েছে
সে কি ভাবে, কবিরা প্রাণহীন পোড়ামাটি !
শুধু এই অভিমানে, কবিরা ইচ্ছে করে
পুড়ে যাওয়ার প্রতীক্ষায় থাকে।
(সন্তোষপুর, চাঁদপালা, দঃ২৪ পরগণা)

গল্প কথা
সন্ধ্যা ধাড়া

কালো পা দুখানি জ্বল জ্বলে আলতা রাঙা
আহা ! কি সুন্দর –
কালো মুখের সিঁথিতে লম্বা সিঁদুর
চওড়া কপালে বড় লাল টিপ
বড় বড় ভাসা চোখ
ভ্রু–দুটি তুলি দিয়ে আঁকা, বেশ লম্বা
একটু লম্বাটে মুখে মানানসই মিষ্টি নাক

একটু মোটা ঠোঁট, কোণ দুটি চাপা, দৃঢ়
মোট চার টুকরো
রেলের মাঝে দেহটা আছে চিত হয়ে
মুণ্ডুটা আকাশের দিকে তাকিয়ে, একটু হেলে
পা–দু খানি কাপড়ের পাড় দিয়ে একটু ঢাকা
ঘটনার সাতকাহন –
হনন, নাকি আত্মহনন।
(ইছাপুর, দেবীতলা, উঃ২৪ পরগণা)

এক টুকরো কলম
রাজেশ মণ্ডল

পৃথিবীতে ভালোবাসা ছাড়া আছে কি
ভালোবেসে ফুলের সুবাস ছড়াই
আর ছড়াই জ্ঞানের আলো
কলম ছাড়া আর কি আছে ভালোবাসার আলো
কলম নিয়ে এই জগতে মায়ার প্রদীপ জ্বালো।
(গ্রাঃ বিদুপাড়া, পোঃ– সেমপাড়া, মুর্শিদাবাদ)

ধানচারা
রণজিত কুমার সরকার

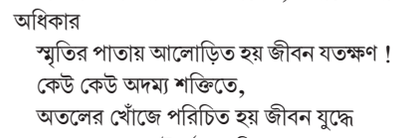

হতভাগ্যের শেষ সান্ত্বনা
ঈশ্বর যা করেন সবই মানুষের মঙ্গলের জন্য
ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখানে
কেউ প্রকৃত মানুষ কেউ বা অরণ্যবাসী বন্য
ভগবানের লীলা খেলায়
সমুদ্রের জল আকাশে ওঠে
শ্রাবণে নামে বৃষ্টিধারা,
স্ত্রী পুরুষ কৃষি মজুর
রোদে পিঠ পুড়িয়ে কাদা মেখে গাড়ে ধানচারা
ঈশ্বরের ইচ্ছায় বর্ষায়
নদীর বুকে উথলে ওঠে পাগলী বান,
বাংলার কৃষক বুক বাঁধে
একান্ত আশায় আশায়, পাবে বলে নবান্নের ধান !
(কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর)

বরণীয়
মানবেন্দ্র চক্রবর্তী

সকলকেই চলে যেতে হয় –
জগত্ সংসারের গণ্ডি ছাড়িয়ে,
স্বর্ণময় জীবনের কাঙ্খিত ধন সম্পদে
চাওয়া পাওয়ার অধিকারেও, থাকে না অধিকার
স্মৃতির পাতায় আলোড়িত হয় জীবন যতক্ষণ !
কেউ কেউ অদম্য শক্তিতে,
অতলের খোঁজে পরিচিত হয় জীবন যুদ্ধে
চাওয়া পাওয়ার উর্ধে দাগ দিয়ে যায় !
প্রবহমান কালের আহ্বানে সাড়া দিয়ে
যেতে হবে এমনই শাশ্বত নিয়মে ...
রথী–মহারথী ধনী দরিদ্রের নেই ভেদাভেদ।
স্মরণীয় বরণীয় হয় মহাজীবনে
মৃত্যুতেও কেউ কেউ অমরত্ব লাভ করে
বিশ্ব সংসারে।
(মায়াপুর, বজবজ, দঃ২৪পরগণা)

অন্ধকারে
গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ধকারে জ্বালো বাতি, পাবে পথে আলো
রাত্রিবেলায় অন্ধকার, রাত্রি বড় কালো।
চলার পথে অন্ধকার দেখায় না পথ ভালো
আঁধারপানে চেয়ে দেখি জ্বলে জোনাই গুলো !
(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

ছুটির মজা
কানন পোড়ে

একঘোয়েমি কাজে লাগে না মন,
একটানা ছুটিতে ডানা মেলে ইচ্ছে করে উড়তে
এক সাথে হাসি আর গানে চাই ভুবন ভরাতে।
শিক্ষা হয় ভ্রমণে, দেখি মনোহর দৃশ্য

নানা দেশে খুঁজে পাই অভিনব বিশ্ব
ফিরে এসে খুঁজে পাই নতুন প্রভাত
ফুলে ফুলে মধু খেয়ে মৌমাছি মাত।
(আমতলা, দঃ২৪ পরগণা)

অণু গল্প

মাতৃত্ববোধ
জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

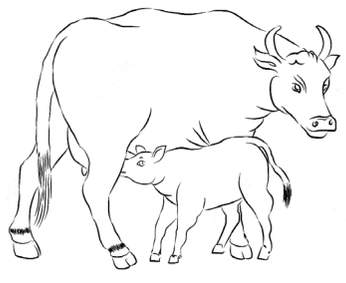

বাছুরটা আপনমনে ঘাস খাচ্ছিল, মা যে কাছে নেই তাও হুঁশ নেই। পায়ের শব্দে ভেবেছিল মা, কিন্তু হিংস্র মূর্তিটা দেখে বাচ্চাটা ভয় পেয়ে যায়। মা, মা বলে ডাকতে ডাকতে প্রাণভয়ে ছুটতে থাকে। হিংস্র জন্তুটি একসময় শাবকটিকে ধরেও ফেলে। বাছুরটা মা মা বলে ডাকতে ডাকতে হিংস্র সিংহীটার বুকেই আশ্রয় খোঁজে। কাতর মা–ডাক শুনে সিংহীটা কেমন যেন হয়ে যায়, নিজের শাবকের কথা মনে পড়ে যায়। সিংহীটা মাতৃস্নেহে বাছুরটাকে আদর করতে থাকে। মায়ের আদর পেয়ে বাছুরটা নিশ্চিন্ত মনে আদর উপভোগ করে। এদিকে একটা সিংহ দূর থেকে সিংহীটার কাণ্ড দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়, ভাবে সিংহীটা এত বোকা কেন! এমন নধরকান্তি খাবার পেয়েও খাচ্ছে না কেন! আচ্ছা, তুই না খাস্, আমাকে অন্ততঃ খেতে দে! সিংহটাকে এগোতে দেখে বাছুরটাকে কোলের কাছে আগলে রেখে সিংহীটা রক্তচক্ষু দেখায়, আর একটু এগোলে, ভালো হবে না কিন্তু! দূরে দাঁড়িয়ে সিংহটা ভেবে পায় না, তার কী করণীয়! সব কিছু দেখে ঈশ্বর ভাবেন, সবই লীলা।
(বালুরঘাট, দক্ষিন দিনাজপুর)

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

বিশ্ববঙ্গ ফুটবল লিগ সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্থানীয় গ্রামবাসীদের উদ্যোগ রবিবার শেষ হল দুই দিনের বিশ্ববঙ্গ ফুটবল টুর্নামেন্ট।সোমবার ১৬ টি দল নিয়ে পঞ্চম বর্ষের এই বিশ্ববঙ্গ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি মাতলা নদী সংলগ্ন ফুটবল মাঠে।এদিন ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় যাদবপুর ডিআর ও তামান্না জিন্স ফুটবল টিমের মধ্যে। খেলার নির্ধারিত সময়ে যাদবপুর ডিআর দলের পক্ষে সৈদুল মোল্লা জয় সূচক গোল টি করে যাদবপুর ডিআর দলের জয় নিশ্চিত করে দেয়। এদিন ম্যাচের সেরা হয়ে ম্যান অফ দ্য মাচ হন যাদবপুর ডিআর ফুটবল টিমের সৈদুল মোল্লা।খেলা শেষে জয়ী ও রানার্স দলের হাতে নগদ দেড় লক্ষ ও এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা পুরষ্কার ও সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেন আয়োজক সংগঠনের কর্মকর্তারা। দুই দিনের এই ফুটবল টুর্নামেন্টে ফুটবল প্রেমী দর্শক ছিল নজরকাড়া।

নারী শক্তিকে মজবুত করতে সুন্দরবনে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ প্রত্যন্ত সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া পরিবারের মেয়েদের নিয়ে ক্যারাটে প্রশিক্ষণের সূচনা করলেন বারুইপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিত বসু। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ওয়ার্ল্ড ভিশন ইণ্ডিয়া এলাকার পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নানান ধরণের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

বাল্য বিবাহ থেকে শুরু করে শিশু শ্রম বন্ধের তীব্র প্রতিবাদ ও বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্ডিয়া।আর এবার নারীদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে মেয়েদের তৈরি হতে হবে। আর সেই লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ১২ থেকে ১৮ বছরের বয়সের ৪৭০ জন মেয়েদের ক্যারাটে প্রশিক্ষণ ও ফুটবল প্রশিক্ষণের আয়োজন হল বাসন্তী ব্লকের নফরগঞ্জ অঞ্চলের জনকল্যাণ সংঘের মাঠে।

এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যারাটে কমিশনারের মৌসুমী মজুমদার, ক্যানিং মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মুনমুন চৌধুরী, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কামাল উদ্দিন লস্কর, প্রখ্যাত তবলাবাদক সন্দীপ ঘোষ, ঝড়খালি কোষ্টাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রশান্ত দাস,ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্ডিয়া বাসন্তী এরিয়া প্রোগ্রাম ম্যানেজার হেগুইন কংসাই, এ ছাড়াও এলাকার বিশিষ্ট অতিথিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এদিন এই ক্যারাটে প্রশিক্ষণ নিতে এসে অলকা সরদার,মামনি মন্ডল,টুম্পা মন্ডল'রা বলেন, এই ক্যারাটে ট্রেনিং নেওয়ায় আমরা নিজেরাই আমাদের শত্রুদের কে পরাস্ত করে আত্মরক্ষা করতে পারবো।

মেয়রস্ কাপ ২০১৯

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দু'বছর বন্ধ থাকার পর ফের নবরূপে মেয়রস্ কাপ নার্সারি লিগ শুরু হল গত ১৪ ডিসেম্বর। কলকাতা পুরসংস্থা ও ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএফএ) যৌথ উদ্যোগে শতবর্ষ প্রাচীন মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের মাঠে এবারের মেয়রস কাপের সূচনায় উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মহানগরের মেয়র ফিরহাদ হাকিম, পুর ক্রীড়া দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, আইএফএ-র সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, দ্রোণাচার্য পুরস্কার প্রাপ্ত প্রশিক্ষক সৈয়দ নইমুদ্দিনসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। প্রসঙ্গত, আইএফএ-র এবারের নার্সারি ফুটবল লিগে অনূর্ধ্ব ১৩ এবং অনূর্ধ্ব ১৫ বিভাগে আইএফএ অনুমোদিত রাজ্যের মোট ৯৫টি ফুটবল দল অংশ নিচ্ছে। হাওড়া অবসর সম্মিলনী, মোহনবাগান জুনিয়র টিম এখন সব ফুটবল টিমগুলি রয়েছে।

বড় জয় নয়, জেতার অভ্যেস গড়তে হবে

অরিঞ্জয় মিত্র

একের পর এক সিরিজ জিতেই চলেছে টিম ইন্ডিয়া। রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়েই চলেছেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। দেশের সর্বকালীন সেরা রেকর্ডের তকমা পাওয়ার লক্ষ্যেও দ্রুত এগোচ্ছেন তিনি। তবে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, তার জন্য বিশ্বকাপের মতো বড় মাপের টুর্নামেন্ট জিতে দেখাতে হবে কোহলিকে। তবেই বিরাটরাজের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে মানবেন তাঁরা। এমনিতে গত বিশ্বকাপে ব্যর্থ মনোরথে ফিরতে হয়েছে টিম কোহলিকে। সেমিফাইনাল থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বিদায় নিতে হয়েছিল আপাত ফেভারিটদের। সেই জ্বালা মিটিয়ে নেওয়ার ভরপুর সুযোগ সামনে টি-২০ বিশ্বকাপে। তার আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো টি-২০ তে শক্তিধর দেশকে ২-১ হারিয়ে সিরিজ জিতে নিঃসন্দেহে অনেকটাই মনোবল বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হল মেন ইন ব্লুজ। রোহিত, বিরাট, কে এল রাহুলরা যে মেজাজে ব্যাটিং করেছেন আগাগোড়া তাতে ক্যারিবিয়ান বোলারদের হতোদ্যম হয়ে ফিরতে হয়েছে। তবে দ্বিতীয় টি-২০ জিতে তাও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজটাকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় ম্যাচে ভারত যে সুবিশাল টার্গেট দিল প্রায় ২৫০-র কাছে রান তুলে তাতে সারা বিশ্ব দেখল বিশ্বকাপের আগে টিম ইন্ডিয়া তাদের মঞ্চ ভরপুর করে তুলছে সবরকমভাবে। এখন দেখার আরও কত নতুন রেকর্ড নিজের পালকে জুড়তে সক্ষম হন ভারত অধিনায়ক বিরাট। শুধু দলের সিরিজ জেতাই নয়, বিরাট নিজেও যে দুরন্ত ফর্মে ব্যাট করে চলেছেন তা চাপে রাখবে বিশ্বের যে কোনও দেশকে। প্রোটিয়া ও বাংলাদেশ বধের অব্যবহিত পরে ক্যারিবিয়ান অপারেশন সাঙ্গ করে ভারত বুঝিয়ে দিচ্ছে যে কোনও চাপ সামলানোর জন্য প্রস্তুত তারা। এখন দেখার ভারতীয় দলের এই মনোবল আগেই না খেই হারিয়ে ফেলে। কারণ, চরম শিখরে পৌঁছানোর আগে বেচাল হয়ে পড়লে ভারতীয় দল নিশ্চিতভাবে মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়বে।

সেটা যাতে না হয়, আর বিশ্বকাপের আগে দলের রিজার্ভ বেঞ্চ যাতে সজীব থাকে সেসব কিছুই দেখে নিতে হবে কোহলি ব্রিগেডকে।

টি-২০ সিরিজে একাধিপত্য নিয়ে জয়ের রেশ কিন্তু থমকে গিয়েছিল ৫০ ওভারের একদিনের প্রথম ম্যাচেই। বস্তুত ক্যারিবিয়ানরা যেভাবে হাল্কা মেজাজে জয় তুলে নিল তা নিশ্চিতভাবে ভ্রুকুটি বাড়িয়ে তুলল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। টি-২০ সিরিজেও একটা ম্যাচ জিতেছিল ক্যালিপ্সোরা। একদিনের সিরিজেও বউনি হল তাদের জয় দিয়েই। নিঃসন্দেহে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের মনোবল বেড়ে গেল কয়েকগুণ। অন্যদিকে ভারতও বুঝল পদে পদে লুকিয়ে রয়েছে বিপদ। একটু আত্মতুষ্ট হলেই তা ধেয়ে আসবে নিজেদের দিকে। আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপের আগে তা যথেষ্ট চিন্তারও বটে। অন্যদিকে ক্যারিবিয়ানরা কিন্তু টি-২০ সিরিজ হেরেও নিজেদের খেলার উন্নতিতে খুশি ছিল। তারা এও বলেছিলেন, একদিনের সিরিজে অন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দেখা যাবে। ঠিক সেটাই যেন ঘটল এবার। তবে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ যে একাধিপত্য নিয়ে ভারত জিতে নিল তা ফের প্রত্যয় বাড়িয়েছে ধোনির টিমের প্রতি। প্রথম একদিনের ম্যাচ ক্যারিবিয়ানদের জেতাতে দু-দুটি শতরান বড় ভূমিকা নিয়েছিল। এদিন রোহিত শর্মা ও কে এল রাহুল সেঞ্চুরি করে তার যোগ্য জবাব তুলে ধরল। শুধু তাই নয়, ভারতকে সমতা ফেরাতেও সাহায্য করল এই জোড়া শতরান। তাও ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেভাবে টি-২০ বা একদিনের সিরিজে প্রত্যাঘাত করছে তা ভারতীয় শিবিরকে ভাবাবার পক্ষে যথেষ্ট। এটা ঠিক ভারতের পক্ষে বলার যেটা তা হল রোহিত, বিরাট, কে এল রাহুল বা শ্রেয়স আয়ারদের দুরন্ত ব্যাটিং। যা প্রায় প্রতি ম্যাচেই টিম ইন্ডিয়ার জয়ের সোপান গড়ছে। অন্যদিকে সামি, কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজাদের বোলিংও বিপক্ষকে ব্যাটিংকে ভোঁতা করে দিচ্ছে। এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা যেমন ভারতের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ তেমনই খারাপ পরিস্থিতিতে কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয় সেটাও নতুন করে শিখে নিতে হবে তাদের। না হলে কিন্তু পচা শামুকে পা কাটার মতোর সমস্যা হতেই পারে।

সেই জায়গা থেকেই বেরিয়ে আসতে ফাঁকফোকর মেরামতি যেমন সর্বাগ্রে প্রয়োজন তেমনই আবার মনস্তাত্ত্বিকভাবে নিজেদের তৈরি রাখতেও হবে। অতীত অভিজ্ঞতাই বলছে এমন বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস মাটিতে থুবড়ে ফেলেছে কোনও জয়ী দলকে।

অতীতে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটীয় দক্ষতাকে তুলনা করা হত ব্রাজিলীয় ফুটবল ঘরানার সঙ্গে। স্যর ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, স্যর গ্যারি সোবার্স, কালীচরণ, গ্রিফিথ, হল, লয়েড, রিচার্ডস, গ্রিনিজ, হেনেস, মার্শাল, গার্নার, রবার্টস, হোল্ডিং, রিচার্ডসন, লারা, ওয়ালস, অ্যামব্রোজ, ক্রিস গেইলদের মতো মহাতারকা কিন্তু উঠে এসেছেন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকেই। সেই ঐতিহ্য আজ ডুবতে বসেছে। বলতে গেলে ক্ষীয়মান। সে জায়গায় উঠে আসা অজিরাও এখন সামান্য দুর্বল হয়েছে। মেগা দল হিসেবে উঠে এসেছে ভারত। সব ধরনের ক্রিকেটে আধিপত্য দেখাচ্ছেন ভারতীয়রা।

একটা সময় গাভাসকার, কপিলদেবদের নিয়ে গর্ব করা হত। সে জায়গায় শচীন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলিদের নাম উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। সবথকে বড় কথা শীর্ষস্থানে থাকা এখন অভ্যেসে পরিণত করেছে ভারত। যে দল শুধুমাত্র ব্যাটিংয়ের জন্য বিখ্যাত ছিল তাঁদের বোলিংও মাতিয়ে তুলছে বিশ্বজুড়ে। যশপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি আহমেদ, উমেশ যাদব, ইশান্ত শর্মারা দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করেছে ২২ গজের অলিন্দে। তার সঙ্গে বিশ্বমানের স্পিন আক্রমণের ঘরানা ধরে রাখা সবেতেই লেটার মার্কস পাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া।

কিন্তু এত কিছু সাফল্য সত্ত্বেও চূড়ান্ত জায়গায় গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার রোগ থেকেই যাচ্ছে। যার ফলে বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ আসরে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে সেমিফাইনাল থেকেই পাট গোটাতে হচ্ছে। যা নিশ্চিতভাবে চাপে রেখেছে গোটা ভারতীয় শিবিরকে। বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও এই ব্যাপারে তাঁর হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি পরিস্কার বলেছেন, বিশ্বকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্রফি জিততে না পারা পর্যন্ত কিছুতেই বলা যাচ্ছে না আমরাই সেরা। ভাবটা এমন যেন সারা বছর সব পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাত্র ফাইনালে এসে গেড়িয়ে যাচ্ছে।

টুর্নামেন্টের আগেই স্টেডিয়াম পরিদর্শনে পরেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: মিঠাখালি প্রতিলিপি সংঘের আয়োজনে ২২ ডিসেম্বর ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ক্যানিং মহকুমার বৃহত্তম ফুটবল উৎসব। টুর্নামেন্টের আগেই স্টেডিয়ামের সাম্প্রতিক হালচাল সম্পর্কে বৃহস্পতিবার দুপুরে খোঁজখবর নিয়ে পরিদর্শন করেন ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা টুর্নামেন্ট কমিটির সম্পাদক পরেশরাম দাস। মাঠের সবুজঘাস,দর্শক গ্যালারির সহ অন্যান্য পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি। চতুর্থ বর্ষের এই বৃহত্তম ফুটবল টুর্নামেন্টে রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তের ৮ টি দল অংশগ্রহণ করবে। ক্যানিংয়ের মাতলা ১,২ ও দিঘীরপাড় গ্রামপঞ্চায়েতের সম্মিলিত উদ্যোগে চতুর্থ বর্ষের উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে প্রিয়া সংঘ বনাম কলকাতা পুলিশ দলের মধ্যে। সূত্রের খবর ক্যানিং মহকুমার বৃহত্তম এই ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা করবেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিমা সেখ ও ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার যুব তৃণমূল সভাপতি সওকত মোল্লা। প্রতিযোগিতায় মোট পুরষ্কার মূল্য রয়েছে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা,দুটি মোটর সাইকেল,দুটি এলইডি টিভি সহ সুদৃশ্য ট্রফি।

এদিন ষ্টেডিয়াম পরিদর্শনের পর পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, চারিদিকে একটা উষ্ণ আবহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি নষ্ট হচ্ছে ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কের অটুট বন্ধনও। আর এমন সম্পর্কের অটুট বন্ধন রাখতে পারে একমাত্র খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আর সেই কারণেই এলাকায় শান্তির বাতাবরণ ছড়িয়ে দিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ বন্ধন অটুট রাখতে আমাদের এই ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন।

পাশাপাশি তিনি আরো বলেন এই ফুটবল টুর্নামেন্ট থেকে সামান্য যা আয় হবে, সেই টাকা দুঃস্থ ,অসহায় এবং বুলবুল বিধ্বস্ত সুন্দরবনের মানুষের সেবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করা হবে।

আমি বব উইলিস-এর খেলা দেখেছিলাম

কল্লোল গুহ ঠাকুরতা

ইংল্যান্ডের সুবিখ্যাত পেস বোলার রবার্ট জর্জ ডিলান উইলিস সম্প্রতি গত হয়েছেন। সত্তর এবং আশির দশকের ইংল্যান্ডের এই সুবিখ্যাত পেস বোলার নিজের অসামান্য বোলিং পারদর্শিতায় গোটা দুনিয়া কাঁপিয়ে বেরিয়েছেন। কলকাতাতেও সত্তর আশির দশকেও দুটি টেস্ট ম্যাচ খেলে গিয়েছেন ইংল্যান্ডের এই পেস বোলার। তবে ববের বোলিং ক্যারিয়ারের সব থেকে উল্লেখযোগ্য পারফমেন্স হচ্ছে ইংলন্ড অস্ট্রেলিয়ার ১৯৮১ সালের অ্যাসেজ সিরিজে ঘরের মাঠ হেডিংলেতে দ্বিতীয় ইনিংসে তেতাল্লিশ সালে আট উইকেট নেওয়া। অস্ট্রেলিয়ার সামনে চতুর্থ ইনিংস জেতার জন্য টার্গেট ছিল মাত্র একশো ত্রিশ রান। কিন্তু মাত্র ১১১ রানে অল আউট হয়ে গিয়ে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ হারে ১৮ রানে। এদিকে আবার ১৯৮৩-র বিশ্বকাপে যেখানে ভারত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ম্যানচেস্টারের সেমি ফাইনাল ম্যাচে বব উইলিসের এক ওভারে ছয় খানা বাউন্ডারি হাকিয়ে ভারতের সন্দীপ পাতিল বত্রিশ বলে একান্ন রান করে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দেয়। ফলে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের আর বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠা হয়নি। বব উইলিসের সুদীর্ঘ ক্রিকেট ক্যারিয়ারে ওই টাই হয়তো ছিল একমাত্র ব্ল্যাক স্পট। প্রসঙ্গত বব উইলিসের ওই ম্যাচের ইংল্যান্ডের অধিনায়কও ছিলেন।

এবারে আসা যাক আমার নিজের চোখে দেখা বব উইলিসের খেলার প্রসঙ্গে- দিনটা ছিল ১ জানুয়ারি ১৯৭৭ সাল ইডেন গার্ডেন্স কলকাতা ভারত ইংল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ। অবশ্য ওই সিরিজে ইংল্যান্ড এম সি সি (MCC) নামে খেলতে এসেছিল। অন্তত টিকিটের গায়ে তাই লেখা ছিল। MCC অর্থাৎ মেরিলি বোন ক্রিকেট নাম (Merily bourn Cricket Club) টিমের অধিনায়ক ছিলেন প্রয়াত অ্যান্টনি উইলিয়াম গ্রেগ, যিনি গোটা দুনিয়ায় টনি গ্রেগ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অন্যদিকে ভারতের অধিনায়ক ছিলেন বিষেণ সিং বেদী। বেদী টসে জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এরপর তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের সাথে দুই দলের ক্রিকেটার দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরিচয় পর্ব মিটে যাওয়ার পরেই টনি গ্রেগের নেতৃত্বে গোটা ইংল্যান্ড দল গোটা ইডেন গার্ডেন্সে ছড়িয়ে পড়ে দর্শকদের অভিবাদন করতে লাগলেন। ইডেন-গার্ডেনস-এর চৌষট্টি হাজার দর্শক সমস্বরে উঠে দাঁড়িয়ে দুহাতে তাদের স্বাগত জানাতে লাগলেন। এরপরেই খেলা

শুরু হলো। আম্পায়ার সত্যজিৎ রাও আর হনুমন্তিয়া রাও এসে প্রথমেই মাঠে ঢুকলেন এবং তার পিছনে ব্যাট হাতে ঢুকলেন সুনীল গাভাসকার এবং সুধীর নায়েক। টনি গ্রেগ প্রথম ওভারেই ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা বব উইলিসের হাতে বল তুলে দিলেন। হাইকোর্ট প্রান্ত থেকে বল হাতে দৌড় শুরু করলেন বব ডিলান উইলিস। ময়দান প্রান্তে দাঁড়িয়ে সুনীল মনোহর গাভাস্কার কোনও রকমে প্রথম তিনটে বল সামাল দিলেন।

এরপর দিনের চতুর্থ বলেই সামান্য একটি খোঁচা। বলটা সুনীল গাভাস্কারের ব্যাট ছুঁয়ে মাটির সামান্য উপর দিয়ে প্রথম স্লিপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেখানে ফিল্ডিং কাটছিলেন ইংল্যান্ডের আরও একজন স্বনাম ধন্য ক্রিকেটের ক্রিস ওল্ড। তিনি এক লহমায় অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মাটিতে বসে পড়ে বলটিকে বাম হামে তালু বন্দি করলেন। দিনের চতুর্থ বলে গাভাস্কার শূন্য রানে আউট। ইডেন-গার্ডেনে বব উইলিসের প্রথম টেস্ট উইকেট। আমারও ছিল সেইদিন সর্বপ্রথম ইডেন গার্ডেন্স গমন।

গাভাস্কারকে ওইভাবে আউট হতে দেখে যেমন দুঃখ পেয়েছিলাম ঠিক তেমনই বব উইলিসের ওই রকম আগুন ঝড়ানো বোলিং আর ক্রিস ওলডের মাটিতে বসে পড়ে বাম হাতে ওই রকম দুধর্ষ ক্যাচ দেখে যার পর নাই অভিভূত হয়েছিলাম। লাঞ্চের সময় ভারতের স্কোর গিয়ে দাঁড়ালো দুই উইকেটে তিপান্ন রান। প্রথম দিনের খেলার শেষে ভারতের স্কোর গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সাত উইকেটে একশো আটচল্লিশ রান।

এরমধ্যেই বব উইলিস নিয়েছিলেন সাতাশ রানে পাঁচ উইকেট। পরের দিন সকালে এই স্কোরের সাথে আর মাত্র সাত রান যোগ করে ভারতে প্রথম উইনিস ১৫৫ রানে শেষ হয়ে যায়। জবাবে ইংল্যান্ড ব্যাট করতে নেমে প্রথম ইনিংসে যতদূর মনে পড়ছে তিনশো ছাব্বিশ রান করেছিল। টনি গ্রেগ তৃতীয় দিনের খেলার শেষে চুরানব্বই রানে অপরাজিত থেকে করেছিলেন ১০৩ রান। এর মধ্যে ইংল্যান্ডের প্রথম দুইটি উইকেট পরে ছিল ৭ রান এবং ১৪ রানের মাথায়। আউট হয়েছিলেন যথাক্রমে গ্রাহাম বারলো এবং মাইক ব্রিয়ারলি। দুটি উইকেট তুলে নেন ভারত অধিনায়ক বিষেণ সিং বেদী। একনাথ সোলকার ফরওয়ার্ড শর্ট লেগে দাঁড়িয়ে অনবদ্যভাবে দুটি ক্যাচ ধরেন। এইসব দেখে ইডেন গার্ডেন্স-এর ৬৪,০০০ দর্শক মনে করেছিল যে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসি বুঝি ১৫০ রানে গুটিয়ে যাবে।

যদিও তা আর হয়ে ওঠেনি। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে ভারতে ৯টা উইকেট পড়ে গিয়েছিল। ভারতের ইনিংস হার বাঁচাতে তখনও আরও ১৫-২০ রানের মতো দরকার ছিল হাতে ছিল মাত্র ১টা উইকেট এই অবস্থাতেই পঞ্চম দিনের খেলা দেখার জন্য ইডেন গার্ডেন্স কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। ক্রিজে ছিলেন ভারতের শেষ স্বীকৃত ব্যাটসম্যান ব্রিজেশ প্যাটেল আর বিশ্ববিখ্যাত অফ স্পিন বোলার এরাপল্লী প্রসন্ন। প্রসন্ন বোলার হলেও ব্রিজেশ প্যাটেলের থেকেও অনেক সিনিয়ার ক্রিকেটার ছিলেন। তিনি ব্রিজেশ প্যাটেলকে গাইড করিয়ে করিয়ে ভারতকে ইনিংসে হার থেকে বাঁচান এবং ইংল্যান্ডকে আবার ব্যাট করতে পাঠান।

তিনি নিজে ১৩ রানে আউট হয়ে গেলেও ব্রিজেশ প্যাটেল ৫৬ রানে অপরাজিত থাকেন। এবং ইংল্যান্ডকে জেতার জন্য টার্গেট দেন ১৬ রানের। ইংল্যান্ড কোনও উইকেট না খুইয়েই ১৬ রানের টার্গেট অতিক্রম করে যায়। এই টেস্ট ম্যাচের সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল এইটাই যে শেষ দিনে একটি মাত্র উইকেটের পতন দেখার জন্য, যেটি প্রথম দিনের প্রথম বলেই কিংবা দিনের প্রথম ওভারেই হতে পারত, গোটা ইডেন গার্ডেন্স কানায় কানায় ভর্তি হয়ে যায়। যেটি সম্প্রতি ইডেন গার্ডেন্স অনুষ্ঠিত দিবা রাত্রি পিঙ্ক বল টেস্টের শেষ দিনে অন্যতম আলোচিত বিষয়বস্তু ছিল।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com